১ জগতের সৃষ্টি.

আদিতে পরমেশ্বর আপন বাক্য দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন ; সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর ব্যতিরেকে কোন বস্তু ছিল না। ঈশ্বর কেবল অনাদি, আর তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা করিতে পারেন। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সকল বস্তু একেবারে সৃষ্টি না করিয়া ক্রমে২ করিলেন। কেননা প্রথমাবধি তিনি সকল বস্তুকে উত্তম রূপে ধারামত স্থাপিত করিলেন। ঈশ্বর ছয় দিবসে কি প্রকারে স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে অবধান কর। ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল। পরে ঈশ্বর দীপ্তিকে অন্ধকার হইতে পৃথক্ করিলেন ; এই মতে প্রথম দিবস হইল। দ্বিতীয় দিবসে ঈশ্বর আকাশকে সৃষ্টি করিলেন ; অর্থাৎ শূন্যের উপরিস্থিত ও নীচস্থিত যে জল, তাহা পৃথক্ করিয়া শূন্যের নাম আকাশ রাখিলেন। তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর পৃথিবীর উপরিস্থ যে জল এবং ভূমি, তাহা পৃথক্ করিয়া ঘাস ও শস্য ও ফলবান বৃক্ষকে ভূমিতে উৎপন্ন করিলেন। চতুর্থ দিবসে ঈশ্বর আকাশস্থিত আলোককে সৃজিলেন, বিশেষতঃ দিবসে কর্ত্তৃত্ব করিবার নিমিত্তে মহাজ্যোতি আর রাত্রির নিমিত্তে ক্ষুদ্রজ্যোতি এবং তারাগণকে সংস্থাপিত করিলেন। পঞ্চম দিবসে ঈশ্বর জলচর মৎস্য ও খেচর পক্ষি সকল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ দিয়া কহিলেন, তোমরা বহুপ্রজ হইয়া আপনাদের বৃদ্ধি কর। ষষ্ঠ দিবসে ঈশ্বর সকল প্রকার পশুকে উৎপন্ন করিলেন। তখন ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যদিগকে

আপন সাদৃশ্যে সৃষ্টি করি। তাহারা মৎস্য ও পক্ষী ও পশু আর সমস্ত পৃথিবীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেক। এই রূপে ঈশ্বর আপনার সদৃশ মনুষ্যকে অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন; এবং তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত হইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর, এবং তাহার শাসন কর। এই রূপে ষষ্ঠ দিবস হইল। পরে ঈশ্বর আপন কৃত সকল বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে সকল অতি উত্তম দেখিলেন। সপ্তম দিবসে ঈশ্বর কি করিলেন, তাহা বলি শুন। তিনি আমাদের বিশ্রামের নিমিত্তে তাহা বিশ্রামবার করিয়া স্থাপন করিলেন। যেহেতুক ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার সমস্ত কার্য্য-হইতে বিশ্রাম করিয়া ঐ সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ দিয়া পবিত্র করিলেন।

২ প্রথমপাপ।

প্রথমে মনুষ্যের বাসস্থান এক সুন্দর বাগান ছিল। পরমেশ্বর আপনি সেই বাগান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সকল জাতীয়

বৃক্ষ ও তৃণ এবং সুদৃশ্য ও সুখাদ্য ফল উৎপন্ন করিয়াছিলেন। আর বাগানের মধ্যস্থলে জ্ঞানদায়ি ফলজনক ও অমৃত ফল জনক এই দুই বিশেষ বৃক্ষ ছিল। জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল খা- ইতে ঈশ্বর মনুষ্যকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, তুমি এই উদ্যা- নের সমস্ত বৃক্ষেরি ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও, কিন্তু সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না, কেননা তাহা করিলে তুমি তৎক্ষণাৎ মরিবা। কিন্তু সর্প সকল জন্তুদের মধ্যে অতি খল হওয়াতে নারীকে কহিল, ওগো, উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে পরমেশ্বর যে তোমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন, ইহা কি সত্য? তাহাতে নারী সর্পকে উত্তর করিল, আমরা উদ্যা- নের তাবৎ বৃক্ষের ফল খাইয়া থাকি, কিন্তু উদ্যানের মধ্যস্থিত ফলের বিষয়ে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা খাইবা না, স্পর্শও করিবা না; তাহা করিলে তোমরা মরিবা। তাহাতে সর্প নারীকে কহিল, তোমরা কদাচ মরিবা না, কিন্তু ঈশ্বর জানেন, তোমরা যে দিনে তাহা খাইবা, সেই দিনেই তোমাদের চক্ষু প্র- সন্ন হইবে, ও তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় ভালমন্দ বোধ পাইবা। পরে নারী সেই বৃক্ষকে সুভোগ্য ও সুদৃশ্য এবং জ্ঞান প্রাপ- ণার্থে বাঞ্ছনীয় দেখিয়া তাহার ফল পাড়িয়া খাইল; এবং নিজ স্বামিকে দিলে সেও খাইল। তাহাতে তাহাদের চক্ষু প্রসন্ন হওয়াতে আপনাদের উলঙ্গতা বোধ পাইয়া তাহারা বট পাত্র সিঙ্গাইয়া আপনাদের জন্যে ঘাঘরা করিল।

পরে দিবাবসান সময়ে উদ্যানের মধ্যে প্রভু পরমেশ্বরের আগমনের শব্দ পাইয়া আদম ও তাহার স্ত্রী তাঁহার সম্মুখ হইতে ঐ উদ্যানের বৃক্ষের আড়ালে গিয়া লুকাইল। তখন প্রভু পরমেশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? তাহাতে

সে কহিল, উদ্যানের মধ্যে তোমার শব্দ শুনিয়া আপন উলঙ্গতা প্রযুক্ত ভয়ে লুকাইয়া ছিলাম। তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি যে উলঙ্গ, এমন বোধ তোমাকে কে জন্মাইল? যে বৃক্ষের ফল ভোগ করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তাহার ফল কি তুমি খাইয়াছ? তাহাতে আদম কহিল, তুমি যে স্ত্রীকে আমার সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিলে আমি খাইলাম। তখন প্রভু পরমেশ্বর সেই নারীকে কহিলেন, এ কি করিয়াছ? তাহাতে সে নারী কহিল, সর্পেরই প্রবঞ্চনাতে আমি খাইয়াছি।

তখন প্রভু পরমেশ্বর সর্পকে কহিলেন, যেহেতুক তুমি ইহা করিয়াছ, সেই হেতুক গ্রাম্য ও বন্য পশু সকলের অপেক্ষায় অধিক শাপগ্রস্ত হইয়া বক্ষঃস্থলেতে গমন করিবা, ও যাবজ্জীবন ধূলি ভোজন করিবা। আর তোমাতে ও স্ত্রীতে এবং তোমার বংশেতে ও স্ত্রীর বংশেতে পরস্পর বৈরিভাব জন্মাইব। সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার গুড়্গুড়ায় দংশন করিবা।

পরে ঈশ্বর নারিকে কহিলেন, তোমার প্রসব বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি করিব; তাহাতে ক্লেশেতে অপত্য প্রসব করিবা, এবং স্বামির অধীনা হইবা, ও সে তোমার উপরে প্রভুত্ব করিবে। পরে ঈশ্বর আদমকেও কহিলেন, যে বৃক্ষের ফল খাইতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহা খাইয়াছ, এই হেতুক তোমার দোষে ভূমি অভিশপ্তা হইল, তাহাতে যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইয়া তদুৎপন্ন শস্যাদি ভক্ষণ করিবা। আর ঐ ভূমিতে শেয়াল কাঁটাপ্রভৃতি নানা কন্টক বৃক্ষ জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের শস্য ভোজন করিবা। যে মৃত্তিকা হইতে

জন্মিয়াছ, সেই মৃত্তিকাতে লীন হওন পর্য্যন্ত ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবা। কেননা তুমি মৃত্তিকাই আছ, পুনশ্চ মৃত্তিকাতেই লীন হইবা। এই রূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে দূর করিয়া দিলেন, ও অমৃত বৃক্ষের পথ অবরোধ করিতে এদেন উদ্যানের পূর্ব্ব দিকে ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গাধারি স্বর্গীয় দূতগণকে স্থাপন করিলেন।

৩ ভ্রাতৃহত্যা।

আদমের দুই সন্তান, প্রথমের নাম কাইন, দ্বিতীয়ের নাম হাবিল ছিল। কাইন কৃষিকর্ম্ম ও হাবিল পশুপালন করিত। এক দিবস ঐ দুই ভ্রাতা প্রভুর নিকটে নৈবেদ্য আনিয়া উৎসর্গ করিল। কাইন ক্ষেত্রোৎপন্ন ফল, আর হাবিল পালের প্রথম জাত পশু উৎস্বর্গ করিল। কিন্তু প্রভু কাইনকে ও তাহার নৈবেদ্যকে অগ্রাহ্য করিয়া হাবিলের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার নৈবেদ্য গ্রাহ্য করিলেন। কেননা হাবিল সরল অন্তঃকরণে আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিল, কিন্তু কাইন ঈর্ষাভাবে তাহা করিল। তাহাতে কাইন ক্রুদ্ধ হইয়া অধোমুখে থাকিল। তখন প্রভু কাইনকে কহিলেন, তুমি কেন ক্রুদ্ধ হইয়াছ, তোমার মুখ বা কেন বিষণ্ণ হইয়াছে? তুমি যদি সৎকর্ম্ম কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবা না? আর তুমি যদি সৎক্রিয়া না কর, তবে পাপের প্রতিফল কি তোমার ভোগ করিতে হইবে না? অনন্তর তাহারা ক্ষেত্রেতে এক সময়ে একত্র হইলে কাইন আপন ভ্রাতাকে ধরিয়া বধ করিল। পরে প্রভু কাইনকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার ভ্রাতা হাবিল কোথায়? সে উত্তর করিল, আমি জানি

না, আমি কি ভ্রাতার রক্ষক? তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি কি করিয়াছ? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমি হইতে আমাকে উচ্চৈস্বরে ডাকিতেছে। অতএব যে ভূমি তোমার হস্ত দ্বারা হত ভ্রাতার রক্ত পান করিয়াছে, সেই ভূমিতে তুমি অভিশপ্ত হইলা। তুমি সেই ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করিলে শস্য উৎপন্ন হইবে না। আর তুমি পৃথিবীর উপর অস্থির ও ভ্রমণশীল হইবা। তখন কাইন প্রভুকে কহিল, এই দণ্ড আমার অসহ্য, যেহেতুক কোন লোক আমাকে পাইলেই বধ করিবে। কিন্তু প্রভু কহিল, তাহা হইবে না; আর কেহ যেন তাহাকে বধ না করে, এই জন্যে তাহার উপর এক চিহ্ন রাখিলেন। তখন কাইন আপন স্ত্রী ও শিশুগণের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইতে প্রস্থান করিয়া নোট নামক দেশে গিয়া বাস করিল। আর তিনি সেখানে এক নগর পত্তন করিয়া আপন পুত্রের নামানুসারে সেই নগরের নাম হনোক রাখিলেন। এই ঘটনার সময়ে আদমের বয়স এক শত ত্রিশ বৎসর ছিল। পরে হাবা তাহার স্ত্রী আর এক পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম সেথ, অর্থাৎ প্রতিনিধি রাখিল।

৪ জলপ্লাবন।

পূর্ব্বকার মনুষ্যেরা অতি বলবান হওয়াতে তাহাদের বয়োমান অনেক বৎসর ছিল। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যদের যে বয়স তাহার দশগুণ তাহাদের এক জনের বয়স ছিল। আদমের বয়স ৯৩০ বৎসর হইলে, সে মরিল। আর মরণকালে সে আপন পুত্র সেথের ঔরসোৎপন্ন নয় পুরুষ এবং কাইনের দশ পুরুষপর্য্যন্ত দেখিতে পাইল। সেই সময়ের লোক সকল ৯০০ নয় শত বৎসরের অধিক বাঁচিত। নোহের বয়স নয় শত পঞ্চাশ বৎসর, আর মিথুশিলার নয় শত উনসত্তরি বৎসর হইয়াছিল। তৎকালে মনুষ্যদের বাহুল্য হওয়াতে দৌরাত্ম্য ও দুষ্টাচার বৃদ্ধি হইল। ঈশ্বর তাহা দেখিয়া কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যেদের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিবে না। তাহারা মাংস মাত্র; এইক্ষণাবধি এক শত বিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিব, পরে আমার কৃত মনুষ্যদিগকে আমি ভূমি হইতে বিনষ্ট করিব। কিন্তু নোহ ধার্ম্মিক ও যাথার্থিক হওয়াতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাত্র হইল। এবং ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, গোফীর কাষ্ঠদ্বারা তিন শত হাত দীর্ঘ ও পঞ্চাশ হাত প্রস্থ এবং ত্রিশ হাত উচ্চ তেতালা এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কুঠরী কর। কেননা দেখ, আমি পৃথিবীতে জলপ্লাবন করিব। কিন্তু তুমি আপন স্ত্রীকে ও পুত্রদিগকে ও পুত্রবধূদিগকে এবং সর্ব্বপ্রকার জীব জন্তু সঙ্গে লইয়া জাহাজে প্রবেশ করিবা। সকলের আহারার্থে উপযুক্ত সামগ্রী আনিয়া আপনার নিকটে সঞ্চয় কর। নোহের ছয় শত বৎসর বয়সে আর আদমের মৃত্যুর সাত শত ছাব্বিশ বৎসর পরে জলপ্লাবন হইল। তখন মহা সমুদ্রের সমস্ত উনুই

ভাঙ্গিয়া গেল। এবং আকাশস্থ জলধর মুক্ত হওয়াতে ৪০ দিন পর্য্যন্ত দিবারাত্রি পৃথিবীতে মুষলধারে বৃষ্টি হইল। তখন পৃথিবীতে ক্রমশ জল প্রবল হইয়া অতিশয় বাড়িলে জাহাজ ভাসিল। এবং জল পৃথিবীতে এমনি বাড়িল যে ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ উচ্চতর পর্ব্বতের উপরে পোনের হাত জল হইল। এবং পৃথিবীতে জল প্রবল হইয়া একশত পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত থাকিল। নোহ দ্বিতীয় মাসের দশম দিনে জাহাজে প্রবেশ করিল। সপ্তদশ দিনে মহা সমুদ্রের উনুই ভাঙ্গিয়া গেল। আর তৃতীয় মাসের প্রথম দিনে সকল পর্ব্বতের শৃঙ্গ দেখা গেল। এবং চল্লিশ দিন পরে নোহ জাহাজের গবাক্ষ দ্বার খুলিয়া এক দাঁড়কাককে উড়াইয়া দিল। কিন্তু সে পৃথিবীর জল শুষ্ক হওন পর্য্যন্ত গতায়াত করিল। পরে নোহ জলের হ্রাস বুঝিবার কারণ এক কপোতকে উড়াইয়া দিল। কিন্তু সে জাহাজে তাহার নিকটে ফিরিয়া আইল। সাত দিন পরে নোহ আর এক কপোতকে উড়াইয়া দিল। এবং সে চঞ্চুতে জিত বৃক্ষের পাতা ছিড়িয়া লইয়া ফিরিয়া আইল। আর এক সপ্তাহের পরে নোহ আর এক কপোতকে উড়াইয়া দিল। সে ফিরিয়া আইল না। পরে প্রথম মাসের প্রথম দিনে নোহ জাহাজের ছাত খুলিয়া শুষ্ক ভূমি দেখিতে পাইল। আর দ্বিতীয় মাসের সপ্তবিংশতি দিনে সে জাহাজ ত্যাগ করিল। এবং নোহ বাহির হইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ ও আহুতি প্রদান করিয়া ঈশ্বরের প্রতি আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। তখন পরমেশ্বর কহিলেন, মনুষ্য প্রযুক্ত আর পৃথিবীকে অভিশাপ দিব না। যদ্যাপি বাল্যকালাবধি মনুষ্যদের স্বভাব দুষ্ট, তথাপি যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত বুনা কাটার

সময় এবং শীত গ্রীষ্মকাল আর দিবারাত্রিও থাকিবে। ঈশ্বর নোহকে আশীর্ব্বাদ দিয়া তাহার সহিত ঐ নিয়ম স্থির করিলেন। এবং তিনি আপন নিয়মের চিহ্নস্বরূপ সুন্দর ও সাত প্রকার বর্ণযুক্ত মেঘধনুকে মেঘের মধ্যে স্থাপিত করিলেন, এবং কহিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের সহিত স্থাপিত যে নিয়মের লক্ষণ, সে এই জানিবা।

৫ বাবিলের উচ্চগৃহ।

জলপ্লাবনের পরে নোহ আর তিন শত পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিল। এই রূপ বহুকালজীবি লোকদের মধ্যে সে শেষ মনুষ্য ছিল। শেম নামে তাহার পুত্র জলপ্লাবনের পরে পাঁচ শত বৎসর বাঁচিয়া পুত্র পৌত্রাদিকে দর্শন করিল। অর্ফক্সাদ নামে নোহের পৌত্র কেবল চারি শত আটত্রিশ বৎসর, ও তাহার পুত্র চারি শত তেত্রিশ বৎসর, এবং তাহার পৌত্র চারি শত চৌষট্টি বৎসর বাঁচিল। ঐ সময়াবধি মনুষ্যদের সামর্থ্য এমনি ন্যূন হইল, যে কেহ দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিল না। শেম আপন পুত্র পৌত্রাদির দশ পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিল। এই কালাবধি লোকদিগের শাসনার্থে রাজারা উঠিল। নিম্রোড নামে হামের পৌত্র প্রথম উপদ্রবকারি শাসনকর্ত্তা হইয়া বাবিলে আপন রাজ্য স্থাপন করিল। তৎকালে তাবৎ লোকের ভাষা এক প্রকার ছিল। অপর তাহারা ফরাৎ নদীর নিকটে এক প্রান্তরে বসতি করিয়া কহিল, আমরা আপনাদের নিমিত্তে এখানে এক নগর করি, এবং সেই নগরের মধ্যে গগণস্পার্শি এক উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করি; তাহাতে

আমাদের সুখ্যাতি হইবে, আর আমরা তাবৎ পৃথিবীতে ছিন্ন ভিন্ন হইব না। কিন্তু পরমেশ্বর তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আইস আমরা পৃথিবীতে গিয়া তাহাদের ভাষাভেদ জন্মাই, তাহারা যেন পরস্পর আপনাদের ভাষা বুঝিতে না পারে। এই রূপে পরমেশ্বর তাহাদিগকে তাবৎ পৃথিবীর দিগদিগন্তরে নিক্ষিপ্ত করিলে তাহাদের নগর গঠন নিবৃত্তি হইল।

৬ অব্রাহমের বিবরণ।

নোহের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে অব্রাহমের জন্ম হইল মনুষ্যেরা সেই সময়ে নানা দেশে ব্যাপ্ত ও দেবপূজক ছিল পরমেশ্বর অব্রাহমকে কহিলেন "তুমি আপন দেশ ও জ্ঞাতি কুটম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমাকে যে দেশ দেখাইব, সেই দেশে যাও; আমি তোমাহইতে বিস্তর লোক উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, ও তোমার নাম বিখ্যাত করিব; এবং তুমি মঙ্গলদাতা হইবা। যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, আমি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব; এবং যাহারা তোমাকে অভিসম্পাত করে, আমি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিব। এবং তোমাহইতে পৃথিবীর তাবৎ লোক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে"। পরে অব্রাহম যখন আপন দেশ হইতে গমন করিল, তখন তাহার বয়স ৭৫ বৎসর ছিল। এবং তাহার ভ্রাতৃপুত্র লোট তাহার সঙ্গে গেল।

কিছু কাল পরে চরানী মাঠের বিষয়ে অব্রাহমের ও লোটের পশুপালকদের পরস্পর বিরোধ হইল; কেননা তাহাদের

পাল অতি বড় ছিল। এবং তাহারা সেই দেশে একত্র বাস করিলে পশুর প্রতিপালন হইতে পারে না। অতএব অব্রাহম লোটকে কহিল, "আমি তোমাকে বিনয় করিতেছি, তুমি আমার জ্ঞাতি: এই জন্যে তোমাতে ও আমাতে, কিম্বা তোমার পশুপালকে ও আমার পশুপালকে বিবাদ না হউক; সমস্ত দেশ কি তোমার সম্মুখে নাই? এই কারণ তোমাকে বিনতি করি, তুমি আমাহইতে পৃথক্ হও। তুমি বামে যাও, আমি দক্ষিণে যাই. কিম্বা তুমি দক্ষিণ দিগে যাও, আমি বাম দিগে যাই"। তাহাতে লোট সিদ্দীমের সুন্দর নিম্নভূমিকে মনোনীত করিল। তাহার মধ্যে সাদোম ও গমোরা নগর স্থাপিত ছিল। কিন্তু অব্রাহম কনান দেশে বাস করিল।

৭ অব্রাহমের বিশ্বাস।

ইহার পরে পরমেশ্বর অব্রাহমকে আশির্ব্বাদ দিয়া কহিলেন, হে অব্রাহম; ভীত হইও না, আমি তোমার ঢাল স্বরূপ হইয়া অতিশয় পুরস্কার করিব। কিন্তু অব্রাহমের সন্তান না থা-

কাতে তিনি খিদ্যমান ছিলেন। তাহাতে ঈশ্বর তাহাকে বাহিরে যাইতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এখন আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যদি তারাগণ গণিতে পার, তবে তাহা গণিয়া বল। তোমার বংশও তদ্রূপ অগণিত হইবে। তাহাতে অব্রাহম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে পরমেশ্বর তাহার বিশ্বাসকে পুন্য জ্ঞান করিলেন। অপর অব্রাহমের নিরানব্বই বৎসর বয়সে পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাকে প্রত্যক্ষ মানিয়া ধর্ম্মাচরণ করিয়া সিদ্ধ হও। এবং তোমার অতিশয় বৃদ্ধি করিব। তোমার সহিত আমার এই নিয়ম স্থির করিলাম। এবং তোমার নাম অব্রাম আর থাকিবে না, কিন্তু অব্রাহাম হইবে, যেহেতুক আমি তোমাকে বহুজাতির বীজ পুরুষ করিয়াছি। এবং ঈশ্বর আপন নিয়মের এক চিহ্নার্থে ত্বক্‌ছেদ স্থাপিত করিলেন।

আর এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে অব্রাহম মমরি নামক প্রান্তরে নিজ তাম্বুগৃহ দ্বারে বসিয়া ছিল। তখন পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিলেন। অব্রাহম আপন চক্ষু উঠাইয়া তিন ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাদের নিকটে গিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, হে প্রভো, নিবেদন করি, যদি আমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, তবে এই ভৃত্যের স্থান হইতে প্রস্থান না করুন। কিছু জল আনিয়া দিয়া পাদপ্রক্ষালন করি, এই বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করুন। তখন অব্রাহম আপন গৃহে দৌড়িয়া গিয়া সারাকে শীঘ্র ময়দা খাসিয়া রুটী গড়িতে কহিল, এবং আপনি পালের উৎকৃষ্ট কোমল বৎস লইয়া শীঘ্র রান্ধিল। পরে অব্রাহম নবনীত ও দুগ্ধ লইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে রাখিলে তাঁহারা আহার করিলেন। তখন প্রভু কহিলেন, আমি আগামি বৎসরের এই

সময়ে পুনশ্চ আসিব, তখন সারার এক পুত্র হইবে। এই কথা শুনিয়া সারা তাম্বুর দ্বারের দিগে পশ্চাৎ করিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু প্রভু জিজ্ঞাসিলেন, সারা কেন হাঁসিল? পরমেশ্বরের অসাধ্য কি কোন কর্ম্ম আছে? তখন সারা ভয়ে অস্বীকার করিয়া কহিল, আমি হাসি নাই। কিন্তু তিনি কহিলেন, তুমি অবশ্যই হাসিয়াছ। পরে তাঁহারা উঠিয়া সীদোমের দিকে প্রস্থান করিলেন। এবং অব্রাহম তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। কিন্তু প্রভু কহিলেন, আমি যাহা করিতে উদ্যত, তাহা কি অব্রাহমের স্থানে লুকাইব? কেননা আমি জানি, অব্রাহম আপন ভাবি সন্তানদিগকে ও গোষ্ঠিদিগকে যথার্থ ধর্ম্মেতে এবং পরমেশ্বরের পথে চলিতে আজ্ঞা দিবেক; তাহাতে অব্রাহমের বিষয়ে পরমেশ্বরের উক্ত প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইবে। পরে ঈশ্বর অব্রাহমকে কহিলেন, আমি সীদোমের লোকদিগকে তাহাদের পাপ বিষয়ে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু অব্রাহম তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়া কহিল, নগরের মধ্যে পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক লোক থাকিলে তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিবেন? আর পাপিদের সহিত ধার্ম্মিকদিগকেও কি বিনষ্ট করিবেন? তাহাতে ঈশ্বর কহিলেন, আমি যদ্যপি সীদোম নগরে পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক দেখি, তবে তাহাদেরি কারণ সমস্ত নগরকে রক্ষা করিব। অব্রাহম পুনশ্চ কহিল, যদ্যপি পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিকের পাঁচ জন ন্যুন হয়, তবে তাহার নিমিত্তে কি সমুদয় নগর নষ্ট করিবেন? সে এই রূপে তাহাদের কারণ বার২ প্রার্থনা করিল। শেষ বারে সে দশ জনের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর কহিলেন, দশ জন পাইলেও তাহা নষ্ট করিব না। তখন পরমেশ্বর প্রস্থান করিলে অব্রাহম স্বস্থানে গেল।

সীদোম ও গোমরার বিষয়।

সেই দুই দূত সন্ধ্যাকালে সীদোমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন: লোট্ সীদোম নগরের দ্বারে বসিয়া তাহাদিগকে সামান্য ব্যক্তি বোধ করিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করণ পূর্ব্বক কহিল. তোমরা অদ্য আমার এখানে রাত্রি বাস কর। দূতেরা তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু সীদোম ও গোমরার লোক সমস্ত রাত্রি লোট ও তাহার পরিবারের প্রতি মন্দ ব্যবহার করাতে দূত তাহাদিগকে অন্ধ করিলেন, তাহাতে তাহারা লোটের গৃহের দ্বার খুজিয়া পাইল না। পরে দূতেরা লোটকে কহিলেন, এখানে তোমার আর কেহ যদি থাকে, তবে তাহাদিগকে এই স্থান হইতে লইয়া যাও, কেননা আমরা এই নগরকে নষ্ট করিব। অনন্তর লোট আপন জামতাদিগকে এই কথা কহিলে তাহারা উপহাস করিল। পরদিন প্রাতে দূতেরা লোটকে বাহির হইতে ত্বরা করিলেন। কিন্তু লোটের বিলম্ব হওয়াতে তাঁহারা তাহার স্ত্রীর ও দুই কন্যার হাত ধরিয়া নগরের বাহিরে লইয়া রাখিলেন পরে কহিলেন, তোমরা আপন২ প্রাণ রক্ষার্থে পলাইও; পশ্চাৎ দিগে দৃষ্টি করিও না; এবং এই প্রদেশের মধ্যেও থাকিও না। অনন্তর লোটের সোয়ার নগরে প্রবেশ কালীন সূর্য্যোদয় হইল। তখন পরমেশ্বর সীদোম ও গোমরার উপর আকাশ হইতে গন্ধকাগ্নি বৃষ্টি করিয়া সেই সকল নগর আর সকল প্রদেশ বিনষ্ট করিলেন। তাহাতে সেখানে লবণসমুদ্র হইল। পরমেশ্বর মন্দ কর্ম্মের যে শাস্তি দেন, তাহার প্রমাণ এই দেখ। কেননা এখন পর্য্যন্ত সেই দেশ লবণসমুদ্রে মগ্ন হইয়া আছে।

ইস্মায়েলের বিষয়।

অব্রাহমের ৮৬ বৎসর বয়সে হাগার দ্বারা ইস্মায়েল নামে এক পুত্র জন্মিল। আর তাহার ১৪ বৎসর পরে পরমেশ্বর সারার প্রতি অনুগ্রহ করাতে সেও এক পুত্র প্রসব করিল, এবং তাহার নাম ইস্‌হক্ রাখিল। কিন্তু ইস্মায়েল নিন্দক হওয়াতে সারা অব্রাহমকে কহিল, এই দাসীকে ও ইহার পুত্রকে দূর কর। এই কথাতে অব্রাহমকে দুঃখিত দেখিয়া পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি দাসীর ও তাহার বালকের বিষয়ে মনোদুঃখী হইও না; সারা যে কথা বলিয়াছে, তাহা মানিও; কেননা ইস্‌হাক হইতে তোমার বংশ বিখ্যাত হইবে। এবং এই দাসীর পুত্র হইতেও আমি এক জাতি উৎপন্ন করিব; কেননা সেও তোমার বংশ। পর দিন অব্রাহম কিছু রুটী ও একটা জলপাত্র হাগারকে দিয়া তাহার পুত্রের সহিত তাহাকে বিদায় করিল। কিন্তু হাগার প্রস্থান করিয়া প্রান্তরের মধ্যে পথ ভুলিয়া গেল, আর জলপাত্রে জল অকুলান হইল। তাহাতে হাগার জলাশয় দেখিতে না পাইয়া আপন পুত্রকে এক বৃক্ষের তলে রাখিয়া তাহার মৃত্যু দেখিতে অনিচ্ছুক হইয়া দূরে গিয়া বসিল। কিন্তু ঈশ্বর ঐ বালকের রব শুনিয়া আপন দূত দ্বারা আকাশ হইতে হাগারকে কহিয়া পাঠাইলেন, হে হাগার, তোমার কি হইয়াছে? তুমি ভয় করিও না। তখন ঈশ্বর তাহার চক্ষু প্রসন্ন করাতে সে সজল কূপ দেখিতে পাইয়া তথায় গিয়া জল আনিয়া বালককে পান করাইল। পরে ঈশ্বর ইস্মায়েলের প্রতি অনুগ্রহ করাতে সে নিপুণ ধনুর্দ্ধর হইল। সেই

ইস্মায়েল দ্বাদশ রাজার পিতা। এক্ষণে বর্ত্তমান যে আরব ও তুরুক লোক, ইহারা ঐ দ্বাদশ রাজার বংশজাত।

ইস্‌হাকের বিষয়।

ঐ ঘটনার পরে পরমেশ্বর অব্রাহমের পরীক্ষার্থে তাহাকে কহিলেন, তোমার প্রিয় পুত্র ইস্‌হাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও; সেখানে তুমি যে পর্ব্বত দেখিতে পাইবা, তথায় তোমার পুত্র ইস্‌হাককে বলিদান করিয়া হোম কর। তাহাতে অব্রাহম প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ গর্দ্দভের উপর চাপাইয়া দুই দাস ও ইস্‌হাক পুত্রকে সঙ্গে লইল। তৃতীয় দিবসে অব্রাহম দূর হইতে সেই পর্ব্বত দেখিয়া দাসদিগকে গর্দ্দভ লইয়া ঐ স্থানে থাকিতে কহিল। এবং ইস্‌হাকের উপরে যজ্ঞকাষ্ঠ চাপাইয়া নিজে অগ্নি ও খড়্গ লইয়া চলিল। তাহাতে ইস্‌হাক কহিল, হে পিতঃ দেখ; অগ্নি ও কাষ্ঠ এখানে আছে, কিন্তু

হোমের কারণ মেষ কোথায়? অব্রাহম উত্তর করিল, হে পুত্র ঈশ্বর আপনি হোমার্থে মেষ যোগাইবেন। পরে তাহারা আর কোন কথা না কহিয়া চলিল। এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইলে অব্রাহম যজ্ঞবেদি করিয়া তদুপরি কাষ্ঠ সাজাইয়া ইস্‌হাক পুত্রকে বান্ধিয়া বেদির কাষ্ঠোপরি রাখিল, এবং পুত্রচ্ছেদনার্থে হাত বাড়াইয়া খড়্গ লইতেছিল, এমত সময়ে ঈশ্বরের দূত আকাশ হইতে তাহাকে বলিলেন, হে অব্রাহম২ তুমি ঐ বালকের প্রতিকূলে হাত উঠাইয়া হিংসা করিও না, ঈশ্বরের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আছে, ইহা আমি এখন জানিলাম; কেননা তুমি আপনার নিজ পুত্রকে আমার নিমিত্তে বলি দিতে অসম্মত হইলা না। পরে অব্রাহম পশ্চাৎদিগে দৃষ্টি করিয়া ঝোপের লতাতে বদ্ধশৃঙ্গ এক মেষকে দেখিয়া তাহাকে লইয়া স্বপুত্রের পরিবর্ত্তে হোম করিল। কিন্তু পরমেশ্বরের দূত পুনরায় আকাশ হইতে অব্রাহমকে কহিলেন, আমাকে আপন পুত্র দিতে অসম্মত হইলা না, তোমার এই কার্য্য প্রযুক্ত আমি আপন নামে দিব্য করিয়া বলিতেছি, "তোমাকে অতিশয় আশীর্ব্বাদ করি, আকাশের তারা ও সমুদ্রের বালুকার ন্যায় তোমার বংশের অতিশয় বৃদ্ধি করিব। এবং পৃথিবীর যাবৎ মনুষ্য তোমার বংশ দ্বারা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবেক। কেননা তুমি আমার আজ্ঞা মানিয়াছ"।

সারার মৃত্যু।

অব্রাহমের বয়স একশত সাতাইশ বৎসর হইলে সারা হিব্রোণ নগরে মরিল। অব্রাহম সে সময়ে কনান দেশে মাটি

বৎসর বাস করিয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এক হাত ভূমিও অধিকার করিল না। তাহার পশুগণ পতিত ভূমিতে থাকিত ও সে কনানীয় লোকদের মধ্যে অতিথি স্বরূপ হইয়া বাস করিল, এবং আপন মৃত স্ত্রীকে নিজ অধিকারে কবর দি-বার কারণ ক্ষেত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিল। এই বিষয়ে এ-ফ্রোণ নামক হিদীয় লোকদের রাজার সহিত কথোপকথন করিয়া তাহার নিকট এক ক্ষেত্র ক্রয় করিতে প্রার্থনা ক-রিল। তাহাতে হিদীয়দের রাজা তাহাকে ঐ ভূমি দান ক-রিতে চাহিল। কিন্তু অব্রাহম হিদীয়দের রাজাকে চারি শত রৌপ্য মুদ্রা তৌল করিয়া দিল। তদনন্তর অব্রাহম হিব্রো-ণের নিকটস্থ মমরির সম্মুখবর্ত্তি মাক্‌পিলা স্থানের গুহাতে আপন ভার্য্যা সারাকে কবর দিল।

ইস্‌হাকের বিবাহ।

অব্রাহম বহুবয়স্ক হইলে আপন বৃদ্ধ দাস ইলীয়েষর্‌কে অরাম নহরয়িম দেশ অর্থাৎ আপন জন্মদেশ হইতে ইস্‌হা-কের কারণ কন্যা আনিতে আজ্ঞা দিল। যে কন্যাকে ঈশ্বর ইস্‌হাকের জন্যে নিরূপিত করিয়াছেন, তাহাকে আনিবার নিমিত্তে ঐ দাস দশটা উষ্ট্র ও নানা সম্পত্তি লইয়া গেল। এবং সে সন্ধ্যাকালে নোহর নগরে উপস্থিত হইয়া নগরের বাহিরে কূপের নিকটে উষ্ট্রদিগকে বান্ধিয়া রাখিল। আর প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে পরমেশ্বর, আমার প্রভু অব্রাহ-মের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে কন্যাকে তুমি আমার প্রভু ইস্‌হাকের নিমিত্তে নিরূপিত করিয়াছ, তাহাকে আমাকে

দেখাও; নগরের কন্যারা যখন জল তুলিতে আইসে, তখন আমি তাহাদের মধ্যে যদি কোন জনকে বলি, তুমি কলস নামাইয়া আমাকে জল পান করাও; এবং সে যদি বলে, পান কর এবং তোমার উষ্ট্রদিগকেও পান করাইব, তবে ইহাতে আমি জানিব, যে সেই কন্যা তোমার দাস ইস্‌হাকের জন্যে নিরূপিত করিয়াছ। কিঞ্চিৎ কাল পরে বিথুয়েলের কন্যা রিবিকা জলপূর্ণ কলস লইয়া আসিতেছে। তাহাতে সেই দাস তাহাকে বলিল, তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করাও; তাহাতে রিবিকা তাহাকে কহিল, হে মহাশয় পান কর, আর আমি তোমার উষ্ট্রদিগকেও পান করাইব। ইহা কহিয়া সে আর্দ্ধার গিয়া কূপ হইতে জল তুলিয়া তাহাকে পান করাইল; পরে আসিয়া সকল উষ্ট্রকেও দিল। সেই দাস এই সকল দেখিয়া চমৎকৃত হইল। এবং সোণার এক নথ এবং সোণার দুল বালা লইয়া কন্যাকে দিয়া বলিল, তুমি কাহার কন্যা? সে উত্তর করিল, নাহোরের পুত্র যে বিথুয়েল তাহার কন্যা আমি। তখন সেই দাস মাথা নোয়াইয়া পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিল, পরমেশ্বর ধন্য: কেননা তিনি আমার প্রভুর প্রতি অনুগ্রহ ও সত্যাচরণ করিতে নিবৃত্ত হন না। পরমেশ্বর আমার যাত্রা ফল করিয়া আমাকে আমার প্রভুর জ্ঞাতির ঘরে আনিয়াছেন। অপর সেই কন্যা দৌড়িয়া গিয়া আপন মাতার গৃহের লোকদিগকে ঐ কথা জানাইল; তাহাতে তাহার ভাই বাহিরে গিয়া ঐ দাসকে আনিয়া অতিথি সেবা করিল। পরে সে দাস আপন যাত্রার তাবৎ বৃত্তান্ত বলিয়া শেষে জিজ্ঞাসিল, রিবিকা নামক এই কন্যা কে আমার প্রভুর পুত্রকে দিবা কি না?

তাহা আমাকে বল। তাহাতে কন্যার পিতা ও ভাই বলিল, পরমেশ্বর হইতে এই ঘটনা হইল, ইহাতে আমরা ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারি না। পরে সে দাস নাহোরের গৃহে রাত্রি বাস করিল। পর দিনে সে কহিল, আমার প্রভুর নিকটে যাইতে আমাকে বিলম্ব করাইও না। তাহারা রিবিকাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কি এই মনুষ্যের সহিত যাইবা? তাহাতে সে বলিল, যাইব। তখন তাহারা তাহাকে এই আশীর্ব্বাদ করিল, তুমি আমাদের ভগিনী, তুমি সহস্র২ লোকের জননী হও। পরে রিবিকা প্রস্থান করিল, আর ইস্‌হাকের ভার্য্যা হইল; তাহাতে ইস্‌হাক মাতৃমরণ শোকে সান্ত্বনাযুক্ত হইল।

য়াকূব ও এসৌর বিবরণ।

ইস্‌হাক ৪০ বৎসর বয়সে রিবিকাকে বিবাহ করিলে ষাটি বৎসর বয়সে তাহার যমজ পুত্র জন্মিয়াছিল। সেই দুই ভ্রাতার আকার ভিন্ন২ ছিল। প্রথমজাত এসৌর আকার নির্দয় ব্যক্তির ন্যায়। আর তাহার ভ্রাতা য়াকূব মৃদু স্বভাব ছিল; এসৌ মৃগয়াতে নিপুণ ও বনচারী; কিন্তু য়াকূব আপন পিতৃলোকদের মত তাম্বুতে থাকিয়া পশুপালক হইল। ইস্‌হাক মৃগমাংস অতি সুস্বাদু বোধ করাতে মৃগয়াসক্ত এসৌকে ভাল বাসিত, এবং রিবিকা য়াকূবকে ভাল বাসিত। কোন দিন য়াকূব ব্যঞ্জন পাক করিতেছিল, এমত সময়ে এসৌ বন হইতে ক্লান্ত হইয়া আসিয়া য়াকূবকে বলিল, আমাকে এই রাঙ্গা ব্যঞ্জন খাইতে দেও, আমি ক্লিষ্ট আছি; কিন্তু য়াকূব তাহাকে এই কথা বলিল, আমার স্থানে নিজ জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় কর।

পরে এসৌ বলিল, দেখ, এখনতো আমি মরি, আমার জ্যেষ্ঠাধিকারে কি ফল। তাহাতে এসৌ য়াকূবের স্থানে দিব্য করিয়া সেই জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিল। কিন্তু তাহার পুত্রেরা এই অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছে, ইহা ইস্‌হাক জানিতে পাইল না।

ইহার পর ইস্‌হাক বৃদ্ধ হওয়াতে চক্ষুর অপ্রসন্নতা প্রযুক্ত অল্প দিনের মধ্যেই মরিব, এমন মনে ভাবিয়া এক দিন এসৌকে ডাকিয়া কহিল, দেখ আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার মৃত্যু কখন্ হইবে, জানি না: অতএব তুমি ধনুর্ব্বাণ ও অস্ত্র লইয়া বনে যাও, আমার জন্যে মৃগমাংস আন, এবং আমি যে রূপে ভাল বাসি, এমন সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আন, আমি ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। পরে এসৌ বাহির হইল: কিন্তু ঐ সকল কথা রিবিকা শুনিয়া য়াকূবকে বলিল, এবং দুইটা ভাল ছাগলের বাচ্চা আনিতে আজ্ঞা দিল। এবং রিবিকা ঐ ছাগল বাচ্চাকে প্রস্তুত করিয়া আপন প্রিয় পুত্র য়াকূবকে দিয়া পিতার আশীর্ব্বাদ পাইবার নিমিত্তে ইস্‌হাকের নিকট প্রেরণ করিল। পরে য়াকূব ঐ ছাগের মাংস লইয়া ভিতরে গিয়া বলিল, হে আমার পিতঃ। ইস্‌হাক উত্তর করিল, তুমি কে? য়াকূব কহিল, আমি এসৌ, তোমার প্রথমজাত পুত্র; তুমি উঠ, এবং বসিয়া মৃগমাংস ভোজন করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ দেও। কিন্তু এসৌ লোমশ ও য়াকূব নির্লোম থাকাতে ইস্‌হাক আপন সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্যে তাহাকে স্পর্শ করিল। কিন্তু রিবিকা হত ছাগলের চর্ম্ম য়াকূবের হস্তে ও গলাতে পরাইয়া তাহাতে য়াকূবের হস্তকে লোমশ করিয়াছিল। তাহাতে

ইস্‌হাক কহিল, এই স্বর য়াকূবের বটে, কিন্তু হস্ত এসৌর। এবং পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমার পুত্র এসৌ? য়াকূব উত্তর করিল, আমি সেই। তখন ইস্‌হাক ভোজন করিয়া য়াকূবকে কহিল, হে পুত্র, নিকটে আসিয়া আমাকে চুম্বন কর। এবং ইস্‌হাক য়াকূবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, ঈশ্বর তোমাকে আকাশের শিশির দ্বারা উর্ব্বরা ভূমিতে উৎপন্ন শস্য ও দ্রাক্ষারস এবং তৈলের প্রাচুর্য্য করিয়া দিউন। সকল লোক তোমার অধীন হউক, নানা জাতি লোক তোমাকে নমস্কার করুক; যে তোমাকে শাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হউক, আর যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, সে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হউক।

য়াকূব বাহিরে গেলে কিছু কাল পরে এসৌ বন হইতে আসিয়া আপন পিতার ভোজনীয় দ্রব্য আনিয়া কহিল, হে পিতঃ, উঠ, আমার আনীত ভোজনীয় দ্রব্য খাও। তাহাতে ইস্‌হাক কম্পিত হইয়া বলিল, তুমি কে? যে ব্যক্তি মৃগমাংস আমার নিকটে আনিয়াছে ও তোমার আগমনের পূর্ব্বে তাহা খাইয়া যাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, সেই ব্যক্তি কোথায়? সেই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত থাকিবে। তখন এসৌ অতিশয় বিলাপ করিয়া কহিল, হে পিতঃ, আমাকেও আশীর্ব্বাদ দেও। তাহাতে ইস্‌হাক বলিল, তোমার ভ্রাতা আসিয়া কাপট্য করিয়া তোমার প্রাপ্তব্য আশীর্ব্বাদ লইয়াছে। পরে এসৌ অতিশয় ক্রন্দন করিল; তাহাতে তাহার পিতা ইস্‌হাক বলিল, যে দেশে উর্ব্বরা ভূমি ও আকাশের শিশির নাই, তথায় তোমার বসতি হইবে; তুমি প্রান্তরেই প্রতিপালিত হইবা, এবং আপন ভ্রাতার অধীন হইয়া থাকিবা। কিন্তু যখন তোমার প্রভুত্ব

হইবেক, তখন আপন ঘাড় হইতে তাহার যোয়ালি ভাঙ্গিবা। প্রাচীন ইদোমীয় লোক ও আরব লোক এসৌর বংশোদ্ভব হইল। কিন্তু পিতা হইতে য়াকূব যে আশীর্ব্বাদ পাইল, তাহার জন্যে এসৌ তাহার প্রতি দ্বেষ করিয়া এই ভয়ঙ্কর কথা বলিল. আমার পিতৃমরণ সময় তো নিকটবর্ত্তি হইয়াছে; তাহার পরে য়াকূব ভ্রাতাকে মারিয়া ফেলিব। এই কথা শুনিয়া রিবিকা আপন ভ্রাতা লাবানের নিকট যাইতে য়াকূবকে পরামর্শ দিল। কিন্তু রিবিকা ও য়াকূবের প্রবঞ্চনা কর্ম্মে পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন না। য়াকূব আশীর্ব্বাদ পাইল বটে, কিন্তু সে ছলনা করিয়াছিল; এই জন্যে অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হইল, য়াকূব আপন পলায়ন সময়ে ইহার অনুভব পাইল। এবং ঐ কুকর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সংপূর্ণ হওনের অনেক ব্যাঘাত হইল।

য়াকূবের যাত্রার বিষয়।

য়াকুব গৃহ ত্যাগ করণ সময়ে তাহার পিতা তাহাকে শক্ত রূপে আজ্ঞা দিয়া বলিল, তুমি কোন কনান দেশীয় কন্যাকে বিবাহ করিও না, কিন্তু অরাম নহরয়িমে যাইয়া তোমার মাতুল লাবানের কন্যাকে বিবাহ কর। পরে ইস্‌হাক তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে সে প্রস্থান করিল। আর পথে যাইতে২ সূর্য্যাস্ত হইলে সে পথের পার্শ্বে কোন স্থানে শয়ন করিয়া এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিল। তাহার সম্মুখে এক সিড়ি ছিল, তাহার গড়া ভুমিতে স্থাপিত, কিন্তু অগ্রভাগ স্বর্গদর্শী; এবং তাহা দিয়া ঈশ্বরের দূতগণ যাতায়াত করিতেছে। এবং পরমেশ্বর

সিড়ির উপরিভাগে প্রত্যক্ষ হইয়া য়াকুবকে কহিলেন, আমি পরমেশ্বর, অব্রাহম ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর, তোমার বংশ দ্বারা পৃথিবীর তাবৎ লোক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে, তুমি যে যে স্থানে যাইবা, আমি তথায় তোমার সঙ্গে থাকিব। অনন্তর নিদ্রাভঙ্গ হইলে যাকুব বলিল, কেমন পুণ্য স্থান এই; এই স্থান পরমেশ্বরের গৃহ ও স্বর্গের দ্বার স্বরূপ। এবং সে এক প্রস্তর লইয়া এই বিষয়ের স্মরণার্থে চিহ্নের কারণ স্থাপিত করিয়া সেই স্থানের নাম বৈথেল অর্থাৎ ঈশ্বরের ঘর রাখিল। পরে য়াকুব যাইতে২ হরোন দেশে লাবানের ঘরে পৌছিল। সে লাবানের দুই কন্যা ছিল, কনিষ্ঠের নাম রাহেল। অব্রাহমের সেবক এলিয়েযর উন্নুইর নিকটে রিবিকাকে যেমন দেখিয়াছিল, তদ্রূপ য়াকুবও রাহেলের দর্শন পাইল। এবং সে ঐ কন্যাকে প্রেম করিয়া তাহাকে পাইবার জন্যে সাত বৎসর লাবানের সেবা করিল। কিন্তু লাবান প্রতারণা করিয়া তাহাকে রাহেলের বিনিময়ে লেয়াকে দিয়া কহিল, তুমি আর সাত বৎসর আমার দাস্য কর্ম্ম করিলে আমি রাহেলকেও তোমাকে দান করিব। পরে য়াকুব আর সাত বৎসর দাস্য কর্ম্ম করিয়া ঐ কন্যাকেও বিবাহ করিল। সেই দুই স্ত্রী হইতে য়াকুবের দ্বাদশ পুত্র জন্মিল। তাহারাই ইস্রায়েলের দ্বাদশ গোষ্ঠীর পিতৃলোক। তাহাদের নাম এই২, রুবেন, শিমোন, লেবি, য়িহুদা, দান, নপ্তালি, গাদ, আশের, ইশাখর, যিবুলোন, যুশফ, বিন্যামীন। য়াকুব চৌদ্দ বৎসর লাবানের দাস্য কর্ম্ম করিলে পর আর ছয় বৎসর লাবানের নিকটে থাকিল। ঈশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে বহু দাস দাসী ও উষ্ট্র ও গর্দ্দভ ও পশু এবং মেষ এই সকল তাহার সম্পত্তি হইল। এই জন্যে

লাবান য়াকূবের প্রতি ঈর্ষা করিল। পরে য়াকূব তাহা দেখিয়া আপন দুই স্ত্রী ও সকল সম্পত্তি লইয়া গোপন রূপে পলাইল। লাবান তৃতীয় দিবসে এই সম্বাদ পাইয়া য়াকূবের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া সাত দিনের পরে তাহার দর্শন পাইল। কিন্তু ঈশ্বর রাত্রি কালে স্বপ্নযোগে লাবানকে য়াকূবের হিংসা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সাবধান হও, য়াকূবকে ভাল কি মন্দ কিছু বলিও না। তখন লাবান গিলিয়দ পর্ব্বতের উপর য়াকূবের সহিত এক নিয়ম করিয়া তাহাকে নির্ব্বিরোধে বিদায় করিল।

পরে য়াকূব আপন আগমনের সম্বাদ দিবার জন্যে এসৌর নিকট এক দূতকে পাঠাইল। এসৌ ইহা শুনিয়া চারি শত লোক সঙ্গে লইয়া য়াকূবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তাহাতে য়াকূব অতি ভীত হইয়া আপন পালকে দুই দলে পৃথক করিয়া বলিল, এসৌ আসিয়া যদি এক দলকে নষ্ট করে, তবু অন্য দল বাঁচিতে পারিবে। পরে য়াকূব প্রার্থনা করিল, "হে আমার পিতার ঈশ্বর, তুমি এই দাসের প্রতি যে দয়া এবং বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিয়াছ, তাহার কিঞ্চিতেরও যোগ্য পাত্র আমি নহি। কেননা আমি যষ্টি মাত্র লইয়া এই য়র্দ্দন নদী পার হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমি দুই দলের কর্ত্তা হইয়াছি, আমার ভ্রাতা এসৌর হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর; কেননা তুমি কহিয়াছ, আমি অবশ্য তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিব"। পরে সে আপন ভ্রাতার উপঢৌকনের নিমিত্তে পালের মধ্যে অত্যুত্তম পশু লইয়া এই কথা বলিয়া পাঠাইল, য়াকূব আপন প্রভু এসৌর নিকটে এই ভেট পাঠাইতেছে। তৎপরে য়াকূব আপন স্ত্রী ও পুত্র এবং সকল পশুকে সঙ্গে

লইয়া যাবক নদী পার করিয়া দিয়া আপনি একাকী থাকিল। এবং এক জন তাহার সহিত প্রভাত কাল পর্য্যন্ত মল্লযুদ্ধ করিল। প্রভাত হইলে সেই পুরুষ য়াকূবকে কহিল, আমাকে ছাড়; কেননা প্রভাত হইতেছে। তখন য়াকূব কহিল, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে ছাড়িয়া দিব না। তৎপরে সে পুরুষ কহিল, "তোমার নাম কেবল য়াকূব খ্যাত হইবে না, কিন্তু ইস্‌রায়েল অর্থাৎ ঈশ্বর জয়ী হইবে। কেননা তুমি রাজার ন্যায় ঈশ্বরকে জয় করিয়াছ, এবং মানুষকেও জয় করিবা"। পরে তিনি য়াকূবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু য়াকূব ঐ স্থানের নাম পিনুয়েল অর্থাৎ ঈশ্বরের মুখ রাখিল। তখন য়াকূব আপন ভ্রাতা এসৌকে দূরে থাকিয়া আসিতে দেখিয়া অগ্রে গিয়া সপ্তবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। কিন্তু এসৌ তাহার নিকট শীঘ্র আসিয়া য়াকূবের গলা ধরিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিল। পরে য়াকূবের স্ত্রীরা এবং পুত্রেরাও এসৌর সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিল। এসৌ য়াকূবের ভেট গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে য়াকূব অতি আগ্রহ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিতে তাহাকে প্রার্থনা করিল। তাহাতে এসৌ তাহা গ্রহণ করিল। পরে এসৌ প্রস্থান করিল, এবং য়াকূবও কনান দেশে আপন পিতার নিকটে গেল।

১৪ যুষফের বিষয়।

য়াকুবের যত পুত্র পদনারামে জন্মিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে রাহেলের গর্ব্ভজাত যুষফ সকলের কনিষ্ঠ। আর তাহার পরে দ্বাদশ পুত্র বিন্যামিন কনান দেশে জন্মিয়াছিল। কিন্তু য়াকুব যুষফকে অধিক প্রেম করিয়া সুন্দর বস্ত্র দিয়াছিল; এই জন্যে তাহার ভ্রাতারা তাহার প্রতি ঈর্ষা করিত, ও হিংসা করিতে অভিলাষী হওয়াতে তাহার সহিত প্রণয়ের কোন কথাই কহিত না। সেই সময়ে যুষফ এইরূপ স্বপ্ন দেখিল, আপনি ও ভ্রাতারা ক্ষেত্রেতে গিয়া আটি বান্ধিল, তাহাতে তাহার ভ্রাতাদের আটি তাহার আটিকে প্রণাম করিল। যুষফ এই স্বপ্ন আপন ভ্রাতাদিগকে বলিলে তাহারা তাহার প্রতি আরও হিংসা করিতে লাগিল। কিছু কাল পরে যুষফ তাহাদিগকে আর এক স্বপ্নের বিষয় কহিল, আমি সূর্য্য ও চন্দ্র আর একাদশ তারাকে আমার সম্মুখে প্রণাম করিতে দেখিলাম। তাহার পিতা এই কথা

শুনিয়া তাহাকে ধমকাইয়া কহিল, "তোমার মাতা এবং ভ্রাতারা আর আমি আসিয়া কি তোমার আরাধনা করিব"? কিন্তু য়াকূব এই কথা মনে রাখিল। অল্প কাল পরে ঐ যুষফের ভ্রাতারা পশু পালের সঙ্গে সীখিম হইতে অতি দূরে গেলে য়াকূব যুষফকে তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কারণ পাঠাইল। পরে যুষফ গিয়া দোথন নগরের নিকটে তাহাদের দেখা পাইল। অনন্তর তাহারা যুষফকে দূর হইতে দেখিয়া কহিল, "দেখ স্বপ্নদর্শক আসিতেছে, আইস, আমরা ইহাকে বধ করি, তাহাতে ইহার স্বপ্ন সকলের কি হয়, দেখা যাইবেক"। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবেন তাহাকে রক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া কহিল, "রক্ত পাত না করিয়া ইহাকে গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দেও,"। পরে তাহারা সেই রূপ করিলে যিহুদা গিলিয়দ হইতে এক দল ইস্মায়েলী লোককে মিসরের পথে যাইতে দেখিয়া আপন ভ্রাতাদিগকে কহিল, "আইস, আমরা ইস্মায়েলীদের নিকট ইহাকে বিক্রয় করি"। তখন তাহারা তাহাকে গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া ঐ ইস্মায়েলীদের স্থানে বিংশতিরৌপ্য মুদ্রা লইয়া যুষফকে বিক্রয় করিল। অনন্তর তাহারা যুষফের নানা বর্ণের বস্ত্র লইয়া তাহাতে একটা ছাগ বাচ্চার রক্ত মাখাইয়া পিতার নিকটে লইয়া কহিয়া পাঠাইল, আমরা এই বস্ত্র পাইয়াছি, এ তোমার পুত্রের বস্ত্র বটে কি না? কিন্তু য়াকূব তাহা দেখিয়া চিনিয়া বলিল, এই আমার পুত্রের বস্ত্র বটে; কোন হিংস্রক জন্তু তাহাকে নষ্ট করিয়াছে; যুষফ অবশ্য খণ্ড২ হইয়া বিদীর্ণ হইয়াছে। পরে য়াকূব অনেক দিন শোক করিলে তাহার

পুত্রেরা তাহাকে সান্ত্বনা করিতে যত্ন করিলেও সে প্রবোধ না মানিয়া বলিল, আমি অবশ্যই এই পুত্রশোকে মরিব।

---

১৬ যুষফের মিসর দেশে অবস্থিতি।

সেই ইস্মায়েলী লোকেরা মিসর দেশে পৌছিয়া ফিরৌণ রাজার পোটীফর নামক কোষাধ্যক্ষের নিকটে দাস্য কর্ম্মার্থে যুষফকে বিক্রয় করিল। কিন্তু ঈশ্বর যুষফের সঙ্গে থাকিয়া তাহার তাবৎ কর্ম্মেই মঙ্গল করিলেন। পোটীফর তাহা দেখিয়া তাহাকে আপন সেবাতে নিযুক্ত করিল। তাহাতে যুষফ তাহার অনুগ্রহ পাত্র হইয়া কিছু দিন সুখে কাল যাপন করিতে ছিল। পরে পোটীফরের স্ত্রী দুষ্টা হওয়াতে যুষফকে দুষ্ট কর্ম্ম করাইতে চাহিল। কিন্তু যুষফ তাহাকে কহিল, আমি কি রূপে এমন দুষ্টাচরণ করিয়া ঈশ্বরের গোচরে পাপ করিতে পারি। তাহাতে ঐ স্ত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া পোটীফরের নিকটে যুষফের নামে এই দুষ্কর্ম্মের বিষয় মিথ্যা অপবাদ দিল। পোটীফর আপন স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করিয়া যুষফের প্রতি অতিক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিল। কিন্তু ঈশ্বর কারাগার রক্ষকের অন্তঃকরণে এমনি প্রবৃত্তি দিলেন, যে সে যুষফের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে কারাগারস্থিত তাবৎ লোকের কর্ম্মনির্ব্বাহক করিল। এই রূপ হওয়াতে যুষফ কারাগারে থাকিলেও তাহার প্রতি যে ঈশ্বরের কৃপা আছে, ইহা জানিতে পারিল।

সেই কালে মিসরদেশীয় রাজার প্রধান পানপাত্রবাহক ও মদক কারাগারে বদ্ধ হইলে যুষফ তাহাদেরও কর্ম্মনির্ব্বাহক

হইল। এক দিন প্রাতঃকালে যুষফ কারাগারে আসিয়া সেই দুই জনকে অতি বিষণ্ণ দেখিল। পরে ঐ দুই জন যুষফকে বলিল, আমরা রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহার অর্থ যে বলে এমন কেহ নাই। তখন যুষফ তাহাদিগকে বলিল, অর্থ কথনের শক্তি কি ঈশ্বর হইতে হয় না? তোমাদের স্বপ্ন আমাকে বল। তখন প্রধান পানপাত্রবাহক কহিতে লাগিল, আমি স্বপ্নে এক দ্রাক্ষালতা দেখিলাম, সেই দ্রাক্ষালতায় তিনটি ডাল ছিল। এবং আমি সেই দ্রাক্ষালতাকে পল্লবিত ও পুষ্পিত এবং পক্ব ফলযুক্ত হইতে দেখিলাম, আর ফি-রোণের পানপাত্র আমার হস্তে থাকাতে সেই পাত্রে আমি দ্রাক্ষাফল নিঙ্গড়াইয়া তাহা ফিরোণের হস্তে দিলাম। যুষফ উত্তর দিয়া কহিল, ইহার অর্থ এই, তিন ডালেতে তিন দিনকে বুঝায়। তিন দিনের মধ্যে ফিরোণ তোমার বিষয় বিচার করিয়া তোমাকে তোমার পদে নিযুক্ত করিবেক, তাহাতে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় পানপাত্রবাহক হইয়া পুনশ্চ ফিরোণের হস্তে পানপাত্র দিবা। কিন্তু তোমার যখন মঙ্গল হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিবা; এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমার বিষয় ফিরোণের গোচর করিয়া আমাকে এই কারাগার হইতে মোচন করিবা।

পরে প্রধান মদক তাহার ভাল অর্থ শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া যুষফকে কহিল, আমিও স্বপ্ন দেখিয়াছি; তাহাতে আমার মস্তকোপরি তিনটি চুপড়ী ছিল, তাহার উপরিস্থ চুপড়ীতে ফিরোণের ভোজনার্থে নানা প্রকার পক্কান্ন ছিল। আর পক্ষিগণ আসিয়া আমার মস্তকোপরিস্থিত চুপড়ী হইতে তাহা লইয়া খাইল। তখন যুষফ কহিল, সেই তিন

চুপড়ীতে তিন দিনকে বুঝায়। তিন দিনের মধ্যে ফিরোণ তোমার বিষয় বিচার করিয়া তোমাকে বৃক্ষোপরি ফাঁসি দিবে, এবং পক্ষিগণ আসিয়া তোমার মাংস খাইবে।

অনন্তর তিন দিনের পরে ফিরোণের জন্মদিন উপস্থিত হইলে তিনি ঐ দুই বন্দির বিষয় স্মরণ করিয়া প্রধান পানপাত্রবাহককে পদে নিযুক্ত করিল, কিন্তু যুষফের অর্থানুসারে প্রধান মদককে ফাঁসি দিল। অপর যুষফের কথা প্রধান পাত্রবাহকের মনে না হওয়াতে যুষফ আর দুই বৎসর কারাগারে থাকিল। কিন্তু ঈশ্বর যুষফকে বিস্মৃত হইলেন না। উচিত সময়ের মধ্যে তাহাকে মুক্ত করিলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে ফিরোণ এক স্বপ্ন দেখিলেন; কিন্তু তাহার অর্থ কেহ বলিতে পারিল না। তখন যুষফের কথা মনে হওয়াতে পানপাত্রবাহক রাজাকে কহিল, কারাগারে এক যুবলোক আছে, সে আমার ও মদকের স্বপ্নের উপযুক্ত অর্থ কহিয়াছিল। ফিরোণ ইহা শুনিয়া যুষফকে শীঘ্র আনিতে আজ্ঞা দিলেন। এবং যুষফ আইলে পর ফিরোণ তাহাকে বলিল, আমি যে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, কেহ তাহার অর্থ বলিতে পারে না; কিন্তু আমি শুনিয়াছি, তুমি স্বপ্নের অর্থ বলিতে পার। যুষফ উত্তর করিল, তাহা আমাহইতে হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে তাহার ভাল উত্তর দিবেন। পরে রাজা বলিল, আমি স্বপ্নেতে মিসর দেশের নীলনদীর তীরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহাতে সাতটা হৃষ্ট পুষ্ট সুন্দর গোরু নদীহইতে উঠিয়া মাঠে চরিতে লাগিল। তাহার পশ্চাৎ এমন কৃশ কুৎসিত সাতটা গোরু উঠিল, যে তেমন কদর্য্য গোরু কখনও মিসর দেশে দেখি নাই। পরে

ঐ কৃশ ও কুৎসিত গো সকল হৃষ্ট পুষ্ট সাতটা গোরুকে গি-
লিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহারা যে তাহাদিগকে খাইয়া ফে-
লিল, তাহা জানা গেল না। তাহারা পূর্ব্বের মত কুৎসিতই
থাকিল। তখন আমি জাগ্রৎ হইলাম। কিছু কাল পরে
আমি আর এই এক স্বপ্ন দেখিলাম, একটা গাছ হইতে সাত-
টা মোটা উত্তম শীষ উঠিল এবং তৎপরে পূর্ব্বীয় বায়ুতে
শুষ্ক এবং ক্ষীণ সাতটা শীষ উঠিল, এবং সে শুষ্ক ও ক্ষীণ
সপ্ত শীষ ঐ মোটা সাতটা শীষকে গ্রাস করিল। অনন্তর
যুষফ রাজাকে বলিল, এই দুই স্বপ্নের এক অর্থ, ঈশ্বর
যাহা করিতে উদ্যত আছেন, তাহা তোমাকে জানাইয়াছেন।
সেই সপ্ত উত্তম গোরু, আর সেই সপ্ত স্থূল শীষ বহুফলা
সপ্ত বৎসরকে বুঝায়; আর সেই সাতটা কৃশ গোরু ও সপ্ত
ক্ষীণশীষ নিষ্ফল সপ্ত বৎসরকে বুঝায়,। অতএব দেখ,
মিসর দেশে সাত বৎসর বহুশস্য হইবে, আর তাহার পর
সাত বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবে। হে ফিরোণ, তুমি দুইবারে
তাহা দেখিয়াছ, অতএব অল্পকালের পরেই ঈশ্বর তাহা অব-
শ্য করিবেন। অতএব হে মহারাজ, এক বিবেচক ও জ্ঞানী
মনুষ্যের চেষ্টা করিয়া তাহাকে মিসর দেশের উপর নিযুক্ত
কর। এবং সেই অধ্যক্ষ দ্বারা সুভিক্ষ সপ্ত বৎসরে মিসর
দেশে শস্যের পঞ্চমাংশ লও। কেননা মিসর দেশে সুভিক্ষ
সপ্ত বৎসরে দেশস্থ লোকেরা শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে
দুর্ভিক্ষে মারা পড়িবেক না। সেই অর্থ করণ ও মন্ত্রণা
দ্বারা ফিরোণ তুষ্ট হইয়া বলিল, যাহাতে ঈশ্বর আছেন,
এমন ইহার তুল্য মনুষ্য আর কোথায় পাইব ? পরে রাজা
সমস্ত মিসর দেশের উপরে যুষফকে নিযুক্ত করিয়া বলিল,

আমি কেবল সিংহাসনে তোমাহইতে বড় থাকিব। তাহাতে তিনি আপন হস্ত হইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া যুষফের হস্তে দিয়া তাহাকে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহার গল দেশে স্বর্ণহার দিল। এবং তাহাকে আপনার রাজরথে আরোহণ করিতে আজ্ঞা দিল এবং তাহার অগ্রে২ দণ্ডবৎ হও২ এই কথা কহিয়া এক জনকে যাইতে কহিল। এবং ফিরোণ যুষফকে বলিল, আমি মহারাজা থাকিলাম, তোমা বিনা সমস্ত দেশের মধ্যে কোন মনুষ্য হাত পা লাড়িতে পারিবে না। এই রূপে ঈশ্বর যুষফকে তাহার পিতার গৃহহইতে গর্ত্তে ও গর্ত্তহইতে দাসত্বে ও দাসত্বহইতে কারাগারে এবং কারাগারহইতে রাজ অট্টালিকাতে আনিলেন।

যুষফের বিক্রয় কালীন ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। ফিরোণের সম্মুখে উপস্থিত সময়ে তাহার বয়স ৩০ বৎসর ছিল। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ এই জন্যে কিছুই অসম্ভব নহে. তিনি ধনিলোককে নত এবং দরিদ্র লোককে উন্নত করিতে পারেন. তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার সংখ্যা নাই।

---

১৭ মিসর দেশে যুষফের ভ্রাতাদের আগমনের বিষয়।

পরমেশ্বরের কথা অনুসারে মিসর দেশে সাত বৎসর বহু শস্য জন্মিল। এবং যুষফ সমস্ত দেশোৎপন্ন শস্যের পঞ্চমাংশ লইয়া গোলাতে এত শস্য সঞ্চয় করিল, যে তাহার পরিমাণ করিতে পারিল না। আর তাহার পর সপ্ত বৎসর দুর্ভিক্ষ হইল। তাহাতে মিসরের নিকটবর্ত্তী তাবদ্দেশে দুর্ভিক্ষ প্রবল হওয়াতে তদ্দেশীয় তাবৎ লোক মিসর দেশে

যুষফের নিকট শস্য ক্রয় করিতে আইল। কনান দেশেও দুর্ভিক্ষ প্রবল হওয়াতে মিসর দেশে শস্য হইয়াছে, ইহা শুনিয়া ইস্রায়েল আপন পুত্রদিগকে কহিল, তোমরা কি জন্য এমন চিন্তিত হইয়াছ; মিসর দেশে শস্য হইয়াছে ইহা আমি শুনিয়াছি, অতএব তথায় যাইয়া আমাদের কারণ শস্য ক্রয় করিয়া আন; তাহাতে আমরা বাঁচিব। তাহা শুনিয়া দশ ভ্রাতা মিসর দেশে গেল। কেবল বিন্যামিন আপন পিতার নিকটে থাকিল। পরে তাহারা মিসর দেশে পৌঁছিয়া যুষফের নিকট আসিয়া তাহার সম্মুখে বড় লোকের নিকট কর্ত্তব্য রীতি মতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। যুষফ তাহাদিগকে চিনিল, কিন্তু সে তাহাদের প্রতি অপরিচিত ও ক্রূর মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়া মিসরদেশীয় ভাষাতে দ্বিভাষি লোকদ্বারা তাহাদিগকে বলিল তোমরা কোথাহইতে আসিয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা কনান দেশ হইতে শস্য কিনিতে আসিয়াছি। তখন যুষফ বলিল, তোমরা চরলোক, এই দেশ অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছ। ভ্রাতারা বলিল, তাহা নহি, কিন্তু সরল লোক, আমরা দ্বাদশ ভ্রাতা সকলেই এক জনের সন্তান; আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এখন পিতার নিকটে আছে, আর এক জন নাই। তখন যুষফ বলিল, এই কথার সত্যতার জন্যে তোমাদের পরীক্ষা করিব; তোমাদের মধ্যে এক জনকে পাঠাইয়া তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এখানে আন, আর তোমরা বদ্ধ হইয়া এখানে থাক। পরে যুষফ তাহাদিগকে তিন দিন কারাগারে বদ্ধ রাখিল। তৃতীয় দিনে সে আপন নিকটে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, ঈশ্বরের প্রতি আমার ভয়

আছে, অতএব আমি কাহারও প্রতি অন্যায় করিব না। তোমাদের এক ভ্রাতাকে কারাগারে বদ্ধ রাখিয়া দুর্ভিক্ষের কারণ শস্য লইয়া বাটীতে যাও; কিন্তু তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে যদি না আন, তবে তোমরা অবশ্য মরিবা। পরে তাহারা পরস্পর ইব্রীয় ভাষাতে এই কথা বলাবলি করিতে লাগিল, আমরা আপন ভ্রাতার বিষয়ে নিশ্চয় অপরাধী আছি, কেননা সে আমাদের কাছে কাকুতি করিলে আমরা তাহার মনের ব্যাকুলতা দেখিয়াও তাহা শুনিলাম না; এই জন্যে যুষফ তাহাদের নিকট হইতে গিয়া ক্রন্দন করিল; কিন্তু সে যে তাহাদের কথা বুঝিল ইহা তাহারা জানিতে পারিল না। পরে যুষফ তাহাদের মধ্য হইতে সিমিয়োনকে লইয়া তাহাদের সাক্ষাতেই বান্ধিয়া কারাগারে পাঠাইল। এবং অন্যান্য ভ্রাতারা আপন২ ছালাতে শস্য পূর্ণ করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর তাহাদের পিতা ঐ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া অতি দুঃখী হইয়া বলিল, তোমরা আমাকে পুত্রহীন করিতে আসিয়াছ। দেখ যুষফ নাই ও সিমিয়োন নাই, আর বিন্যামিনকেও লইয়া যাইতে চাহিতেছ। এই সকলি আমার বিরুদ্ধে হইতেছে, বিন্যামিন তোমাদের সঙ্গে যাইবেক না।

---

১৮ যুষফের ভ্রাতাদের দ্বিতীয় যাত্রা।

অপর কনান দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হওয়াতে এক বৎসরের পরে ইস্‌রায়েলের পুত্রদিগকে আরবার শস্য আনিতে মিসর দেশে যাইতে হইল। য়াকুব আপন পুত্র বিন্যামিন-

কে দিতে অনিচ্ছুক হইয়াও তাহাকে তাহাদের সঙ্গে পাঠা- ইতে হইল। এবং সে সেই অধ্যক্ষকে উপঢৌকন দিতে দেশের অত্যুত্তম ফল ও মসলা ও গন্ধরস ও বটন ও বাদাম ও গুগ্গুল এবং মধু তাহাদিগকে দিয়া কহিল, "সর্ব্বশক্তি- মান ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই অধ্যক্ষের সম্মুখে এমন কৃপা করুন যে সেই অধ্যক্ষ তোমাদের অন্য ভ্রাতা সিমিয়োনকে ও বিন্যামিনকে ছাড়িয়া দিউক, কিন্তু যদি আমাকে পুত্র- হীন হইতেই হয়, তবে পুত্রহীন হইব। তখন তাহারা প্রস্থান করিল। এবং যুষফ তাহাদের পঁহুছন সম্বাদ শুনিয়া তাহাদিগকে আপন সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা দিল। পরে মিষ্ট বাক্যদ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, তোমাদের বৃদ্ধ পিতা কি ভাল আছেন? আর এই কি তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পরে বিন্যামিনকে বলিল, হে বৎস, ঈশ্বর তোমার প্রতি অনু- গ্রহ করুন। এবং যুষফ আপন ভ্রাতা বিন্যামিনকে দেখিয়া অন্তঃকরণে স্নেহ উপস্থিত হওয়াতে মনস্তাপ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আপন কুঠরীতে গিয়া রোদন করিল। পরে সে মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আগমন পূর্ব্বক স্থির হইয়া তাহাদিগকে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিল। এবং সে তাহাদের সঙ্গে খাইল, কিন্তু মিসর দেশের রীত্যনুসারে যুষফ ও তাহার ভ্রাতৃগণের পরিবেশন পৃথক২ হইল। যুষফ আ- পন ভ্রাতাদের বয়স অনুসারে তাহাদিগকে বসাইল; তাহাতে তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। পরে তাহারা আনন্দ করিয়া ভোজন পান করিল। অনন্তর যুষফ আপন ভ্রাতাদের ছালাতে যত শস্য ধরে, তত দিয়া প্রত্যেক জনের ছালাতে তাহার মুদ্রা ও বিন্যামিনের ছালাতে আপনার রূপার বাটী

রাখিতে আজ্ঞা দিল। প্রভাতে তাহারা প্রস্থান করিলে কিছুকাল পরে যুষফ আপন গৃহাধ্যক্ষকে তাহাদের পশ্চাৎ পাঠাইল। আর সে তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, তোমরা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার কেন করিলা? পরে সে কি বলে তাহা তাহারা না জানিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি জন্যে এমন কথা কহিলা? এবং গৃহাধ্যক্ষ বলিল, আমার কথা কি তোমরা বুঝ না? আমার প্রভু যাহাতে পান করেন, সেই বাটী তোমাদের মধ্যে কে চুরি করিয়াছে? তাহারা উত্তর দিল, আমাদের প্রভু কেন এমন কথা বলিয়াছেন? আমরা বিশ্বস্ত লোক; কিন্তু ঐ বাটী আমাদের মধ্যে যাহার নিকটে পাইবা, সে মরিবে; এবং আমরাও প্রভুর দাস হইব। তৎপরে তাহারা সকল ছালা খুজিতে লাগিল। আর বিন্যামিনের ছালাতে সেই বাটী পাওয়া গেল।

পরে তাহারা আপন বস্ত্র চিরিয়া পুনরায় নগরে আইল। কিন্তু যুষফ তাহাদিগকে নিষ্ঠুর কথা কহিয়া জিজ্ঞাসিল, তোমরা কেন এমন কর্ম্ম করিলা? যিহুদা কহিল, আমাদের প্রভুকে কি উত্তর দিব ও কি কথা কহিব ও কি রূপেই বা আপনাদিগকে নির্দ্দোষ করিব? ঈশ্বর তোমার দাসদের দোষ প্রকাশ করিয়াছেন, দেখ, আমরা এবং যাহার কাছে বাটী পাওয়া গিয়াছে, সকলেই প্রভুর দাস হইলাম। তাহাতে যুষফ কহিল, এমন কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু যাহার কাছে বাটী পাওয়া গিয়াছে, সেই আমার দাস হইবে। আর তোমরা শান্ত হইয়া তোমাদের পিতার নিকটে যাও। তাহাতে যিহুদা নিবেদন করিয়া কহিল, আমরা পিতার নিকটে উপস্থিত হইলে আ-

মাদের সঙ্গে যদি এই যুবক না থাকে, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ মরিবেন। কেননা তোমার দাস যে আমি, আমি আপন পিতার নিকট এই যুবার প্রতিভূ হইয়া কহিয়াছি, যদি আমি ইহাকে তোমার নিকট না আনি, তবে তোমার সাক্ষাতে আমি চিরকাল দোষী থাকিব। অতএব নিবেদন করি, আমি এই যুবার পরিবর্ত্তে প্রভুর নিকট দাস হইয়া থাকি। কিন্তু এই যুবাকে ভ্রাতাদের সহিত বিদায় করুন; কেননা এই যুবা আমার সহিত না গেলে কি প্রকারে আমি পিতার নিকটে যাইতে পারি? আর আমার পিতার যে দশা ঘটিবে, তাহা কি প্রকারে দেখিব? তখন যুষফ অধৈর্য্য হইয়া সভাস্থ মিসরীয় তাবৎ লোককে বাহিরে যাইতে আজ্ঞা দিল; এবং বিদেশী লোক এখানে কেহ থাকিবে না বলিয়া ভ্রাতাদের নিকটে গিয়া তাহাদের অশ্রুমোচন করিয়া বলিল, আমি যুষফ, আমার পিতা কি অদ্যাপি জীবৎ আছেন? কিন্তু তাহাতে তাহার ভ্রাতারা এমন ভীত হইল, যে কিছু মাত্র উত্তর দিতে পারিল না। পরে তাহারা ভয় ও লজ্জা এবং হর্ষ ও বিস্ময়েতে পূর্ণ হইল। তখন যুষফ কহিল, বিনয় করি, আমার নিকটে আইস; তাহাতে তাহারা নিকটে গিয়াও কোন কথা বলিতে পারিল না। যুষফ বলিল, আমি যুষফ, তোমাদের ভ্রাতা যাহাকে তোমরা মিসরদেশগামি লোকদের কাছে বিক্রয় করিয়াছিলা। কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে বিক্রয় করাতে আপনাদের প্রতি বিরক্ত হইও না। কেননা প্রাণরক্ষার্থে ঈশ্বর তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। এখন যাও, আমার এই মিসর দেশের ঐশ্বর্য্য যাহা দেখিলা

সে সকল গিয়া আমার পিতাকে কহ, এবং তোমরা শীঘ্র করিয়া এই স্থানে ফিরিয়া আইস। পরে যুষফ আপন ভ্রাতা বিন্যামিনের গলা ধরিয়া রোদন করিল, এবং বিন্যা-মিনও তাহার গলা ধরিয়া রোদন করিল। এবং সে অন্য ভ্রাতাদিগকেও চুম্বন করিয়া রোদন করিল। তৎপরে তা-হার ভ্রাতারা তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। এবং মিসরের রাজা ইহা শুনিয়া তাহাদের পিতা য়াকূবকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্তে মিসর হইতে রথ লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিল। তাহাতে যুষফ আপন পিতার নিকট শকট ও বহু-মূল্য দ্রব্য ভেট পাঠাইল। তাহার পর যুষফের ভ্রাতারা প্রস্থান করিলে সে তাহাদিগকে কহিল, সাবধান হও, পথে বিবাদ করিও না।

৯ য়াকূবের মিসর দেশে গমনের বৃত্তান্ত।

যুষফের ভ্রাতৃগণ আপন দেশে আগমন করিয়া পিতার নিকট কহিল, যুযফ অদ্যাবধি জীবৎ আছে, এবং সমস্ত মিসর দেশের অধ্যক্ষ হইয়াছে; কিন্তু য়াকূব তাহা শুনিয়া তাহাদিগের কথা বিশ্বাস না করিয়া অন্তঃকরণে দুঃখিত হইল, কিন্তু সকল বিস্তার ক্রমে২ শুনিয়া এবং যুষফের প্রে-রিত দ্রব্যাদি দেখিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইল, এবং সে কহিল, যুষফ অদ্যাপি জীবৎ আছে, এই আমার যথেষ্ট, আমি গিয়া মরণের পূর্ব্বে তাহাকে দেখিব। তখন য়াকূব পুত্র ও পৌত্র ও সমস্ত সম্পত্তি ও দাস দাসী লইয়া শকটে আরোহণ করিয়া মিসর দেশে যাত্রা করিল। য়াকূ-

বের পুত্রবধূ ব্যতিরেকে ছেষট্টি জন মিসর দেশে গমন করিল। পরে যুষফ রথে আরোহণ করিয়া আপন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যে বাহিরে গেল। পরে তাহার কাছে আসিয়া য়াকূব গলা ধরিয়া অনেক ক্ষণ রোদণ করিয়া বলিল, তুমি অদ্যাবধি জীবৎ আছ, তোমার মুখ আমি দেখিলাম, এখন স্বচ্ছন্দে মরিব। পরে যুষফ আপন পিতা য়াকূবকে রাজবাটীতে লইয়া গেলে রাজা য়াকূবকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বয়ঃক্রম কত বৎসর হইয়াছে? য়াকূব কহিল, আমার প্রবাসকাল ১৩০ বৎসর হইল।

য়াকূব এই জগৎ বিদেশ এবং স্বর্গ আপন স্বদেশ ইহা বোধ করিয়া কহিল, আমার প্রবাসকাল ১৩০ বৎসর হইল; অপর সে আমার আয়ু অল্প ও ক্লেশজনক, আমার পূর্ব্বপুরুষের প্রবাসকালের তুল্য নয়। পরে য়াকূব ফিরোণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইল। ইহার পর আর সত্তর বৎসর য়াকূব মিসর দেশে জীবৎ থাকিল।

য়াকূবের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যুষফ আপন দুই পুত্র সঙ্গে লইয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তখন য়াকূব যুষফকে কহিল, দেখ, আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমার মুখ আর দেখিতে পাইব না, কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে তোমার বংশের সহিত আমাকে দেখাইলেন। তখন যুষফ দুই পুত্র লইয়া আশীর্ব্বাদ পাইবার নিমিত্তে আপন পিতার নিকট দাঁড়াইল, এবং য়াকূব দক্ষিণ হস্ত লইয়া ইফ্রায়িম নামে যুষফের কনিষ্ঠ পুত্রের মস্তকে দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, এবং বাম হস্ত মানশ নামে জ্যেষ্ঠের মস্তকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। পরে যুষফকেও আশীর্ব্বাদ

করিয়া কহিল, আমার পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহম ও ইস্হাক যাঁহার পথাবলম্বী ও যে ঈশ্বর অদ্যাবধি আমাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি এই বালকদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহাদের দ্বারা আমার ও আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহম ও ইস্হাকের নাম থাকুক: আমি আপন পুত্রের ন্যায় ইহাদিগকে অধিকার দিলাম, এবং ইস্রায়েল লোকের মধ্যে যে কেহ আশীর্ব্বাদ করিবে, সে এইরূপ করিবে, ঈশ্বর তোমাকে ইফ্রায়িমের ও মানশের তুল্য করুন। পরে য়াকুব আপন পুত্রগণকে ডাকিয়া প্রত্যেক জনকে আশীর্ব্বাদ দিয়া ভাবি মন্ত্রণাবিষয়ক কথা কহিল, অবশেষে য়াকুব আপন শয়ন স্থানে গিয়া শয্যাগত হইয়া মরিল।

তাহার মৃত্যুর পরে যুষফ আপন ভ্রাতা ও ফিরোণের ভৃত্য এবং মিসরদেশের অধ্যক্ষগণের সঙ্গে বহু রথ ও অশ্বারূঢ়গণকে লইয়া য়াকুবের কবর দেওনার্থে কনানদেশে যাত্রা করিল এবং তাহারা তাহাকে অব্রাহমের কবর স্থানে মম্রীর পূর্ব্বদিক্স্থ মক্পিলা নামক ক্ষেত্রে কবর দিল। তদনন্তর তাহারা মিসর দেশে ফিরিয়া আইলে যুষফের ভ্রাতারা পরস্পর বলাবলি করিল, আমাদের পিতার মৃত্যু হইয়াছে, এক্ষণে যুষফ আমাদিগকে ঘৃণা করিবে, এবং পূর্ব্বকৃত আমাদের মন্দ কর্ম্মের প্রতিফলও দিবে। কিন্তু যুষফ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা ভয় করিও না, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ নহি, তোমরা আমার বিরুদ্ধে কুপরামর্শ করিয়াছিলা বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা সুপরামর্শ করিলেন? ফলতঃ এখন যে রূপ দেখিতেছ, এই রূপ তিনি অনেক মনু-

যোর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। পরে যুষফ এবং তাহার ভ্রাতৃগণ অনেক দিন মিসরদেশে বাস করিয়া আপনাদের পুত্র ও পৌত্রাদিকে দেখিল।

---

২০ আয়োবের বিবরণ।

ধর্ম্ম পুস্তকে এই বিবরণ অন্য স্থানে লিখিত আছে, কিন্তু আয়োব এ সময়ে বর্ত্তমান ছিল; এই নিমিত্তে তাহার বৃত্তান্ত এখন লিখি। অব্রাহমের পিতা নাহোর আয়োবের বংশোদ্ভব ছিল। সেই আয়োব উস দেশে বাস করিত; সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক ও সরল ও ঈশ্বর ভয়কারী ও কুক্রিয়া পরাঙমুখ ছিল। ঈশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এমন বহু সম্পত্তি ও ধন দিলেন, যে তৎকালে তাহার সমান অতি ধনী কেহ ছিল না, এবং তাহার সকল কর্ম্ম সফল হইল। কিন্তু শয়তান আয়োবের প্রতি ঈর্ষা করিয়া ঈশ্বরকে কহিল, আয়োব তোমার আশীর্ব্বাদ ও ধন দানেতে কেবল তোমাকে ভয় করে। বরং তাহার সম্পত্তি যদি তুমি নষ্ট কর, তবে সে তোমার সেবা পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, তাহার তাবৎ সম্পত্তি তোমার হাতে আছে, কিন্তু তাহার উপর তুমি হাত দিও না। তখন শয়তান প্রস্থান করিল। তৎপরে এক দিন আয়োবের কন্যা পুত্রগণ আপনাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে ফলাহার করিতে গেলে এক জন দূত আয়োবের নিকট আসিয়া বলিল, শিবা দেশের লোকেরা আসিয়া সকল বলদ ও গর্দ্দভগণকে লুঠিয়া লইল, এবং তোমার দাসদিগকে বধ করিল। সে এই কথা

কহিতে২ আর এক জন আসিয়া বলিল, ঈশ্বরের অগ্নি স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া সকল মেষ ও দাসদিগকে নষ্ট করিয়াছে। এবং সে এই কথা কহিতে২ তৃতীয় জন আসিয়া কহিল, কাশ্দীয়েরা তোমার সকল উষ্ট্রকে লুটিয়া লইয়াছে ও দাসদিগকে বধ করিয়াছে। সে জন বাহিরে গেলে আর এক জন আসিয়া আয়োবকে এই সমাচার দিল, তোমার পুত্র ও কন্যারা আপনাদের জ্যেষ্ঠের গৃহে ভোজন ও দ্রাক্ষারস পান করিতেছিল, এমন সময়ে মহাবায়ু উঠিয়া সেই গৃহের চারি কোণায় লাগিল। তাহাতে যুবাদের উপর গৃহ পতিত হওয়াতে তাহারা হত হইয়াছে। তখন আয়োব ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আমার মাতার গর্ব্ভ হইতে আমি উলঙ্গ হইয়া আসিয়াছি, এবং উলঙ্গ হইয়া ফিরিয়া যাইব; প্রভু দিয়াছেন, প্রভুই লইয়াছেন, প্রভুর নাম ধন্য হউক। এমতেও আয়োব পাপ না করিয়া ঈশ্বরের ভয়ে স্থির থাকিল। অনন্তর শয়তান ঈশ্বরের সাক্ষাতে আসিয়া বলিল, আয়োব পাপ করিল না বটে, কিন্তু মনুষ্য আপন প্রাণের কারণ সকলি দেয়; অতএব তুমি তাহাকে অস্বাস্থ্য দেও, তবে সে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে ঈশ্বর এই রূপে আয়োবের পরীক্ষা করিতে শয়তানকে অনুমতি করিলেন। পরে আয়োব বিস্ফোটকের শক্ত ব্যথাতে ব্যথিত হইলে তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিল, এখনও কি তুমি ঈশ্বরের অনুরাগ করিতেছ? ম্রিয়মাণ হইয়াও কি আপন ধর্ম্ম ছাড়িবা না? কিন্তু আয়োব তাহাকে দোষ দিয়া কহিল, তুমি অজ্ঞানা স্ত্রীর মত কথা কহিতেছ; আমরা কি ঈশ্বরের হাত হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিব, অমঙ্গল গ্রহণ

করিব না। এই কথাতেও আয়োব পাপ না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভয় করিয়া থাকিল। তৎপরে ইলীফস ও বিল্দদ ও সোফর, তাহার এই তিন জন মিত্র আসিয়া তাহার বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিয়া তাহাকে দোষ দিল। কিন্তু ঈশ্বর তাহার ধর্ম্ম ও প্রার্থনাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া আপন সর্ব্বশক্তি ও জ্ঞান তাহাকে দর্শাইলেন, ও তাহাকে তাহার মিত্র ও পরিচিত লোকদের সম্মুখে সাক্ষ্য দিলেন। এবং ঈশ্বর আয়োবের প্রথমাবস্থা হইতে শেষাবস্থায় এমন মঙ্গল করিলেন, যে তাহার সম্পাদ পূর্ব্বে যেমন ছিল, তাহার দ্বিগুণ হইল। তৎপরে আয়োব এক শত চল্লিশ বৎসর বাঁচিয়া আপন পুত্র পৌত্রের চারি পুরুষপর্য্যন্ত দর্শন করিল।

২১ মুসার বিবরণ।

ইস্রাএল মিসর দেশে গমন কালীন ঈশ্বর তাহাকে বলিলেন, আমি সেই স্থানে তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব। এই

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে ইস্‌রাএলের বংশ কএক শত বৎসরের মধ্যে এমত বহুগোষ্ঠী হইল, যে তাহাদের দ্বারা সেই দেশ পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু যুষফের মৃত্যুর পরে এক নূতন রাজা হইল; সে যুষফের কর্ম্মের বিষয় অজ্ঞাত প্রযুক্ত ইস্‌রাএল লোকদিগকে অতিশয় ক্লেশ দিল; এবং সে তাহাদিগকে আপনার নিমিত্তে ভাণ্ডার নগর গাথাইল এবং তদ্দ্বারা অন্যং ক্লেশজনক কর্ম্ম করাইল। পরে এক নূতন রাজা হইয়া ইস্‌রাএলদিগের পুত্র সন্তানদিগকে নষ্ট করিতে এবং কন্যাদিগকে জীবিত রাখিতে ইস্‌রাএলের ধাত্রীদিগকে আজ্ঞা দিল। কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের প্রতি ভয় করিয়া পুত্র সন্তানদিগকে জীবিত রাখিতে লাগিল। পরে সেই রাজা ইস্‌রাএলদিগের তাবৎ পুত্র সন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করিতে আপনার সকল লোককে আজ্ঞা দিল। সেই কালে এক ইস্‌রাএল লোকের স্ত্রী এক সুন্দর পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে তিন মাসপর্য্যন্ত অতি ভয়ক্রমে গোপন করিয়া রাখিল। পরে আর গোপন করিতে না পারিয়া একটা নল দ্বারা পেটরা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে ঐ বালক রাখিয়া নদী তীরস্থ নল বনে স্থাপন করিল। কিছু কাল পরে ফিরোণের কন্যা স্নানার্থে ঐ নদী তীরে আসিয়া পেটরা দেখিয়া আপন দাসীকে তাহা আনিতে আজ্ঞা দিল। পরে তাহা খুলিয়া তাহার মধ্যে এক বালক ক্রন্দন করিতেছে, ইহা দেখিয়া খেদান্বিত হইয়া কহিল, এই ইস্‌রাএলের এক বালক। তখন ঐ বালকের ভগিনী নিকটে আসিয়া ফিরোণের কন্যাকে কহিল, তোমার নিমিত্তে ঐ বালককে দুগ্ধ পান করাইতে আমি যাইয়া কি ইস্‌রাএলের এক ধাত্রীকে ডাকিয়া আ-

নিব ? তখন রাজকন্যা কহিল, যাও, তাহা কর। পরে সে অতি শীঘ্র গিয়া ঐ বালকের মাতাকে ডাকিয়া আনিল। তখন সেই স্ত্রী আপন বালককে দুগ্ধ পান করাইল। অনেক কাল পরে রাজকন্যা ঐ যুবাকে রাজবাটীতে আনিয়া তাহাকে মিসরীয়দিগের সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করাইল। এবং তাহার নাম মুসা অর্থাৎ আকর্ষিত রাখিল। মুসা বড় হইলে ইস্রাএলের সন্তানরূপে খ্যাত না হইয়া ফিরোণের কন্যার সন্তান বলিয়া খ্যাত হইল। পরে ইস্রাএল লোকদের প্রতি মিসরীয়দের অত্যন্ত দুষ্টাচার দেখিয়া মুসা অতিশয় ক্লেশ পাইল। এক দিন সে বাহিরে গিয়া এক জন মিসরীয় এক ইব্রীয় লোককে প্রহার করিতেছে দেখিয়া আপন ভ্রাতার উপকারার্থে ঐ মিসরীয় লোককে বধ করিল। কিন্তু মুসার হস্ত দ্বারা আমাদের উদ্ধার হইবে, ইহা মুসার ভ্রাতৃগণ সেই সময়ে বুঝিল না।

পরে রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া মুসাকে বধ করিতে অন্বেষণ করিলে, মুসা ফিরোণের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়া মিদিয়ান দেশে গেল। মিদিয়ান লোকেরা অব্রাহমের বংশ ছিল; তাহারা প্রান্তরের মধ্যে স্তূপ সাগরের নিকটে বাস করিতেছিল। সেই প্রান্তরের মধ্যে মুসা এক কূপের নিকটে বসিলে মিদিয়ানের যাজকের সাত কন্যা মেষপালকে জল পান করাইতে আইল। কিন্তু অন্য মেষপালকেরা আসিয়া সেই কন্যাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলে মুসা তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া ঐ কন্যাদের মেষদিগকে জলপান করাইল, এবং যথেষ্ট উপকার করিল। য়িথ্রু নামক ঐ কন্যাদের পিতা মিদিয়ানের এক অধিপতি; তাহা-

কে এই সকল বৃত্তান্ত কহা গেল। পরে য়িথ্র সিপোরা নাম্নী আপন কন্যা তাহার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে আপন মেষপালকের অধ্যক্ষ করিয়া রাখিল। এই রূপ মুসা রাজবাটীতে নিযুক্ত হওয়াতে তাহার পিতৃলোকের ন্যায় বিদেশে মেষপালক হইয়াছিল। এবং মিসরীয়দের রাজার সভায় সে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইল না।

২২ মুসার ফিরোনের সম্মুখবর্ত্তী হওন।

মুসার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর হইলে সে মিসর দেশহইতে পলায়ন করিয়াছিল. এবং চল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত মিদিয়ান দেশে মেষ পালন্দের মধ্যে বাস করিয়াছিল। তৎপরে এক দিন মুসা প্রান্তরের মধ্যে হোরেব নামক পর্ব্বতের উপর মেষের সঙ্গে থাকিয়া দেখিল, যে এক ঝোপ অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইতেছিল, কিন্তু দগ্ধ হইল না। পরে সে ইহার কারণ জানিবার নিমিত্তে তাহার নিকটে গেল। কিন্তু ঝোপের মধ্য হইতে এই রব হইল, হে মুসা, হে মুসা। তখন মুসা কহিল, আপনি কি আজ্ঞা করেন, আমি এখানে উপস্থিত আছি। তখন সেই রব কহিল, তুমি এই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইও না, ও তোমার পাদ হইতে পাদুকা খুলিয়া দেও, তুমি যে স্থানে দণ্ডায়মান আছ, সে পবিত্র ভুমি। এবং তিনি আরো কহিলেন, আমি তোমার পূর্ব্ব পুরুষদের ঈশ্বর, ফলতঃ অব্রাহমের ও ইস্হাকের এবং য়াকূবের ঈশ্বর। তাহাতে মুসা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে ভীত হইয়া আপন মুখ আচ্ছাদন করিল। পরে পর-

মেশ্বর কহিলেন, আমি মিসরস্থিত আমার লোকদের অত্যন্ত ক্লেশ দেখিয়াছি, অতএব মিসরীয়দের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে এবং এই দেশ হইতে উত্তম প্রশস্ত দেশে তাহাদিগকে আনিতে আমি নামিলাম। এখন যাও, আমি তোমাকে ফিরোণের সম্মুখে পাঠাইব, তুমি আমার লোক ইস্‌রায়েল বংশকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিবা। মুসা ইহা শুনিয়া কহিল, আমি কি ফিরোণের নিকট গিয়া ইস্‌রায়েল বংশকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিতে পারিব? তখন ঈশ্বর কহিলেন, আমি তোমার সহায় হইব। কিন্তু মুসা বলিল, ইস্‌রাএল লোকেরা আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না, বরং বলিবে, ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দেন নাই। তখন প্রভু জিজ্ঞাসিলেন, তোমার হস্তে কি। সে কহিল, যষ্টি। তাহাতে তিনি কহিলেন, তাহা ভূমিতে ফেল। তখন সে সেই রূপ করিলে সেই যষ্টি সর্প হইল। পরে মুসা তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল, কিন্তু প্রভু কহিলেন, তুমি হস্ত বিস্তার করিয়া উহার লাঙ্গুল ধর। তখন সে ধরিলে সেই সর্প তাহার হস্তে পুনরায় যষ্টি হইল। পরে পরমেশ্বর তাহাকে আরো কহিলেন, তুমি হস্ত বক্ষস্থলে রাখ। তখন সে তাহা করিয়া হস্ত বাহির করিলে সেই হস্ত কুষ্ঠযুক্তের ন্যায় হিমবর্ণ হইল। পরে সেই হস্ত পুনরায় বক্ষস্থলে দিয়া বাহির করিলে তাহার মাংস অন্য হস্তের ন্যায় সুস্থ হইল। পরে ঈশ্বর বলিলেন, তাহারা যদি এই চিহ্ন দেখিয়া তোমাকে বিশ্বাস না করে, তবে নদীর কিছু জল লইয়া শুষ্ক ভূমিতে ফেল, তাহাতে সে রক্ত হইবে। পরে মুসা বলিল, হে

আমার প্রভু, আমি পূর্ব্বাবধি বাক্‌পটু নহি, আমি বাক্য কহনে অক্ষম ও জড়জিহ্ব আছি। তখন পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, মনুষ্যের মুখ নির্ম্মাণকারী কে? এবং বোবা ও বধির কিম্বা দর্শক ও অন্ধ এ সকলকে কে নির্ম্মাণ করে? আমি পরমেশ্বর কি তাহা করি না? অতএব এখন যাও; আমি তোমার মুখে থাকিয়া বক্তব্য কথা শিক্ষা করাইব। এবং তোমার ভ্রাতা হারোণ, সে তোমার নিকটে থাকিবে, তুমি তাহার প্রতি কথা কহিবা, এবং সে তোমার বদলে কথা কহিবেক।

তৎপরে মূসা মিসর দেশে আইলে মূসা ও হারোণ ইস্রাএল বংশীয় প্রাচীনবর্গকে একত্র করিয়া তাহাদিগের নিকটে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রকাশ করিল। পরে মূসা ও হারোণ রাজার নিকটে গিয়া তাহাকে বলিল, ইস্রাএলের প্রভু পরমেশ্বর কহেন, প্রান্তরে আমার উদ্দেশে উৎসব করিবার নিমিত্তে আমার লোকদিগকে যাইতে দেও। তাহাতে ফিরোণ রাজা উত্তর করিয়া বলিল, পরমেশ্বর কে, যে আমি তাহার কথা মানিয়া ইস্রাএল বংশকে যাইতে দিব? আমি প্রভুকে চিনি না, ও ইস্রাএল বংশকে যাইতে দিব না। পরে ফিরোণ সেই দিনে ইস্রাএল লোকদের উপর আরও অধিক কর্ম্মের ভার দিতে আজ্ঞা দিয়া কহিল, ইব্রীয় লোকেরা অলস আছে, তোমরা তাহাদিগকে পূর্ব্বে ইষ্টকাদির নিমিত্তে বিচালি দিয়াছিলা, সেই মত আর দিও না; কিন্তু তাহারা যাইয়া আপনারা সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বমত ইষ্টকগণনা করিয়া দিউক। মূসা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিল, তথাপি ফিরোণ মূসার

কথাতে মনোযোগ করিল না; কারণ মিসরীয় মায়াবি লোকেরাও এমন কর্ম্ম করিতে পারিত। কিন্তু ফিরোণের অন্তঃকরণ কঠিন হওয়াতে ঈশ্বর মূসাদ্বারা আশ্চর্য্য অনেক ক্রিয়া করিয়া মিসরীয় লোকদের উপর বড় বিপদ ঘটাইলেন।

প্রথমে মূসা আপন যষ্টি নীল নদীর উপর রাখিলে তাহার জল রক্ত হইয়া গেল, সাত দিন পর্য্যন্ত সেই বৃহৎ নদীর জল রক্ত থাকিল, তাহার জল কেহ পান করিতে পারিল না, এবং সমস্ত মৎস্য মরিয়া গেল। পরে ফিরোণ ঈশ্বরের কথাতে মনোযোগ না করাতে হারোণ আপন হস্ত মিসর দেশীয় সকল জনের উপর বিস্তার করিলে সকল দেশ এমত ভেকে পরিপূর্ণ হইল, যে গৃহ ও শয়নাগার ও শয্যা ও তন্দুল ও আটামর্দ্দনের পাত্র এ সকল স্থানে ভেক প্রবেশ করিল। তখন ফিরোণ মূসাকে বলিল, আমার দেশ হইতে এ সকল ভেককে দূর করণার্থে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, পরে আমি তোমার লোকদিগকে যাইতে দিব। তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে সকল ভেক এক দিনেই মরিল। অনন্তর লোকেরা সেই মৃত ভেক সকল একত্র করিয়া ঢিবি করিলে দেশে মহা দুর্গন্ধ হইল। কিন্তু ফিরোণ পুনরায় আপন অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া ইস্রাএল লোকদিগকে যাইতে দিল না। পরে হারোণ আপন যষ্টি উঠাইয়া ধূলির উপর প্রহার করিল। তাহাতে সেই ধূলি মনুষ্য ও পশুদের উপর উকুন হইল। পরে মায়াবি লোকেরা এরূপ করিতে না পারাতে ফিরোণকে বলিল, ঐ কর্ম্ম ঈশ্বরের অঙ্গুলীকৃত। কিন্তু তথাপি রাজার অন্তঃকরণ কঠিন থাকিল। তৎপরে সমুদায় মিসর দেশে মসকের ঝাঁক উপস্থিত হইল।

তাহাতে মিসরীয় তাবৎ পশু মরিল। কিন্তু ইস্রাএল বংশের পশু মধ্যে একটিও মরিল না।

তথাপি ফিরোণ সেই রূপ কঠিন থাকিল। পরে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে চুলার ভস্ম লইয়া ফিরোণের সম্মুখে আকাশের দিগে ছড়াইয়া দিল, তাহাতে সকল মনুষ্য ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক হইল। তখন মায়াবি লোকেরা মূসার সম্মুখে থাকিতে পারিল না, কেননা তাহাদের গাত্রেও স্ফোটক হইল। ইহাতেও ফিরোণের অন্তঃকরণ কঠিন থাকিল। পরে মূসা পুনরায় আপন যষ্টি আকাশের দিগে উঠাইলে দুঃসহ বড় মেঘগর্জ্জন ও শিলাবর্ষণ ও অগ্নিবৃষ্টি হইল; এরূপ মিসর দেশের স্থাপনাবধি কখন হয় নাই; ক্ষেত্রের বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইল, এবং ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও পশু সকল শিলাবৃষ্টিতে নষ্ট হইল। তাহাতে ফিরোণ মূসাকে ও হারোণকে শীঘ্র আনিতে আজ্ঞা দিল; মূসা আইলে ফিরোণ তাহাকে কহিল, এই বার আমি পাপ করিলাম, অতএব এই মেঘগর্জ্জন ও শিলাবৃষ্টি আর যেন অধিক না হয়, এই নিমিত্তে তোমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর। পরে মূসা ফিরোণের নিকট হইতে নগরের বাহিরে গিয়া পরমেশ্বরের প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিলে মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত হইল। কিন্তু ফিরোণের অন্তঃকরণ পূর্ব্বমত কঠিন থাকিল। পরে পূর্ব্ব বায়ুর আগমনে পঙ্গপাল উপস্থিত হইল। তাহা মিসর দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া অবশিষ্ট যে কিছু ছিল, সে সকলি ভক্ষণ করিল।

ফিরোণ পুনরায় মূসাকে ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, কেবল এই বার আমার পাপ ক্ষমা করিয়া আমার এই

দুরবস্থা দূর কর। তখন মূসার প্রার্থনানুসারে পরমেশ্বর পশ্চিম বায়ু বহাইয়া দেশ হইতে পঙ্গপালকে সূফ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। তথাপি ফিরোণ কঠিন থাকিল। তাহার পর মূসা আপন হস্ত আকাশের দিগে বিস্তার করিলে তিন দিন পর্য্যন্ত সমস্ত মিসর দেশে এমন ঘোর অন্ধকার হইল, যে এক জন অন্য জনকে দেখিতে পাইল না, এবং আপন২ স্থান হইতে উঠিতে পারিল না। কিন্তু গোসন দেশে ইস্রাএল বংশের বাসস্থান দীপ্তিময় ছিল। তখন ফিরোণ অতি কঠিন হইয়া মূসাকে কহিল, তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও। কিন্তু সাবধান হও, আমার মুখ আর কখন দর্শন করিও না: যে দিন তুমি আমাকে দেখিবা, সেই দিন মরিবা।

২৩ মিসর দেশ হইতে প্রস্থান।

ফিরোণের অধিক অবাধ্যতা হইলে ঈশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি ফিরোণের এবং মিসর দেশের উপর আর এক উৎপাত ঘটাইব, তাহাতে সে তোমাদিগকে এই স্থান হইতে বাহির করিয়া দিবেক, এবং তোমাদিগকে সর্ব্বসুদ্ধ বাহির করিয়া দিবেক। কেননা আমি মিসরের মধ্য দিয়া যাইব, তাহাতে তাবৎ প্রথমজাত মরিবেক। পরে ঈশ্বর ইস্রাএল লোকদিগকে যাত্রার কারণ সমস্ত প্রস্তুত করিতে ও ভোজন করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তোমরা এই রূপে কটিবন্ধন করিয়া ও চরণে পাদুকা দিয়া হস্তে যষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন করিবা। তোমরা এক মেষ ভোজন করিব

আর তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া তোমাদের গৃহে চিহ্ন রাখিতে হইবেক. তাহাতে তোমাদের গৃহের প্রথমজাত প্রত্যেক জন রক্ষা পাইবে। পরে এই রূপ প্রস্থানের কারণ সেই দিন স্থাপিত হইল। ইস্‌রাএল বংশ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ঐ সকল কর্ম্ম করিল। এবং দুই প্রহর রাত্রির সময়ে পরমেশ্বর মিসরের মধ্যে আইলে তাহাদের সকল প্রথমজাত অর্থাৎ ফিরোণের প্রধান অবধি অতি অধম শেষে দাসীর প্রথমজাত পর্য্যন্ত মরিল। এবং পশুদেরও প্রথমজাত মরিল। তাহাতে তাবৎ মিসর দেশে যেমন কখন হয় নাই, এই রূপ রোদন উপস্থিত হইল। এবং ফিরোণ ও তাহার লোক অতি ভীত হইয়া রাত্রিকালে মূসা ও হারোণকে ইহা বলিয়া পাঠাইল, তোমরা ইস্‌রাএল লোক ও আপনাদের পুত্রদিগকে ও পশুদিগকে লইয়া শীঘ্র উঠিয়া আমাদের মধ্য হইতে বাহিরে যাও। এবং মিসরীয় লোকেরা ইস্‌রাএলের বংশ যাহাতে শীঘ্র যায়, এমত উদ্যোগ করিল। কেননা তাহারা কহিল, আমরা সকলে মরিব। পরে ইস্‌রাএল মিসর দেশ হইতে প্রস্থান করিল, এবং আপন লোকেরা সঙ্গে বহু স্বর্ণ পাত্র ও রৌপ্য পাত্র ও বস্ত্রাদি লইয়া গেল. কিন্তু ফিরোণ রাজা ইস্‌রাএল বংশের প্রস্থানের বিষয় শুনিয়া দুঃখিত হইল, এবং আপন রথ প্রস্তুত করাইল আর আপন লোকদিগকে লইয়া ইস্‌রাএল বংশের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল। এবং সূফ সাগরের নিকটে পর্ব্বতের মধ্যে নিম্ন ভূমিতে তাহাদিগকে পাইল। ইস্‌রাএল লোকেরা মিসরীয় লোকদিগকে দেখিয়া অতি ভীত হইলে মূসা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা ভয় করিও না; পরমেশ্বর তোমাদি-

গের নিমিত্তে যুদ্ধ করিবেন; তোমরা স্থির হইয়া থাক। কিন্তু ইস্‌রাএল লোকেরা সে স্থানে বড় ভীত ছিল; কারণ তাহাদিগের সম্মুখে অতি গভীর সমুদ্র ও দক্ষিণ ও বাম ভাগে অগম্য অতি উচ্চ পর্ব্বত ও পশ্চাতে মিসরীয় সৈন্য ছিল। তখন মূসা প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর কহিলেন, তুমি আমাকে কেন ডাকিতেছ? ইস্‌রাএল লোকদিগকে অগ্রসর ও সমুদ্রদিগে যাইতে কহ, আমি এখন ফিরোণ ও তাহার ত্র- বং সৈন্যের রক্ত দ্বারা সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইব; আমি যে পরমেশ্বর ইহা মিসরীয় লোকেরা জ্ঞাত হইবে। তখন পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মূসা আপন যষ্টি সমুদ্রের উপর বিস্তার করিলে সে সমস্ত রাত্রি প্রবল পূর্ব্বীয় বায়ু বহিয়াই সমুদ্রকে পৃথক্ করিল, ও জল দুই ভাগে প্রাচীর স্বরূপ স্থাপিত হইল এবং ঈশ্বর ইস্‌রাএল লোক ও মিসরীয় লোকদের মধ্য স্থানে এক মেঘ স্থাপিত করিলেন, তাহাদ্বারা ইস্‌রাএল লোকের প্রতি আলো এবং মিসরীয় লোকের প্রতি অন্ধকার হইল। মিসরীয় লোকেরা ইস্‌রাএল লোককে দেখিতে পাইল না; তাহাতে ইস্‌রাএল লোক সকল শুষ্ক ভূমি দিয়া সমুদ্রের মধ্যে গেল; তাহাদিগের বাম ও দক্ষিণে জল প্রাচীর স্বরূপ হইয়া থাকিল। পরে ফিরোণ আপন লোকদের সঙ্গে তাহাদের পশ্চাৎ২ গমন করিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহারা সকল লোক সমুদ্রের মধ্যে গেল। ইস্‌রাএলের বংশ অন্য দিগে গমন করিলে পর পরমেশ্বর ঐ মেঘের মধ্য হইতে অগ্নি দ্বারা মিসরীয় লোকদিগকে ব্যাকুল করিলেন; পরে তাহারা কহিল, আইস আমরা ইস্‌রাএলের বংশ হইতে পলায়ন করি; কেননা পরমেশ্বর তাহাদিগের পক্ষ হইয়া মি-

সরীয় লোকদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতেছেন। পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি সমুদ্রের উপর আপন হস্ত বিস্তার কর, তাহাতে অকস্মাৎ মিসরীয় লোকদের উপর জল পুনর্ব্বার আসিবে। পরে সে সেই রূপ করিল; প্রাতঃ কালে সমুদ্র সমান হইল, এবং মিসরীয়েরা পলায়ন করিতে না পারিয়া সমুদ্রের মধ্যে নষ্ট হইল। তাহাতে ফিরোণের যে সকল সৈন্য সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার এক জন অবশিষ্ট থাকিল না।

---

২৪ প্রান্তরে ঈশ্বরের বংশ হওনের বিবরণ।

মিসর দেশ ও কনান দেশের মধ্য স্থানে বড় প্রান্তর আছে, তাহার মধ্যে সশষ্য ভূমি নাই, মিসর দেশের নদীর তুল্য এখানে কোন নদী নাই, উনুই নাই, ও তৃণ নাই, ও কাষ্ঠ নাই ও পথ নাই, বালুকা মাত্র। তিন দিবসের পর ইসরাএল লোক এই প্রান্তর দিয়া যাত্রা করিয়া এক উনুই পাইল, কিন্তু জল তিক্ততা প্রযুক্ত পান করিতে পারিল না; একারণ মূসার বিরুদ্ধে বচসা করিতে লাগিল। পরে মূসা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে প্রভু তাহাকে এক কাষ্ঠ দেখাইলেন, এবং তাহা জলেতে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে ঐ জল মিষ্ট হইলে তাহারা তাহা পান করিতে লাগিল। প্রভুও কহিলেন, আমি পরমেশ্বর, তোমাদের রক্ষাকারী। কিছু কাল পরে লোকেরা ভোজন দ্রব্য না পাইয়া পুনর্ব্বার বচসা করিল। পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি স্বর্গ হইতে তোমাদের নিমিত্তে

খাদ্য দ্রব্য বর্ষণ করিব, এবং প্রাতঃকালে প্রান্তরের উপর ভূমিতে গেলে কোন বস্তু ক্ষুদ্র নীহারের ন্যায় হইয়া পড়িলে ইস্‌রাএল লোকেরা তাহা না জানিয়া কহিল, মন্ন অর্থাৎ একি? এমন নাম রাখিল। পরে মূসা কহিল, পরমেশ্বর তোমাদিগকে এই দ্রব্য ভোজন করিতে দিলেন। মন্ন ময়-দা ও মধু একত্র করার ন্যায় হইল।

পরে ইস্‌রাএল বংশেরা এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া রিফিডিমে গিয়া শিবির স্থাপন করিল; সেখানে জল না পা-ইয়া তাহারা বিবাদ করিয়া মূসাকে কহিল, আমাদিগকে জল দেও, আমরা কি পান করিব? তখন মূসা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, তোমার যষ্টি লইয়া হরেব পর্ব্বতে আঘাত কর, তাহাতে সেই পর্ব্বত হইতে জল নির্গত হইবেক। মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহা ক-রিলে ঐ পর্ব্বত জল দিল, এবং লোকেরা পান করিল।

পরে আমালিক লোকেরা রিফিডিমে আসিয়া ইস্‌রাএ-লের সহিত যুদ্ধ করিল। পরে য়শুয়াকে ডাকিয়া মূসা আ-মালিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে প্রেরণ করিল। পরে মূসা পর্ব্বতের শিখরে গিয়া আপন হস্ত ঈশ্বরের কাছে উঠাইয়া প্রার্থনা করিলে এমত হইল, যে মূসা যখন আপন হস্ত ঊর্দ্ধে রাখে, তখন ইস্‌রাএল বংশ জয়ী হয়, এবং আপন হস্ত নামাইলে আমালিক জয়ী হয়। পরে মূসা পরিশ্রান্ত হইলে হারোণ ও হুর ইহারা দুই হস্ত ধারণ করিয়া রাখিলে আমালিক ও তাহার লোকেরা পরাস্ত হইল।

২৫ ব্যবস্থা দেওনের বিষয়।

মিসর দেশ হইতে প্রস্থান করিলে তৃতীয় মাস পরে ইস্‌রাএলের লোকেরা প্রান্তরের মধ্যে সীনাই পর্ব্বতে গমন করিল, এবং এই সুন্দর ঘাস রচিত নিম্ন ভূমিতে তাহারা এক বৎসর থাকিলে ভারি ঘটনা হইল। এই স্থানে মূসা সকল লোকদিগকে গণনা করিয়া সকল গোষ্ঠী এবং পরিবারের প্রতি আদেশ করিল, এবং তাহাদিগের উপর শাসনকর্ত্তা স্থাপন করিল। ইস্‌রাএলের গণনার সময় তাহারা ত্রিশ লক্ষ হইল। ঈশ্বর ঐ স্থানে ব্যবস্থা দিলেন, এবং ইস্‌রাএল লোককে আপন লোক করিলেন। পরে সীনাই পর্ব্বতে শিবির হইলে মূসা পর্ব্বতের উপর গেল এবং প্রভু তাহাকে কহিলেন, তুমি লোকদের প্রতি গমন করিয়া অদ্য প্রভৃতি পর দিন পার্য্যন্ত পবিত্র কর, এবং তৃতীয় দিবসে প্রস্তুত হও। কেননা সেই দিনে প্রভু সীনাই পর্ব্বতের উপর অবতীর্ণ হইবেন। এবং পর্ব্বতের চতুর্দ্দিগে সীমা নিরূপণ কর, তাহাকে কেহ যেন স্পর্শ না করে। কেননা পর্ব্বতকে স্পর্শ করিলে মৃত্যু হয়।

পরে তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকাল হইলে মেঘগর্জ্জন হইয়া নির্ঘর্ষণ ও বিদ্যুৎ ও পর্ব্বতের উপর তূরীর শব্দ হইল, ও পর্ব্বত ধূমময় হইল, এবং লোক সকল বড় ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। তখন পরমেশ্বর এই সকল কথা কহিলেন, আমি পরমেশ্বর, আমি মিসর দেশ অর্থাৎ তোমাদিগকে দাসত্বরূপ গৃহ হইতে আনিয়াছিলাম; আমার সাক্ষাতে তোমরা আর কোন দেবতা মানিও না, এবং তুমি আপনার

নিমিত্তে কোন আকার করিও না; তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না: এবং বিশ্রাম দিনকে স্মরণ করিয়া পবিত্র কর, ছয় দিন শ্রম করিয়া ব্যবহারাদি কর্ম্ম কর, কিন্তু সপ্তম দিনে অর্থাৎ তোমার প্রভু পরমেশ্বরের বিশ্রাম দিনে তুমি কোন কার্য্য করিও না; তুমি আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর; নরহত্যা করিও না; পরদার করিও না; চুরি করিও না; আপন প্রতিবাসির নিমিত্তে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না; এবং আপন প্রতিবাসির গৃহে ও তাহার বস্তুতে লোভ করিবা না, ও তাহার ভার্য্যাতে লোভ করিবা না।

অপর সকল লোক মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও ধূমবর্ণ পর্ব্বত দেখিয়া ও তূরীর শব্দ শুনিয়া দূরে গিয়া দাড়াইল, এবং মূসাকে বলিল, তুমি আমাদিগের সহিত কথা কহ, ঈশ্বর কথা না কহুন, পাছে আমরা মরি; তিনি তোমাকে যে সকল কথা কহিবেন, তাহা আমরা শুনিব এবং করিব। পরে মূসা মেঘের মধ্যে পর্ব্বতের উপর গিয়া ঐ স্থানে চল্লিশ দিবারাত্রি থাকিল, এবং পরমেশ্বর তাহার সহিত কথোপকথন সাঙ্গ করিয়া তিনি তাহাকে দুই তক্তা আপন অঙ্গুলি লিখিত প্রস্তর দিলেন। অপর মূসা পুনর্ব্বার পর্ব্বত হইতে নামিল, ও ঈশ্বর নির্ম্মিত এবং ঈশ্বর লিখিত দুই তক্তা তাহার হস্তে ছিল। তখন ইস্রাএল শিবিরের নিকটে আসিয়া সকল লোক এক গোবৎসের চতুর্দ্দিগে নাচ ও গীতবাদ্য করিতেছে, মূসা তাহা দেখিয়া অতি ক্রোধান্বিত হইয়া আপন হস্ত হইতে সেই তক্তা পর্ব্বতের নীচে ফেলিয়া ভাঙ্গিল, এবং হারোণকে নিন্দা করিয়া কহিল, এই লোকেরা তোমার প্রতি কি করিল যে তুমি ইহাদের উপর এত মহাপাপ

ঘটাইলা? তখন হারোণ কহিল, আমার প্রভু ক্রোধান্বিত না হউন। যেহেতু এ লোকেরা দুষ্ট আছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ ; তাহারা আমাকে বলিল, আমাদিগের অগ্রে২ গমনার্থে দেবতা নির্ম্মাণ কর। কেননা এই যে মূসা আমাদিগকে মিস্র দেশ হইতে বাহিরে আনিয়াছে, তাহার কি ঘটিয়াছে তাহা আমরা জানি না। তাহাতে তাহাদিগকে আমি বলিলাম, যাহার২ স্বর্ণ থাকে, সে২ তাহা আমাকে দিউক। পরে আপন২ স্ত্রীলোকের ও শিশুদিগের কর্ণভূষণ আমাকে দিল, তাহা আমি অগ্নিতে ফেলিয়া দিলে এই গোবৎস নির্গত হইল। তখন মূসা গোবৎস লইয়া অগ্নিতে জ্বালাইয়া ধূলার ন্যায় করিয়া জলের উপর ছড়াইয়া লোকদিগকে পান করাইল। পরে মূসা প্রার্থনা করিয়া ঈশ্বরকে কহিল, হে প্রভো এই লোকেরা মহাপাপ করিয়াছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাহাদিগের পাপ ক্ষমা কর ; যদি ইচ্ছা না হয়, তবে আমার নাম তোমার লিখিত পুস্তক হইতে কাটিয়া ফেল। অপর পরমেশ্বর কহিলেন, তুমি এক্ষণে যাও, তোমাকে যে দেশের বিষয় কহিয়াছি, এই লোকদিগকে সেই দেশে লইয়া যাও। যে জন আমার প্রতিকূলে পাপ করিল, তাহার নাম আমার পুস্তক হইতে কাটিয়া ফেলিব। এবং দেখ, আমার দূত অগ্রে২ যাইবে, কিন্তু আমি তাহাদের পাপের প্রতিফল অবশ্য দিব। পরে প্রভু মূসাকে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, প্রথম তক্তার ন্যায় প্রস্তরের দুই তক্তা খোদ, আর প্রথম তক্তার উপর যে২ লিখিত ছিল তাহা আমি এই দুই তক্তার উপর লিখিব। তাহা প্রাতঃকালে আমার নিকটে আন। তখন মূসা প্রভুর আজ্ঞানুসারে করিয়া পুনর্ব্বার সীনাই পর্ব্ব

তের উপর চল্লিশ দিন আহার ও জল ব্যতিরেকে থাকিত। তাহাতে পরমেশ্বর দুই তক্তার উপর নিয়মবাক্য অর্থাৎ দশ আজ্ঞা লিখিলেন।

---

২৬ দশ আজ্ঞা ভিন্ন অন্যং রাজনীত্যাদির বিষয়।

ঈশ্বর ইস্রাএলের প্রতি বিশেষং ঘোর আজ্ঞা দিলেন। গৃহ সম্বন্ধি সাধারণ কর্ম্ম ও বিবাহ ও উত্তরাধিকার ও অশুচি ভোজন ও চুরি ও বধ করণ এবং অনেকং দুষ্কর্ম্ম বিষয়ে দণ্ড স্থাপিত করিলেন: এবং যুদ্ধ করণ বিষয়ে ও পিতা ও শিষ্য ইহাদিগের আপনং শাস্ত্র বিষয় ও অনাথ ও অন্ধ এবং বধির ও দাসলোক ইহাদিগের প্রসঙ্গ ঈশ্বর স্থাপিত করিলেন। সেই আজ্ঞা সকলের মধ্যে কএক আজ্ঞা এই, তুমি বধিরকে শাপ দিও না, ও অন্ধের সম্মুখে উচ্চস্থান রাখিও না; কিন্তু তোমার ঈশ্বরকে ভয় কর: কেননা আমি প্রভু। আর বৃদ্ধং মানুষকে সম্মান কর, আর তুমি বিধবাকে ও পিতৃহীন বালককে ক্লেশ দিও না; কারণ এই, যদি তাহারা ক্লেশযুক্ত হইয়া আমাকে প্রার্থনা করে, তবে আমি তাহার প্রতিফল অবশ্য দিব। তুমি বিদেশী লোককে ক্লেশ দিও না, এবং তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না; কেননা তুমিও বিদেশী ছিলা। আর পশু ও পক্ষিগণের উপরে উপদ্রব করিও না।

ইহার পরে প্রভু মন্দির ও যাজক লোক ও উপাসনার বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন; এবং তিনি লেবি নামক এক ইস্রাএল গোষ্ঠীকে মনোনীত করিয়া যাজকেরা অধ্যাপকেরা বিচারক-

র্ত্তারা এই সকলের সভাপতি করিয়া আজ্ঞা দিলেন। তখন মূসার ভ্রাতা হারোণ ও তাহার সন্তানেরা যাজকভার পাইল। হারোণ ধর্ম্ম যাত্রা অর্থাৎ মহোৎসবেতে মহাযাজকপদে স্থাপিত হইল। মূসা এক উত্তম ভজনালয় তাম্বু স্থাপিত করিল; এবং তাহার মধ্যে স্বর্ণময় সিন্ধুকে ঈশ্বরদত্ত যে নিয়ম পত্র তাহা রাখিল। সকল নৈবেদ্য অর্থাৎ পাপ প্রায়শ্চিত্ত ও ধন্যবাদ ধারামত হউক; এবং বৃক্ষের নীচে পর্ব্বতের উপর নৈবেদ্য না হউক, ঈশ্বর এই২ আজ্ঞা দিয়াছেন। আর বৎসরের মধ্যে তিন বড় পর্ব্ব স্থাপিত হইল; প্রথম নিস্তার পর্ব্ব, দ্বিতীয় পঞ্চাশদিনের পর্ব্ব, তৃতীয় আবাসোৎসব পর্ব্ব। নিস্তার পর্ব্বে আহিব্ মাসে মিসর দেশহইতে বাহির হওন স্মরণ উৎসবাদি করিতে সাত দিনে বেতমীর রুটী খাইতে স্থাপিত হইল। তার পরে কনান দেশে শস্য সংগ্রহ কালে সীনাইর ব্যবস্থাদেওনের স্মরণার্থে পর্ব্ববিশেষ হইল। এবং আবাসোৎসব পর্ব্ব দ্রাক্ষা সংগ্রহ কালের পরে হইল। সেই পর্ব্ব সময়ে সকল মনুষ্যকে সাত দিবস কুটীরে বাস করিতে ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, সাত দিবস তোমরা কুটীরে বাস করিয়া আমার সম্মুখে আনন্দ করিবা; তোমার বংশানুক্রমে জানিবে, যে আমি পরমেশ্বর মিসর দেশহইতে বাহির করিয়া কুটীরে বাস করাইলাম, এবং আশীর্ব্বাদ দিলাম।

---

২৭ লোভকবরের বিষয়।

প্রায় এক বৎসরপর্য্যন্ত ইস্‌রাএল লোকেরা সীনাই পর্ব্বতের নিকটে থাকিল। পরে মেঘের ন্যায় স্তম্ভ নিয়মতাম্বু-

হইতে উঠিলে সকল লোক গমনের নিমিত্তে আয়োজন করিল। সকল লোকেরা প্রতিদান দেশে অর্থাৎ দুগ্ধ মধু প্রদাতৃদেশে গমন করিতে আনন্দিত হইল। কিন্তু কি ঘটনা হইল? তিন দিবস প্রস্থান করিলে পর তাহাদের ব্যগ্রতা হইলে লোকেরা ক্রন্দন করিয়া বলিল, ভক্ষণার্থে আমাদিগকে কে মাংস দিবে? মিসর দেশে যেং মৎস্য ও শস্য ও তরমুজ ও ফল ও পলাণ্ডু ও লশুন পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছিলাম, তাহা এইক্ষণে স্মরণে আসিতেছে? কিন্তু এইক্ষণে আমাদিগের প্রাণ শুষ্ক হইয়াছে, আমাদিগের দৃষ্টিতে ঐ মন্ন ব্যতিরেকে আর কিছু নাই। প্রভু লোকদের বিবাদ শুনিয়া মূসাকে বলিলেন, লোকদিগকে এই কথা কহ, পর দিনের নিমিত্তে পূর্ব্বে আয়োজন কর; কেননা তোমরা কল্য মাংস ভক্ষণ করিবা। ঈশ্বর তোমাদিগের ক্রন্দন শুনিলেন; একারণ তোমাদিগকে মাংস দিবেন, এক দিবস ও দুই দিবস নহে, বিংশতি দিবসও নহে, এক মাসপর্য্যন্ত এমত মাংস দিবেন। তাহাতে তোমরা সেই মাংস ভক্ষণ করিয়া ঘৃণাযুক্ত হইবা; যেহেতু তোমরা প্রভুর প্রতি দুঃখ জানাইয়াছ, ও তাঁহার সম্মুখে রোদন করিয়া এই কথা কহিয়াছ, কি জন্যে আমরা মিসর দেশহইতে বাহিরে আসিয়াছি। তখন মূসা প্রভুকে কহিল, যে লোকের মধ্যে আমি আছি, সে ছয় লক্ষ পদাতিক লোক; আর আপনি কহিয়াছেন, যে তাহাদিগকে মাংস দিব, যে এক মাসপর্য্যন্ত ভক্ষণ করে? তাহাতে প্রভু কহিলেন, আমার হস্ত কি সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, আমার বাক্য কি পূর্ণ হইবে না? পরে মূসা ইস্রায়েলের প্রাচীন লোকদিগকে একত্র করিলে পূর্ব্বীয় বায়ু

হইয়া ও সমুদ্রহইতে ভারুই পক্ষির পাল আসিয়া শিবির নির্গত হইয়া উভয় পার্শ্বে এক দিবসের পথপর্য্যন্ত ভূমির উপরে দুই হাত পরিমাণ উচ্চ হইয়া থাকিল। তাহাতে সকল লোক দুই দিবস ও দুই রাত্রিতে সেই পক্ষির পাল একত্র করিল; কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ লোকদিগের প্রতি প্রজ্ব-লিত হইলে তাহাদের মধ্যে অনেক২ লোক মরিল, এবং সেই স্থানে কবর দিতে হইল। এতদ্বিষয়ে সেই স্থানের নাম লোভকবর রাখিল।

---

২৮ চর লোকের বিষয়।

ইস্রাএল লোকেরা প্রান্তরে উপস্থিত হইলে মূসা কনান দেশে অনুসন্ধান করিতে প্রত্যেক বংশের এক২ জন চর প্রেরণ করিল: এবং তাহারা গমন করিয়া দক্ষিণহইতে উত্তরদিগে এপর্য্যন্ত কনান দেশে গেল। পরে এস্কল নদীর নিকট গিয়া তাহারা এক দ্রাক্ষাফল ছেদন করিল; তাহা দুই লোকে বহন করিয়া লইয়া গেল, এবং তাহারা কতক দাড়িম ও ডুমুর সেই স্থান হইতে লইয়া গেল। চল্লিশ দিবসের পর তাহারা ফিরিয়া আসিয়া ইস্রাএলের সমস্ত মণ্ডলী একত্র হইলে তাহাদিগকে সেই দেশের ফল দেখাইল। এবং বর্ণনা করিয়া বলিল, তোমরা যে দেশে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলা, আমরা সে দেশে গেলাম; নিশ্চয় সে দেশে দুগ্ধ ও মধু প্রভৃতি আছে, আর এই২ তাহার ফল। কিন্তু সে দেশের লোকেরা অত্যন্ত বলবান, আর অতি বৃহৎ প্রাচীর বেষ্টিত নগরে বাস করে। এবং আমরা অতিশয় বিশিষ্ট

ব্যক্তিকে দেখিলাম। আমরা আমাদিগের দৃষ্টিতে ফড়িঙ্গের ন্যায় ছিলাম এবং তাহাদিগের দৃষ্টিতে তদ্রূপ ছিলাম। পরে সমস্ত মণ্ডলী ভীত হইয়া উঠিয়া কহিল, হায়২ আমরা যদি মিসর দেশে মরিতাম, কিম্বা এই প্রান্তরে আমাদের মৃত্যু হইত, তবে তাহা ভাল হইত; সেই স্থানে আমাদের কি প্রত্যাগমন হইবে? আইস আমরা এক ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া মিসর দেশে ফিরিয়া যাই। তখন য়িহোশুয়া ও কালিব নামক এই দুই জন মণ্ডলীকে বলিল, ভীত হইও না, প্রভু আমাদিগের সমভিব্যাহারে থাকিয়া ঐ দেশে লইয়া যাইবেন। কিন্তু সকল লোক ঐ কথা শুনিয়া তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিতে উদ্যত হইল। তখন মণ্ডলীর আবাসে ইস্রাএল লোকের সম্মুখে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ হইল; এবং পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, এই লোক আমাকে কতকাল অবজ্ঞা করিবে? এবং তাহাদের মধ্যে এই আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইলেও তাহারা আমাকে সকল প্রত্যয় করিতে বিলম্ব করিবে? ইস্রাএল বংশ আমার প্রতিকূলে যে যে বচসা করিল, তাহা আমি শুনিলাম; তুমি তাহাদিগকে বল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি নিত্য হই, তবে আমার কর্ণগোচরে তোমরা যে কথা কহিয়াছ, আমি তোমাদের প্রতি তদ্রূপ করিব। তোমাদের বিংশতি বৎসর বয়স্ক যত ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে বচসা করিয়াছে, তাহারা এই প্রান্তরে পতিত হইবে। এবং চল্লিশ বৎসর থাকিয়া কালিব ও য়িহোশুয়া ব্যতিরিক্ত আর সকলে মরিবে; কিন্তু যে সন্তানদিগের বিষয়ে তোমরা কহিলা, যে তাহারা লুটিত হইবে, তাহাদিগকে আমি প্রবেশ করাইব; এবং যে দেশ

তাহাদের পিতৃলোকেরা তুচ্ছ করিয়াছে, তাহারা তাহা জানি
হইবে।

---

২৯ লোকের বিসম্বাদ।

কিঞ্চিৎ কাল পরে ইস্রাএল লোকেরা পুনর্ব্বার মূসা ও হারোণের বিপরীতে উঠিল। লেবি বংশের কোরা নামক এক জন, এবং রূবেন বংশের দাথান ও আবিরাম এই দুই জন, আর ইস্রাএল বংশের সভাধ্যক্ষ আড়াই শত লোক একত্র হইয়া মূসা ও হারোণকে ভর্ৎসন করিল। তাহাতে মূসা বলিল, কল্য তোমরা ধুনা লইয়া প্রভুর সম্মুখে আইস; প্রভু কারে মনোনীত করিবেন, তাহা প্রকাশ হইবে। পরে কোরা সকল লোকদিগকে একত্র করিলে পরমেশ্বর মণ্ডলীকে কহিলেন, তোমরা কোরা ও আবিরাম ও দাথানের তাম্বুর সমীপহইতে উঠিয়া যাও; কেননা আমি তাহাদিগকে এক নিমিষে নষ্ট করিব। সকল লোক দূরে গেলে পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া তাহাদিগের গৃহ ও তাহাদিগের স্ত্রীলোক ও সকল সম্পত্তি গ্রাস করিল; এবং তাম্বুহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া ধুপ নিবেদনকারি দুই শত পঞ্চাশ মনুষ্যদিগকে সংহার করিল। এই রূপে ঈশ্বর মূসাকে শাসনকর্ত্তৃপদে ও হারোণকে যাজকতাপদে স্থাপিত করিলেন। তথায় লোকেরা মূসা ও হারোণের বিপরীতে থাকিয়া কহিল, তোমরা প্রভুর লোকদিগকে নষ্ট করিয়াছ। তাহাতে প্রভু তাহাদের প্রতি ক্রোধ করিয়া মহামারীদ্বারা তাহাদিগের চতুর্দ্দশ সহস্র সপ্ত-

শত মনুষ্য নষ্ট করিলেন। পরে মুসা ও হারোণ মণ্ডলীর নি
মিত্তে প্রার্থনা করিলে মহামারী নিবৃত্তি হইল।

পরে লোকেরা প্রস্থান করিয়া সীন প্রান্তরে কাদেশ নিব
টে উপস্থিত হইয়া থাকিল। তখন ঐ স্থানে জল না পাইয়
সকল লোক মুসা ও হারোণের বিপরীতে পুনর্ব্বার বিসম্বা
করিল। তাহাতে মুসা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলে তি
আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তোমরা যষ্টি লইয়া সমস্ত মণ্ডলীকে
একত্র কর; এবং তুমি তাহাদিগের সম্মুখে পর্ব্বতকে জল
দিতে কহ, তবে জল নির্গত হইবে। মুসা ঈশ্বরের আ
জ্ঞানুসারে ইস্রাএলের মণ্ডলীকে একত্র করিয়া কহিল, হে
অত্যাচারিগণ, মনোযোগ কর, আমি কি তোমাদের নিমিত্তে
এই পর্ব্বতহইতে জল নির্গত করিব? কিন্তু মুসা পর্ব্বতকে
কিছু না কহিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া আপন হস্ত বিস্তার করিয়া
যষ্টিদ্বারা পর্ব্বতকে দুইবার আঘাত করিল; তাহাতে পর্ব্বত
হইতে অতিশয়রূপে জল নির্গত হইল, সকল মণ্ডলী ও
তাহাদের সকল পশু পান করিল। পরে প্রভু মুসা ও হারোণ
কে কহিলেন, তোমরা ইস্রাএলের সন্তানদের সম্মুখে আ
মাকে প্রত্যয় করিলা না; অতএব আমি এই মণ্ডলীকে যে
দেশ দিব, সেই দেশে তোমরা তাহাকে আনিবা না। এবং
সেই জলের নাম মিরিবা অর্থাৎ বিসম্বাদের জল, এইরূপ
জলের নাম হইল।

কিঞ্চিৎ কাল পরে ইস্রাএলের সন্তানেরা হোর পর্ব্বতের
নিকট উপস্থিত হইল; হারোণ ঐ স্থানে মরিল। আর এলি-
য়াসর হারোণের সন্তান ঈশ্বরাজ্ঞানুসারে যাজক হইল
পরে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ইস্রাএল লোকেরা এদোম

দেশ প্রদক্ষিণ করিয়া মূসাকে কহিল, কেন তোমরা আমা-
দিগকে মিসর দেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়া নষ্ট করি-
ল? কেননা এ দেশে অন্ন নাই ও জল নাই এবং এই লঘু
অন্ন আমাদিগের ভাল লাগে না। তখন পরমেশ্বর লোক-
দিগের মধ্যে অগ্নিবৎ সর্প প্রেরণ করিলেন। তাহারা তাহা-
দিগকে দংশন করিল; তাহাতে ইস্রাএলের বংশের অনেক
লোক মরিল। পরে তাহারা মূসাকে কহিল, আমরা পাপ
করিয়াছি, তুমি প্রভুস্থানে প্রার্থনা কর, এই সর্পসকল যেন
আমাদিগের নিকটহইতে লওয়া যাউক। পরে মূসা প্রার্থনা
করিলে ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তুমি এক বিষদ সর্প
পিত্তলেতে নির্ম্মিত করিয়া দণ্ডাগ্রে রাখ; তাহাতে এরূপ
হইবে যে যে ব্যক্তি সর্প দৃষ্টি করিবে, সে তৎক্ষণাৎ বাঁ-
চিবে। তখন মূসা ঐ রূপ পিত্তলের সর্প দণ্ডাগ্রে রাখিল

যে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে যে ব্যক্তি সর্প সৃষ্টি করিয়াছিল, সকলই বাঁচিল।

৩০ বালামের বৃত্তান্ত।

তাহার পর ইস্রাএল লোকেরা যাত্রা করিল; আর যে সিহোন নিকটস্থ বিষথা পর্ব্বতের শৃঙ্গে গেলে ঐ স্থানহইতে তাহারা অমোরীয়দের রাজা সিহোনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ইহা কহিল, তুমি আপনার দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে দেও। কিন্তু সিহোন অনুমতি না দিয়া আপন লোকসকল সসজ্জ করাইয়া সঙ্গে লইয়া ইস্রাএল লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহিরে গেল। পরে ইস্রাএল লোক যুদ্ধে জয়ী হইয়া সেই দেশ আক্রমণ করিল, এবং সিহোনের নগরে বসতি করিল। পরে বাশনের পথ দিয়া অগ্ নামে বাশনের রাজাকে জয় করিয়া তাহার দেশ আক্রমণ করিল। পরে ইস্রাএল যাত্রা করিয়া যিরিহোর নিকটস্থ যর্দ্দনের ওপারে মোয়াবের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল।

তখন বালাক্ নামে মোয়াবীয়দের রাজা ইস্রাএল লোককে দেখিয়া ভীত হইয়া বালামের নিকট ইহা কহিয়া দূত প্রেরণ করিল, আইস, আমাদের নিমিত্তে ইসরাএল বংশের প্রতি অভিশাপ দেও; তাহারা বলবান হইয়া আমাদিগকে যেন জয় করিতে না পারে। তুমি যাহাকে যে কথা কহ, সে কথা অবশ্য হয়, ইহা আমি জানি। তাহাতে পরমেশ্বর বালামকে বলিলেন, তুমি দূতগণের সহিত গমন করিও

না. এবং ইস্‌রাএল বংশকে অভিশাপ দিও না; কেননা তাহারা আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে বালাক রাজা পুনশ্চ অতিশয় মান্য অন্য অধ্যক্ষকে প্রেরণ করিল; এবং সেই দূতগণ বালামকে অধিক মর্য্যাদা এবং দানের প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিলে সে তাহাদের সঙ্গে গেল। কিন্তু ঈশ্বরের দূত তাহার প্রতিকূলে শত্রুস্বরূপে পথে দণ্ডায়মান হইল; এবং হস্তে খড়্গ ধারণ করিল। বালাম গর্দ্দভে আরোহণ করিল; তখন গর্দ্দভ দূতকে দেখিয়া পথের পার্শ্বে গেল। পথে ফিরিয়া আসিবার কারণ বালাম গর্দ্দভকে প্রহার করিল; যেহেতু বালাম দূতকে দেখে নাই। এবং পুনর্ব্বার গর্দ্দভ পথিমধ্যে থাকিয়া ফিরিয়া গেল; তাহাতে সে যষ্টি লইয়া গর্দ্দভকে আঘাত করিলে প্রভু গর্দ্দভের মুখব্যাদান করিলেন। তখন গর্দ্দভ বালামকে বলিল, আমি তোমার কি করিয়াছি, যে তুমি আমাকে প্রহার করিতেছ? তাহাতে বালামের চক্ষুর উন্মীলন হইলে সেই দূতকে দেখিল; এবং দূত তাহাকে কহিল, আমি তোমাকে যে কথা কহিব, তুমি বালাক রাজার নিকট গিয়া সেই কথা কহিবা। পরে বালাম বালাক রাজার নিকট গেলে তাহারা বালদেবের মূর্ত্তির উচ্চ স্থানের উপর নৈবেদ্য করিল। তখন ঈশ্বর তাহাকে যে কথা কহিয়াছেন, সেই সকল কথা বালাম প্রকাশ করিয়া বলিল, দেখ, যাহাকে প্রভু শাপ দেন নাই, তাহাকে আমি কি রূপে শাপ দিতে পারি? যাহার প্রতি প্রভু আক্রোশ করেন নাই, তাহার প্রতি আমি কি রূপে আক্রোশ করিতে পারি? দেখ, আমি আশীর্ব্বাদ করিতে আজ্ঞা পাইলাম, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, এবং আমি তাহার অন্যথা করিতে পারিব না। তখন বালাক

রাজা বালামকে বলিল, তুমি আমাকে কি কর? আমি শত্রুদিগকে শাপ দিতে তোমাকে ডাকিয়াছিলাম, তুমি তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে তিন বার আশীর্ব্বাদ করিলা; আমি তোমাকে অতিশয় সম্মান করিতে আনিয়াছিলাম, কিন্তু প্রভু তোমার সম্মানের ব্যাঘাত করিয়াছেন। তাহার পর বালাম বিদায় হইয়া আপন স্থানে গমন করিল। পরে ইস্‌রাএল লোক জয়ী হইল, এবং সকল মোয়াবীয়দের লোকদিগকে বধ করিল।

৩১ মূসার মৃত্যুর বিষয়।

যে সকল মনুষ্যকে মূসা মিসর দেশহইতে বাহিরে আনিয়াছিল, সে সকল লোকের মৃত্যু হইল। তাহাদিগের মধ্যে কেবল কালিব ও যিহোশুয়া জীবিত থাকিল; তাহারা কনান দেশ দেখিল। পরে মূসার মৃত্যু উপস্থিত হইলে প্রভু মূসাকে কহিলেন, তুমি নেবো পর্ব্বতের উপর যাও, সেই স্থানহইতে তোমাকে কনান দেশ দেখাইব, কিন্তু তুমি সে স্থানে যাইবা না; কারণ এই ইস্‌রাএলের সন্তানদের প্রতি আমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। পরে মূসা ইস্‌রাএল মণ্ডলীকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বরের উপকার স্মরণ করাইল, এবং সকল ব্যবস্থা পুনর্ব্বার প্রকাশ করিল, ও আশীর্ব্বাদ ও শাপ দেখাইল। পরে সে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ দিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিল, তোমাদিগের ভ্রাতাদের মধ্যহইতে আমার ন্যায় ভবিষ্যদ্বক্তা প্রভু উত্তোলন করিবেন; তাহার কথা তোমরা শুনিবা। তৎপরে মূসা পর্ব্বতের উপর গমন

করিলে ঐ স্থানে তাহার মৃত্যু হইল। প্রভু তাহাকে এক নিম্ন ভূমিতে কবর দিলেন। সে কবর অদ্যাপি কেহ জ্ঞাত নহে। মূসার মৃত্যুকালে তাহার বয়ঃক্রম একশত বিংশতি বৎসর ছিল; তথাপি তাহার চক্ষু লোলিত হইল না, এবং তাহার স্বাভাবিক বলহ্রাস ছিল না। কিন্তু মিসর দেশে ফিরোণের ও তাহার সমস্ত দাসদের ও তাহার তাবৎ দেশের প্রতি পরমেশ্বর যাহা করিতে মূসাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত চিহ্নে ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে ও মহা প্রবল হস্তে এবং সমস্ত ইস্রাএল বংশের দৃষ্টিতে কৃত সমস্ত মহা ভয়ঙ্কর কর্ম্মেতে পরমেশ্বর সম্মুখাসম্মুখি হইয়া যাহাকে জ্ঞাত ছিলেন, সেই মূসার মত আর কোন ইস্রাএল বংশেতে জন্মিল না।

---

৩২ য়িহোশুয়ার বিষয়।

ঐ ঘটনার পরে য়িহোশুয়া ইস্রাএলের সন্তানদিগের শাসনকর্ত্তা হইল, এবং পরমেশ্বর মূসার ন্যায় তাহার সঙ্গে থাকিলেন। মূসা যেমন ইস্রাএল লোকদিগকে সমুদ্র বিভাগ দ্বারা আনিয়া ছিলেন, য়িহোশুয়া তদ্রূপ য়র্দ্দন নদীর জল বিভাগ দ্বারা আনিল। সকল লোক নদী পারে উপস্থিত হইলে প্রভু য়িহোশুয়াকে কহিলেন, দেখ, য়িরিহো নামে নগর ও তাহার রাজাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিয়াছি। তখন প্রভুর আজ্ঞানুসারে যাজকেরা নিয়মসিন্দুক লইয়া ও তাহার অগ্রে সপ্তজন তুরী বাজাইয়া, ও সকল লোক সসজ্জীভূত হইয়া সেই নগরের প্রতি গমন করিল। ছয় দিবস

পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে সপ্তম দিবসে নগর সপ্তবার প্রদক্ষিণ হইয়া যাজক লোকেরা তুরী বাজাইল। অপর য়িহোশুয়া লোকদিগকে বলিল, চীৎকার শব্দ কর, যেহেতু প্রভু নগর তোমাদিগকে দিয়াছেন। পরে সকল লোকেরা তুরীর শব্দ এবং অতিশয় চীৎকার শব্দ শুনিলে য়িরিহোর প্রাচীর মৃত্তিকাতে কম্পিত হইয়া পড়িল। তাহাতে ইস্‌রাএল লোকেরা নগরে প্রবেশ করিল, এবং কনান দেশের লোকদিগকে নষ্ট করিল ও নগর দাহ করিল। কএক বৎসরের মধ্যে কনান দেশে একত্রিশ রাজাকে দমন করিয়া তাহাদিগের দেশ ও নগর ইস্‌রাএল লোকেরা প্রাপ্ত হইল। ইহার পর কনান দেশের পঞ্চ জন রাজা সসৈন্য হইয়া ইস্‌রাএল লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল; তাহাতে তাহাদিগের বলবান সৈন্যগণ দেখিয়া ইস্‌রাএল লোকসকল ভীত হইল। পরে প্রভু য়িহোশুয়াকে কহিলেন, ভীত হইও না, আমি কলা তোমার হস্তে অর্পণ করিব। তখন ইস্‌রাএল লোকেরা কনানদেশীয় লোকদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ

ধাবমান হইলে য়িহোশুয় চন্দ্র ও সূর্য্যকে আজ্ঞা দিয়া কহিল, শত্রুদিগকে নষ্ট করণ কালপর্য্যন্ত স্থগিত হও। তখন সেই রূপ হইল।

কনানদেশের একত্রিশ রাজাকে কএক বৎসরের মধ্যে দমন করিয়া তাহাদিগেরও নগর প্রাপ্ত হইল; তখন য়িহোশুয়া দেশকে বিভাগ করিল। রুবেন বংশ ও গাদ ও মনশীর অর্দ্ধেক গোষ্ঠী যর্দ্দন নদীর পারে অধিকার প্রাপ্ত হইল। অন্য নয় গোষ্ঠী ও মনশীর অর্দ্ধেক গোষ্ঠী যর্দ্দন নদী ও সমুদ্র ইহার মধ্যস্থানে বাস করিল। লেবির গোষ্ঠী কোন অধিকার পাইল না; কিন্তু তাহাদিগের বাসস্থান সকল দেশ হইল। কারণ তাহারা যাজক ছিল। মণ্ডলীর বাস ও নিয়মসিন্ধুক শীলো নগরে স্থির করাইল। ইহার পরে য়িহোশুয়া ইস্রাএল সন্তানদিগকে সিখিম নগরে একত্র করিল, এবং তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ দিয়া প্রভুর দয়া স্মরণ করাইল, ও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস রাখিতে অনুরোধ করিল এবং কহিল, প্রভুকে ভয় কর, এবং সরলান্তঃকরণেতে ও সত্যতাতে তাঁহার সেবা কর; অন্য দেবতার সেবার নিমিত্তে প্রভুকে ত্যাগ করিও না; তোমরা যদি অন্য দেবতাকে মান, তবে অদ্য তাহাকে মনোনীত কর, তোমরা যাহার সেবক হইবা, আমরা তাহার সেবক হইব না? কিন্তু আমি ও আমার পরিবার, আমরা প্রভুর সেবা করিব। ইহা শুনিয়া সকল লোকেরা উত্তর দিয়া কহিল, এমত মতি আমাদিগের না হউক, যে আমরা অন্য দেবতার সেবার নিমিত্তে প্রভুকে পরি ত্যাগ করিব। কিছু কাল পরে য়িহোশুয়ার মৃত্যু হইল।

৩১ বিচারকর্ত্তার বিষয়।

য়িহোশুয়ার মৃত্যুর পরে ইস্রাএল লোকেরা আপনং প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিল না; এবং তাহারা অনেক কাল অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া ঈশ্বরকে অমান্য করিল; এই কারণ প্রভু তাহাদিগকে হিংস্র লোকদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাহারা যখন অনুতাপ করিল, তখন ঈশ্বর বিচারকর্ত্তা ও প্রসিদ্ধ যোদ্ধাদিগকে উঠাইয়া তাহাদিগের উপকার করিলেন। বিচারকর্ত্তারা ইস্রাএলের লোকদিগকে শাসন করিল; কিন্তু সংযোগ না হইয়া সকল লোক রাজাকে ইচ্ছা করিল। সেই সময়ে মিদিয়ান লোকেরা তাহাদের পশুপালকদের সমভিব্যাহারে প্রান্তরহইতে আইল, ও ক্ষেত্রের ফলসকল হরণ করিয়া লইল। সপ্ত বৎসরপর্য্যন্ত এই প্রকার হইল; কেননা ইস্রাএল লোকেরা প্রাতিকূল্য করিতে পারিল না। ঐ কালে ঈশ্বর গিদিয়োন নামে মনশীবসতির এক জনকে উত্তোলন করিয়া আপন দূতদ্বারা তাহাকে বলিলেন, হে বলবান, প্রভু তোমার সঙ্গী হউন। তাহাতে গিদিয়োন বলিল, প্রভু যদি আমার সমভিব্যাহারী হন, তবে ঐ সমস্ত আমাদের ঘটিয়াছে কেন? এবং আমাদের পিতৃলোকেরা তাঁহার যে আশ্চর্য্যক্রিয়া আমাদিগকে জানাইল, তাহা কোথায়? তাহাতে প্রভু তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, এই তোমার পরাক্রমেতে গমন কর: তুমি মিদিয়ানদের হস্তহইতে ইস্রাএলকে উপকার ও ত্রাণ করিবা; কেননা আমি তোমাকে প্রেরণ করি। এবং গিদিয়োন উত্তর দিয়া কহিল, হে প্রভু, আমি কিসের দ্বারা

ইস্রাএলকে ত্রাণ করিব? মনশীর গোষ্ঠীমধ্যে আমার বংশ দরিদ্র, এবং আমার পিতার পরিবার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র; পরে প্রভু তাহাকে কহিলেন, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গী হইব; এবং তুমি এক মনুষ্যের ন্যায় মিদিয়ানদিগকে প্রহার করিবা। তখন গিদিয়োন প্রভুর আজ্ঞানুসারে আপন পিতার বালদেবের যে বেদি ছিল, তাহা ভগ্ন করিল এবং তাহার নিকটস্থ চৈতবৃক্ষ ছেদন করিল। কিন্তু অকুতোভয়ে ক্রিয়ার বিষয়ে সমস্ত নগরবাসি লোকেরা অতি ক্রোধান্বিত হইয়া গিদ্দিয়োনকে বধ করিবার নিমিত্তে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহাতে সে বলিল, তোমরা বালদেবের নিমিত্তে কি উত্তর প্রত্যুত্তর কহিবা? সে যদি ঈশ্বর হয়, তবে আপনার প্রত্যুত্তর করুক। পরে আপনার আহ্বান ঈশ্বরহইতে হইল কি না, এরূপ নিশ্চয় হওনের নিমিত্তে এক চিহ্ন দিতে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া বলিল, আমি এক মেষের চিহ্ন লোম ভূমিতে রাখিব, এবং সে লোম যদি শিশির হয়, এবং সমস্ত ভূমি যদি শুষ্ক থাকে, তবে আমি জানিব, যে আপনি আপন বাক্যানুসারে আমার হস্তের দ্বারা ইস্রাএলকে নিস্তার করিবেন। এবং পর দিবস প্রত্যূষে উঠিয়া ঊর্ণাচিহ্নহইতে এক বাটী শিশির নিঙ্গড়াইয়া ফেলিল। তাহাতে গিদিয়োন আরো প্রার্থনা করিয়া বলিল, আমি যদি পুনরায় নিবেদন করি, আমার প্রতি প্রভুর ক্রোধ না হউক: সমস্ত ভূমির উপর শিশির হইয়া ঊর্ণা উপরিমাত্র শুষ্ক থাকাও। তখন ঈশ্বর ঐ রাত্রিতে এই প্রকার করিলেন, যে ঊর্ণা গুচ্ছোপরি শুষ্ক ছিল, আর সমস্ত ভূমির উপর শিশির ছিল। গিদিয়োন ইস্রাএলের লোকদিগের

নিকটে দূতদিগকে পাঠাইলে বত্রিশ হাজার ব্যক্তি আইল; কিন্তু গিদিয়োন ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে যে যে ভয়ার্ত্ত সে সে ফিরিয়া যাউক এই কথা প্রকাশ করিলে, বাইশ হাজার মনুষ্য সৈন্যকে ত্যাগ করিল। তাহাতে প্রভু গিদিয়োনকে কহিলেন, লোক এখনপর্য্যন্তও অধিক আছে; তাহাদিগকে জলসমীপে আন, এবং সেই স্থানে আমি তাহাদিগের পরীক্ষা লইব, আর ইস্‌রাএল লোকেরা জ্ঞাত হইবে যে তাহাদের সৈন্য নহে, আমি তাহাদিগের রক্ষা করিব। এবং সে এমত হইল যে কেবল তিন শত মনুষ্য গিদিয়োনের সঙ্গে থাকিল। পরে ঐ তিন শত লোক দল ত্রয় করিয়া ভাগ করিল, এবং প্রত্যেক জনের হস্তে এক২ তূরী ও ঘটের মধ্যে এক প্রদীপ দিল এবং তাহা মিদিয়ানদের সৈন্য তিন দিগে ঘেরাণ করিল, এবং তূরী বাজাইয়া ও ঘট ভাঙ্গিয়া ও প্রদীপকে উঠাইয়া সমস্ত লোক "প্রভুর ও গিদিয়োনের তলয়ার" এই কথা কহিয়া চীৎকার করিল। তাহাতে মিদিয়ানেরা অতি ভয়ার্ত্ত হইয়া আপন২ লোককে বধ করিল এবং তাহাদিগের সমস্ত সৈন্য পলায়ন করিল। পরে গিদিয়োন দূতদিগকে পাঠাইলে ইফ্রাইম পর্ব্বত-হইতে ইস্‌রাএল লোকেরা মিদিয়ানদের পশ্চাৎ২ দৌড়িয়া গিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিল, ও তাহাদের অনেক পশু ও দ্রব্যাদি অপহরণ করিল। পরে গিদিয়োন জয়কারী হইয়া ফিরিয়া আইলে ইস্‌রাএল তাহাকে রাজা করাইতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু গিদিয়োন বলিল, এমন না হউক, ঈশ্বর কেবল তোমাদের প্রভু হইবেন।

৩৪ রূথের বিবরণ।

বিচারকর্ত্তাদের সময়ে কনানদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া বৈৎলহম নগরহইতে এলিমেলেক নামে এক জন আপন স্ত্রী নয়মী ও দুই সন্তানের সঙ্গে ময়াবিতীয়দের দেশে গেল; এবং সেই স্থানে থাকিয়া তাহার দুই সন্তান আর্পা ও রূথ নামে ময়াবিতীয়দের দুই কন্যা বিবাহ করিল। কিন্তু অল্প কাল পরে এলিমেলেক ও তাহার দুই সন্তান মরিল; এবং নয়মী দরিদ্র ও বিধবা হইয়া আপন পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া কনান দেশে গেল। সে নয়মী আর্পা ও রূথ আপন দেশে থাকিতে বলিলে আর্পা তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু রূথ কহিল, তোমাকে ছাড়িয়া যাওনের বিষয় আমাকে মিনতি করিও না; কেননা তুমি যে স্থানে যাইবা, আমি সেই স্থানে যাইব; তোমার লোক আমার লোক, তোমার ঈশ্বর যিনি, তিনি আমার ঈশ্বর। তখন নয়মী ত্যাগ করণের বিষয় আর কথা কহিল না। তাহারা গিয়া বৈৎলহম নগরে উপস্থিত হইল। সেই স্থানের লোকেরা নয়মীকে দেখিয়া মানামান করিয়া বলিল, তুমি কি নয়মী? সে বলিল, আমাকে নয়মী অর্থাৎ হর্ষযুক্ত বলিয়া ডাকিও না। কিন্তু আমার নাম মারা অর্থাৎ শক্তিজনক রাখিও; কেননা আমার ক্লেশ অতিশয় হইল। আমি পরিপূর্ণ হইয়া বিদেশে গিয়াছিলাম, ঈশ্বর শূন্যহস্তে পুনর্ব্বার বাটীতে আনিয়াছেন। নয়মী যব কাটনের আরম্ভে বৈৎলহমে উপস্থিত হইলে রূথ শীষ কুড়াইতে ক্ষেত্রেতে গেল, এবং ঈশ্বর তাহাকে পথে এমন প্রদর্শন করাইলেন, যে সে এলিমেলেকের জ্ঞাতি বোয়স এক

জনের অধিকারস্থ এক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। পরে বোয়স আপনার শস্যচ্ছেদকদিগের নিকট গিয়া এবং রুথকে দেখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এ কন্যা কাহার? এবং সে নয়মীর পুত্রবধূ হয়, তাহা শুনিয়া সে রুথের সহিত প্রীতিপূর্ব্বক এই কথা কহিল, তোমার স্বামির মরণের পর তোমার শাশুড়ির প্রীতি কি প্রকার ব্যবহার করিতেছ তাহা আমি জানি; ইস্রাএলের ঈশ্বর যাহার নিকট আশ্রয় লইতে আসিয়াছ, তিনি তোমার ক্রিয়ার প্রতিফল দিবেন। তাহাতে বোয়স আপনার দাস লোকদিগের ময়াবিতীয়দের কন্যার প্রতি প্রীতি করিতে ও তাহার জন্যে অনেক২ শস্য ফেলিতে আজ্ঞা দিল। পরে রুথ বাটীতে গিয়া আপন শাশুড়িকে সে সকল বিবরণ কহিল। তখন নয়মী বলিল, জীবতের ও মৃতদের প্রতি কি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, তাহার বিষয়ে ঈশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ দেউন। ফল কাটনের সময় প্রতিদিন রুথ বোয়সের ক্ষেত্রে শীষ কুড়াইতে গেল। তাহাতে বোয়স তাহার উত্তম ব্যবহার দেখিয়া তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল। ইস্রাএল দেশে এমন রীতি ছিল, কোন ব্যক্তি সন্তান না হইয়া মরিলে তাহার স্ত্রীকে তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতার বিবাহ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। এই ব্যবহার বিবেচনা করিয়া নয়মী রুথকে উপদেশ দিল; এবং রুথ ইস্রাএল লোকদিগের আচারানুসারে বোয়সের সহিত গেল, এবং ফল কাটনের সময়ের পর তাহাদের বিবাহ সম্পূর্ণ হইল। সে দরিদ্র ময়াবিতীয়দের কন্যা দায়ূদ নামে বড় রাজা তাহার পিতার পিতামহী হইল। রুথের সন্তান ওবেদ, তাহার সন্তান যিশয়, এবং যিশয় দায়ূদ রাজার পিতা হইল।

৫৫ এলী ও শিমুয়েলের বিষয়।

ইস্‌রাএলের দেশে শান্তি হইলে এলী নামে বড় মহাযাজক বিচারকর্ত্তা হইল। সেই সময়ে ঈশ্বরের নিয়মসিন্ধুক শীলো নগরে স্থির হইলে ইস্‌রাএল লোকের আরাধনা করিবার নিমিত্তে ঐ স্থানে একত্র হইল। সেই লোকদের মধ্যে এক মনুষ্য ও তাহার স্ত্রী বৎসরে২ প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে আইল। কিন্তু হানা নামে ঐ স্ত্রীর পুত্র না হওয়াতে অতি দুঃখিতা হইয়া মণ্ডলীর তাম্বুর নিকট প্রার্থনা করিতে গেল। যাজক দীর্ঘ সময় তাহার মুখচালন দেখিয়া এবং শব্দ না শুনিয়া বলিল, তুমি কতক্ষণ মাতাল হইয়া থাকিবা? তাহাতে হানা আপন ক্লেশ ও প্রার্থনার প্রয়োজন তাহাকে কহিলে এলী বলিল, কুশলে যাও, এবং তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা ইস্‌রাএলের ঈশ্বর তোমাকে দিউন। তাহাতে হানা উঠিয়া গেল, এবং আর বিলাপ করিল না; কেননা প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন। পরে প্রভু তাহার আরাধনা সম্পূর্ণ করিয়া তাহাকে এক পুত্র

দিলেন; হানা তাঁহার নাম শিমুয়েল রাখিল, অর্থাৎ ঈশ্বর-হইতে প্রাপ্ত। কএক বৎসর পরে তাহার পিতামাতা তাহাকে শীলোতে পূজার সময়ে আনিল, এবং সে যাজক নিকট উপদেশ পাইবার নিমিত্তে থাকিল; কেমনা তাহার মাতা ঈশ্বরকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। বৎসরং সে বালকের পিতামাতা শীলোতে আসিয়া তাহার যথার্থ ব্যবহার দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। এবং অল্পকাল পরে ঈশ্বর আপনি তাহাকে ভবিষ্যদ্বক্তা করিলেন। হপি ও পিনেয়স যাজকের দুই পুত্র দুষ্ট মনুষ্য; এই প্রযুক্ত ঈশ্বরের পূজা স্থান তাহারদিগের পাপি ব্যবহারদ্বারা অপবিত্র হইল; এলী তাহাদিগকে চেতনা দিলে তাহারা আজ্ঞা পালন করিল না, কিন্তু তাহাদের পিতা এলী তাহাদিগকে শাস্তি না দিলে তাহারা প্রতিদিন আরও অধিক দুষ্ট হইল।

শিমুয়েল বড় হইয়া প্রভুর উদ্দেশে সেবা করিল। এক রাত্রি সময়ে ঈশ্বর তাহাকে ডাকিলেন, হে শিমুয়েল; শিমুয়েল এলীর ঐ কথা বুঝিয়া উঠিল ও তাহার নিকটে গেল; কিন্তু এলী ডাকিয়াছিল না। পরে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয় বার প্রভু বালকের প্রতি এমত বলিয়াছেন; এলী তাহা জানিয়া শিমুয়েলকে কহিল, প্রভু যদি তোমাকে পুনর্ব্বার ডাকেন, তবে তুমি কহিবা, হে প্রভো, কহুন, আপনকার দাস শ্রবণ করিতেছে। শিমুয়েল যাইয়া স্বস্থানে শুয়িলে প্রভু আরবার শিমুয়েল শিমুয়েল বলিয়া ডাকিলেন। তাহাতে সে উত্তর দিয়া কহিল, হে প্রভো, কহুন, আপনকার দাস শ্রবণ করিতেছে। তখন প্রভু কহিলেন, দেখ আমি ইস্রাএল দেশে এক কার্য্য করিব, তাহাতে তৎশ্রবণকারি প্রত্যেকের

ঝনং করিবে; আমি এলী ও তাহার বংশের দণ্ড করিব; কেননা তাহার পুত্রেরা আপনাদিগকে অধম করিলে সে তাহাদিগকে নিষেধ করিল না।

পরে প্রাতঃকালে এলী শিমুয়েলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রভু কি বিষয় তোমার প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন? আমাকে কিছুই গোপন করিও না। শিমুয়েল ভয়যুক্ত হইয়া তথাপি সমস্ত বিবরণ কহিতে লাগিল। তখন এলী কহিল, তিনি প্রভু, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহা তিনি আমার প্রতি করুন। কিছুকাল পরে ইস্রাএল ফিলিষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিলে তাহারা পরাজিত হইল; তাহাতে ইস্রাএলদের অধ্যক্ষেরা ছিন্নভিন্ন সৈন্যদিগের পুনর্ব্বার একত্র করিয়া সাহস দিবার জন্যে প্রভুর নিয়মসিন্ধুক আনিতে আজ্ঞা করিল। এলীর দুই পুত্রেরা নিয়মসিন্ধুক শিবিরের মধ্যে আনিল; কিন্তু ফিলিষ্টীয়েরা তাহা শুনিয়া আপন সৈন্যদিগকে আরো বলবান করিল এবং তাহাদের যুদ্ধেতে এমন মহামারী হইল, যে ইস্রাএল সৈন্যদের ত্রিশ হাজার মরিল। সেই সময়ে এলী সমাচার পাইবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হইয়া বাহিরে যাইয়া পথের পার্শ্বে বসিল। তখন শিবিরহইতে একজন দূত আইলে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আমার পুত্র, সৈন্যস্থানে কি হইতেছে? তাহাতে সে বলিল, ইস্রাএল ফিলিষ্টীয়দের সম্মুখহইতে পলাইয়াছে, আর বুঝি তোমার দুই পুত্র মরিয়াছে, এবং ঈশ্বরের সিন্ধুক ধরা পড়িয়াছে। এলী তাহা শুনিয়া আশঙ্কায় চৌকিহইতে পশ্চাৎ দিগে পড়িলে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল। তৎপরে ফিলিষ্টীয়েরা ঈশ্বরের সিন্ধুক লইয়া আস্তরনগরে গমন করিল; পরে

তাহাকে ডাগণ নামক তাহাদিগের দেবালয় মন্দিরের মধ্যে রাখিল। পরদিবস প্রাতে আসিয়া তাহাদিগের দেবদেবী ভগ্নমস্তক ও হস্তভগ্ন হইয়া ভূমিতে পড়িয়াছে দেখিল এবং আস্তরবাসি লোক সকলের উপর ঈশ্বরের কঠিন হস্তপীড়িত হইয়া মরবেতে মরিতে২ দেখিল। পরে ঈশ্বরের সিন্দুক এক দিক্রমে আনা গেলে তথায়ও মরক উপস্থিত হইল. কিন্তু ফিলিষ্টীয়েরা সে সিন্দুক তাহাদিগের মধ্যে থাকিতে কুশল হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া সাতমাস পরে সে সিন্দুক ইস্রাএলদিগকে ফিরিয়া দিল। পরে ইস্রাএল লোকেরা বিংশতি বৎসরপর্য্যন্ত ফিলিষ্টীয়দের শাসনে নিগৃহীত হইল এবং ঐ কালের পরে তাহারা তাহাদিগের পিতৃলোকের ঈশ্বর সেবা করিতে পরামর্শ করিল। ফিলিষ্টীয়দের নিগ্রহহইতে প্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন এবং তাহাদিগের নগর সকল পুনর্ব্বার অধিকার করাইলেন ও তাহাতে শিমুয়েল ফিলিষ্টীয়দের সীমাতে এক প্রস্তর স্থাপিত করিয়া তাহার উপর এবেন-এসর অর্থাৎ এই অবধি প্রভু আমাদিগের উপকার করিয়াছেন ইহা লিখিল। এবং শিমুয়েল ইস্রাএলের অধ্যক্ষ হইয়া যথার্থ বিচার করিল।

---

৩৬ শিমুয়েল ও শাউলের বিষয়।

শিমুয়েল বৃদ্ধ হইয়া স্বয়ং বিচার করণের ক্ষমতা না থাকাতে তাহার সন্তানদিগকে প্রধান করিল কিন্তু তাহারা লোভি হইয়া তাহার পিতার ন্যায় নিষ্ঠা বিচার করিল না। ইস্রাএল লোকেরা ইহা দেখিয়া সমস্ত প্রধানেরা এক দিবস রামাই

নগরে আসিয়া শিমুয়েলকে কহিল, সকল ইস্রাএল লোকেরা বিচারকর্ত্তার পরিবর্ত্তে এক জন রাজা ইচ্ছা করে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে শিমুয়েল বিরক্ত হইলে ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি তাহাদের কথা শুন ও তাহাদের মত কর; কেননা তাহারা তোমাকে ত্যাগ করে নাই, কিন্তু আমাকেই ত্যাগ করিয়াছে যে আমি তাহাদের উপর আর প্রভুত্ব না করি। ঐ সময়ে বিন্যামীন বংশের কীসনামে এক জনের গর্দ্দভ হারাইয়া গিয়াছিল; তাহাতে সে শাউল নামক তাহার পুত্রকে এক দাসের সহিত তাহাকে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইল। অনেক দিবসপর্য্যন্ত নগরান্ত অন্বেষণ করিয়া রামাইর নিকট আইলে দাস শাউলকে বলিল, আমরা নগরে যাইয়া শিমুয়েলকে প্রশ্ন করি। এবং শাউল শিমুয়েলের নিকটবর্ত্তী হইলে প্রভু শিমুয়েলকে কহিলেন, দেখ যাহার বিষয় আমি বলিয়াছি যে আমার লোকদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, সে জন আসিতেছে। শাউলের জিজ্ঞাসা করণের পূর্ব্বে শিমুয়েল কহিল, তোমাদের গর্দ্দভের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইবা না; কেননা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইস্রাএলেরা তোমার প্রতি কি ইচ্ছা করে? কিন্তু শাউল ঐ কথা বুঝিতে পারিল না। এবং পর দিন যখন শাউল যাইতে চাহিল, শিমুয়েল এক পাত্র তৈল লইয়া তাহার মস্তকে ঢালিয়া দিল, এবং চুম্বন করিয়া বলিল, প্রভু তোমাকে রাজা রূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন, ইহা জানহ। শাউল বাটীতে ফিরিয়া গিয়া যেপর্য্যন্ত শিমুয়েল না প্রকাশ করিল, কাহাকে কিছুই কহিল না। অল্পকাল পরে সকল লোক একত্র করিলে শিমুয়েল তাহার নূতন রাজাকে তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিল। পরে যখন শাউল লোকদিগের

মধ্যে দাঁড়াইল, তখন তাহারা তাহাকে অতি বড়ই দেখিল পরে সমস্ত লোক চীৎকার করিয়া বলিল, রাজার জীবন হউক। এবং মহিমা ও যুদ্ধেতে শাউল বড় ভাগ্যবান হইয়া ইস্‌রাএল লোকদিগকে আমোনীয়দের হস্তহইতে উদ্ধার করিল এবং তাহার বীরত্ব দ্বারা সকল লোক উপকৃত হইল। শাউল কতক কাল রাজত্ব করিলে পর তাহার মন অভিমানাসক্ত হইয়া আমোনীয়দের সহিত রণের পর ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করিল; এবং লোকসকল ও পশুসকলকে বধ না করিয়া হোম করিতে ইচ্ছা করিল। তখন শিমুয়েল ঈশ্বরের আজ্ঞাদ্বারা আদেশিত হইয়া শাউলের নিকট গেল, এবং তাহাকে তাহার কর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে শাউল কহিল, প্রভু যাহা আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা আমি সম্পূর্ণ করিলাম; কিন্তু শিমুয়েল তাহাকে এই ভর্ৎসনা করিল, ঈশ্বর বলিদান ও হোমেতে অধিক তুষ্ট নহেন, কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা মানাতে অধিক তুষ্ট থাকেন। দেখ, তাঁহার আজ্ঞা মানন হোম করণহইতে আরও উত্তম; এবং আজ্ঞা লঙ্ঘন ও ডাকিনী চালন ও দেবতার্চ্চন আরও ঘোর পাপ। তৎপরে শাউল এই প্রকার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে লাগিল, তাহাতে ঈশ্বরের আত্মা তাহার সঙ্গ ছাড়িল।

---

৩৭ দায়ুদ মেষরক্ষক হওনের বিষয়।

ঐ ঘটনার পর প্রভু শিমুয়েলকে বৈৎলহম নগরে যাইতে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন, য়িশয়নামক ওবেদের পুত্রের নিকট যাও; কেননা তাহার সন্তানদের মধ্যে এক জনকে রাজা করিতে

ইচ্ছা করি। শিমুয়েল বৈৎলহম নগরে বলি উৎসর্গ করিলে য়িশয় আপন পুত্রদিগকে আহ্বান করিল। আর য়িশয় সাত পুত্রকে আনিলে প্রত্যেকের উপর দৃষ্টিপাত করিবা-মাত্র শিমুয়েল জ্ঞাত হইল যে ঈশ্বর ইহাদিগের কাহাকেও মনোনীত করেন নাই। তখন শিমুয়েল জিজ্ঞাসা করিল, এই কি তোমার সকল পুত্র? সে উত্তর করিল, সর্ব্বকনিষ্ঠ এ-খানে নাই; সে ক্ষেত্রেতে মেষের সহিত আছে। এবং তাহা-কে সম্মুখে ডাকিয়া আনিলে তাহার সুবদন দেখিলে প্রভু শিমুয়েলকে কহিলেন, উঠ, ইহাকে তৈলাক্ত কর; কেননা ইহাকে আমি ডাকাইলাম। শিমুয়েল সেই সময়ে তাহাকে তৈলেতে মর্দ্দিত করিল, এবং ঈশ্বরের আত্মা তাহার উপর আসিয়া রহিল। পরে দায়ুদ আপন পালের নিকট ফিরিয়া গেল, কিন্তু শাউল ভূতাত্মাদ্বারা বিকৃত হইতে লাগিল। তখন সে আজ্ঞা করিল, যে বাদক আমাহইতে ভূতাত্মা নির্গত করিতে পারে এমন এক জন অন্বেষণ কর,। তখন দাসেরা বলিল, য়িশয়ের পুত্র দায়ুদ চালাক যোদ্ধা এবং বীর মনো-হর যুবক আছে, আমরা কি তাহাকে ডাকিব? পরে শা-উল তাহাকে আনিতে আজ্ঞা দিলে সে উপস্থিত হইল। শাউল তাহাকে গ্রহণ করিল এবং তাহাকে অস্ত্রবহ করিল। অল্পকাল পরে ফিলিষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ হইলে দায়ুদ বৈৎ-লহমে পুনরায় ফিরিয়া গেল; কিন্তু তাহার ভ্রাতারা শাউ-লের সঙ্গী হইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল; তাহাতে য়িশয় পুত্রদিগের সম্বাদ জানিবার কারণ দায়ুদকে সৈন্য স্থানে পাঠাইল। সে নিকটবর্ত্তী হইয়া দুইপক্ষ সৈন্যের যুদ্ধের উ-দ্যোগ দেখিল। তখন ফিলিষ্টীয়দের মধ্যহইতে এক রাক্ষস

আসিয়া কহিল, ইস্‌রাএলের মধ্যে যুদ্ধযোগ্য যে হয় সে আমার সহিত যুদ্ধ করুক। ঐ যুদ্ধের বিষয়ে ইস্‌রাএল সকল লোক ভীত হইলে শাউল রাজা স্বীকার করিয়া বলিল, যে ব্যক্তি রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাকে আমার কন্যার সহিত বিবাহ দিব। দায়ুদ ঐ পুরস্কার আকাঙ্ক্ষী না হইয়া কেবল আপন লোকের জন্যে মনোদুঃখিত হইল; কারণ তাহাদের কোন ব্যক্তি ঐ ফিলিষ্টীয়ের সঙ্গে রণ করিতে উদ্যোগী ছিল না। পরে দায়ুদ রাজার নিকটে গিয়া বলিল, আমি ঐ রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিব। কিন্তু রাজা বলিল, তুমি সেই ফিলিষ্টীয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহ; কেননা তুমি বালক এবং সে যুবকাল অবধি যোদ্ধা; তাহাতে দায়ুদ উত্তর দিল, আমি যখন আপন পিতার মেষ রক্ষা করিতে ছিলাম, তখন আমি এক সিংহ ও এক ভালুককে মারিয়া ফেলিলাম, অতএব যে ঈশ্বর সেই সিংহ ও ভালুক হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন, তিনি এই ফিলিষ্টীয়ের হস্তহইতে আমাকে রক্ষা করিবেন। পরে শাউল আপনার সজ্জাদ্বারা দায়ুদকে সাজাইয়া তাহার মস্তকে পিতলের শিরস্ত্র ও গাত্রে বর্ম্ম দিল; কিন্তু দায়ুদ তাহা ত্যাগ করিয়া কেবল আপনার লড়ি হাতে লইল, এবং নদীহইতে পাঁচখানি চিকণ পাতর লইয়া আপন ঝুলিতে রাখিল, এবং ঐ ফিলিষ্টীয়ের নিকটে গেল। পরে রাক্ষস তাহাকে দেখিয়া অতি ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল, আমি কি কুকুর যে তুমি লড়ি হাতে করিয়া আমার কাছে আসিতেছ? আমি তোমার মাংস শূন্যের পক্ষি ও প্রান্তরের পশুদিগকে খাওয়াই। তাহাতে দায়ুদ উত্তর দিল, তুমি খড়্গ বর্শা

শূল লইয়া আমার কাছে আসিতেছ; কিন্তু তুমি যে সৈন্যা-ধ্যক্ষ প্রভু ঈশ্বরকে তুচ্ছ করিতেছ, সেই ইস্রাএল ঈশ্বরের নামে আমি তোমার নিকটে আসিতেছি। পরে ঐ ফিলিষ্টীয় দায়ূদের নিকটে যাইতেছে; ইতিমধ্যে দায়ূদ আপন ঝুলি-হইতে একখান পাতর বাহির করিয়া তাহা ঘুরাইয়া এমত ছুড়িল, যে ফিলিষ্টীয়ের কপালে বসিয়া গেল; তাহাতে সে অধোমুখ হইয়া ভূমিতে পড়িল। পরে দায়ূদ দৌড়িয়া গিয়া তাহারি খড়্গ লইয়া তাহার মস্তক ছেদন করিল। তাহাতে ফিলিষ্টীয়েরা আপনার ঐ বীরের মৃত্যু দেখিয়া পলাইল; এবং ইস্রাএলেরা তাহাদিগকে তাড়াইতে২ পশ্চাৎ২ চলিল। তৎ-পরে দায়ূদ ফিলিষ্টীয়ের মস্তকসুদ্ধ শাউলের নিকটে আ-সিলে সে তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে যুব, তুমি কাহার পুত্র? দায়ূদ কেবল এই উত্তর করিল, আমি তোমার দাস বৈৎলহ-মীয় যিশয়ের পুত্র। অপর শাউলের সহিত তাহার কথো-পকথন সাঙ্গ হইলে শাউলের পুত্র য়োনাতন দায়ূদকে আপন প্রাণের তুল্য প্রেম করিতে লাগিল; এবং তাহার সঙ্গে এক নিয়ম করিয়া আপন গাত্রবস্ত্র খড়্গ ধনুক ও কটিবন্ধপর্য্যন্ত তাবৎ আপনার শরীরহইতে খুলিয়া তাহাকে দিল। আর শা-উল দায়ূদকে যোদ্ধাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিল।

---

৩৮ দায়ূদের তাড়না বিষয়।

যখন দায়ূদ ফিলিষ্টীয়দিগকে বধ করিয়া ফিরে আসিতে-ছিল, তখন স্ত্রীলোকেরা গীত বাদ্য করত পরস্পর কহিল, শাউল সহস্র লোককে বধ করিয়াছে, কিন্তু দায়ূদ অযুত

লোককে। এই বাক্যেতে শাউল অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হই-
য়া কহিল, ইহারা দায়ুদকে অযুতের ও আমাকে কেবল
সহস্রের কথা কহিল; ইহাতে রাজ্যব্যতিরেকে তাহার আর
কি হইতে পারে? ঐ দিবসাবধি শাউল দায়ুদের প্রতি কু-
দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। এক দিবস
দায়ুদ শাউলের সহিত বীণা বাদ্য করিতেছিল: সেই সময়ে
শাউল আপন বর্ষা ফেলিয়া তাহাকে মারিল। তাহাতে
দায়ুদ দুইবার সরিয়া গেল। পরে শাউল দায়ুদকে ফিলি-
ষ্টীয়দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইল; তাহার আশয়
এই যে তাহাদিগের হস্তে এ মরে, কিন্তু প্রভু তাহার স-
হায় ছিলেন, এবং তাহাকে রক্ষা করিলেন। দায়ুদ ফিরিয়া
আইলে শাউল তাহার গৃহে লোক পাঠাইল যে কোন-
রূপে নির্জ্জনে তাহাকে বধ করে; কিন্তু শাউলের কন্যা দায়ু
দের স্ত্রী ইহা জানিয়া প্রেমপ্রযুক্ত গবাক্ষ দ্বারদিয়া গৃহ-
হইতে বাহির করিয়া দিল। পরে দায়ুদ পলায়ন করিয়া
রামাই নগরে গেল, শাউল ইহা শুনিয়া দায়ুদকে আনিতে
অনেক দূতগণ পাঠাইল। তাহারা রামাই নগরে গিয়া ভবি-
ষ্যদ্বাক্য শুনিলে ঈশ্বরাত্মা তাহাদিগের উপর আবির্ভাব হ
ইল: তৎপ্রযুক্ত তাহারা দৈবকথা কহিতে লাগিল, অন্য
দুই সম্প্রদায় পাঠাইলে তাহাদেরও এই রূপ ঘটিল: অব-
শেষে শাউল রাজা স্বয়ং আইলে সেও ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল;
এই প্রকারে ঈশ্বর দায়ুদকে উদ্ধার করিলেন। তখন দায়ুদ
রামাইহইতে পলায়ন করিয়া ফিলিষ্টীয়দের রাজার কাছে
গমন করিল, কিন্তু রাজপুত্রগণের ঈর্ষাপ্রযুক্ত অতিকষ্টে
তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। তখন দায়ুদ ইস্রাএল দেশে কি-

রিয়া আইলে পর য়োনাতন রাজপুত্র আপন পিতার সহিত তাহার মিল করাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল; কারণ এই শাউল নিষ্কপটে কহিল, সে অবশ্য মরিবে। পরে য়োনাতন ও দায়ুদ উভয়ে এক বন্ধুতার নিয়ম করিল। দায়ুদ প্রস্থান করিয়া য়িহূদী দেশের পর্ব্বতের মধ্যে থাকিল। অল্পকাল পরে এক দল ছয়শত লোক দায়ুদের সঙ্গে একত্র হইল এবং অনেক বৃদ্ধ ও স্ত্রী ও বালক দায়ুদের সঙ্গী হইয়া শাউল রাজার যন্ত্রণার ভয়ে দায়ুদের নিকট আইল। শাউলের ক্রোধ দায়ুদের প্রতি এমত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে দায়ুদকে যে প্রধান যাজক অন্নবস্ত্র দিয়া ছিল তাহাকে ও অন্য চৌরাশী যাজকদিগকে বধ করিতে আজ্ঞা দিল এবং তাহাদিগের নগর ও স্ত্রী পুত্রও নষ্ট করাইল।

যাজকদিগের বধ করণের অল্পকাল পরে শাউল তিন সহস্র মনোনীত লোকদিগের সহিত য়িহূদী পর্ব্বতে দায়ুদকে ধরিতে গেল। তখন এক দিবস এমন হইল যেস্থানে দায়ুদ ও তাহার সঙ্গিগণ লুকাইয়া আছে সঙ্গিগণ দায়ুদকে কহিল, দেখ, এই সময়ে শাউল সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া রহিল, ঈশ্বর তোমার শত্রুকে তোমার হস্তগত করিয়াছেন; কিন্তু দায়ুদ উত্তর করিল, ঈশ্বর এরূপ মতি না দেন, যে আমাদিগের হস্তাঘাত আমার রাজার উপর হয়, পরে তিনি নিঃশব্দে গিয়া শাউলের জামার একাংশ কাটিয়া লইল। অপর শাউল বাহিরে গেলে দায়ুদ ডাকিয়া কহিল, হে রাজন, আমার প্রভু অদ্য তোমাকে আমার হস্তগত করিয়াছেন, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম; হে পিতঃ, দেখ তোমার জামার একাংশ আমার হস্তে আছে। পরে শাউল

রাজা ঐ কথা শুনিয়া কান্দিয়া কহিল, তুমি আমাহইতে আরো যাথার্থিক, আমি জানি তুমি রাজা হইবা; একারণ তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমার পিতৃগোষ্ঠী তুমি নষ্ট করিবা না। দায়ুদ তাহার মনোগত কহিলে শাউল ঘরে ফিরিয়া গেল; কিন্তু অল্পকাল পরে রাজা পুনরায় তাহার মন্দ চেষ্টা করিয়া প্রান্তরে গিয়া শিবির করিল। পরে দায়ুদ ও অবিনের নামে এক ব্যক্তি উভয়ে শিবিরের মধ্যে রাজার শয়ন স্থানের নিকটে গেল এবং তাহার বর্ষা ও জলপাত্র নিঃশব্দে লইয়া ফিরিয়া আইল। পরে দূরস্থ হইয়া এক পর্ব্বতের উপর উঠিয়া হে অবিনের২ বলিয়া ডাকিল; এবং শাউলের সৈন্যাধ্যক্ষ অবিনের উঠিয়া কহিল, তুমি কে যে রাজার প্রতি ডাক দিতেছ? তখন দায়ুদ উত্তর করিল, তুমি কি এক জন শস্ত্রধারী ইস্‌রাএলী নহ? তবে তোমার রাজাকে কেন রক্ষা না করিয়াছ? কেননা একজন তোমার রাজাকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে আসিয়াছিল; এই দেখ, রাজার বর্ষা ও জলপাত্র আছে। রাজা কহিল, এ কি আমার পুত্র দায়ুদের বাক্য নহে? দায়ুদ উত্তর করিয়া কহিল, হাঁ মহারাজ, এই আমার বাক্য? তুমি কি জন্যে আমার পশ্চাৎ ধাবমান?। আমি কি করিয়াছি? আমার হস্তে কি দোষ আছে? তুমি প্রবল জাল লইয়া এক পক্ষিকে ধরিতে আসিয়াছ? শাউল কহিল, আমি পাপ করিয়াছি, হে, পুত্র ফিরিয়া আইস, আর আমি তোমার মন্দ করিব না। কিন্তু দায়ুদ তাহার কথা বিশ্বাস না করিয়া কহিল, এক যুবককে প্রেরণ কর, বর্ষা ও জলপাত্র লইয়া যাউক। তাহার পরে দায়ুদ শাউলকে আর দেখিল না।

৩৯ শাঊলের মৃত্যু হওন।

ঐ সকল ঘটনার পরে দায়ুদ শাঊলের হস্তে মরিবে এই শঙ্কাপ্রযুক্ত তাবৎ সৈন্য সঙ্গে লইয়া ফিলিষ্টীয় দেশে চলিয়া গেল; এবং গাদ দেশের আকিম নামে রাজা দায়ুদকে বাস করিবার নিমিত্তে সিকলাক নগর দিল; এবং দায়ুদ ও তাহার সঙ্গিগণ এক বৎসর ছয় মাস ঐ স্থানে থাকিল। ঐ কালের মধ্যে ফিলিষ্টীয়েরা ইস্রাএল লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সকল সৈন্য প্রস্তুত করিল; তাহাতে আকিম দায়ুদকে কহিল, তুমিও আমাদিগের সহিত যাইবা; কিন্তু অন্য রাজারা তাহাতে অসম্মত হইল। অতএব দায়ুদ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে সিকলাক নগর দগ্ধ হইয়াছে এবং স্ত্রী লোক ও অন্যং লোকদিগকে বদ্ধ করিয়া আমালিকের লোকেরা লইয়া গিয়াছে। পরে দায়ুদ ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া কহিল, আমি কি শত্রুদিগের পশ্চাৎ যাইয়া ধরিব? তাহাতে ঈশ্বর কহিলেন, যাও, আমি তোমার শত্রুদিগকে তোমার হস্তগত করিব। দায়ুদ এবং তাহার সৈন্য কোন স্থানে বিশ্রাম না করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ গেল, সমস্ত রাত্রি পর্য্যটন করিয়া প্রাতঃকালে শত্রুর নিকট পঁহুছিয়াছিল। এবং দায়ুদ তাহাদিগকে আহ্লাদযুক্ত দেখিয়া হঠাৎ তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদিগের দল বল ভঙ্গ করিয়া লুঠের সামগ্রী ফিরিয়া লইল। ঐ সময়ে ফিলিষ্টীয়দের সহিত ইস্রাএল লোকদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল এবং ইস্রাএল লোকসকল পরাজিত হইলে য়োনাতন ও তাহার দুই ভ্রাতা মরিল। তখন শাঊল ইহা দেখিয়া আপন

আর দ্বারা আপনি মরিল। দায়ুদ সিক্‌লাক নগরে ফিরিয়া আসিয়া ইস্‌রাএল লোকের পরাভব ও শাউলের মৃত্যু এই সমাচার শুনিল। আর আমালিকেদের একজন যুদ্ধের পর যুদ্ধ স্থানে গিয়া দেখিল যে শাউল রাজা মরিয়াছে ইহা দেখিয়া সে তাহার মুকুট ও বাজু লইয়া দায়ুদকে দিতে গেল, দায়ুদ রাজা হইলে আমি পুরস্কার পাইব এই আশয়ে কহিল আমি রাজাকে বধ করিয়াছি। কিন্তু ইহা শুনিয়া দায়ুদ দুঃখিত হইল এবং বস্ত্র চিরিয়া কহিল, প্রভুর অভিষিক্তকে নষ্টকরণার্থে আপন হস্ত বিস্তারিত করিতে তুমি কি ভীত ছিলা না? তোমার রক্তপাতের পাপ তোমার মস্তকে থাকুক; যে হেতু তোমার মুখ তোমার বিপরীত সাক্ষ্য দিয়াছে। এবং দায়ুদ সে মানুষকে বধ করিতে আজ্ঞা করিল। ইহার পরে আপন লোকের সহিত ইস্‌রাএল দেশে ফিরিয়া হেব্রন্‌ নগরে বাস করিল। আর অল্পকাল পরে য়িহুদার গোষ্ঠী তাহাকে রাজা করিল; কিন্তু অবিনের নামে শাউলের এক সৈন্যাধ্যক্ষ শাউলের পুত্রকে লইয়া ইস্‌রাএলের অন্য গোষ্ঠীর প্রতি রাজত্ব করাইল। কতক কাল পরে শাউলের পুত্র আপন লোকদ্বারা বধ হইলে দায়ুদ সমস্ত ইস্‌রাএল লোকের উপর রাজা হইল।

৪০ দায়ুদের রাজা হওন বিষয়।

যে মেষরক্ষক ছিল সে এখন রাজা হইল, কিন্তু তাহার মন বিকৃত হইল না। সে বীণা বাদ্য তুলিল ... আপনার গীত ... স্মরণ করিলে সমস্ত দুঃখিত লোকেরদের

দূর হয়, আর মন অতিশয় আহ্লাদিত হয়। সে পূর্ব্বে এই চিন্তা করিয়াছিল, যে ঈশ্বরের মন্দির সুন্দররূপে স্থাপন করিব, এবং প্রভুর নিয়মসিন্ধুক য়িরূশালম নগরে স্থাপিত করিব। অতএব য়িরূশালম নগর অগ্রে জয় করা কর্ত্তব্য হইল; কেননা তাহাতে য়িহোশুয়ার মৃত্যুর পর এককালপর্য্যন্ত য়িবুশী লোকদের অধিকার ছিল। দায়ুদ ঐ নগর জয় করিলে পর তাহার গড় আরো শক্ত করিয়া তাহা দেশের রাজধানী করিল; এবং আপনার মহিমা বিস্তার করিয়া ঐ দেশ আরো বৃদ্ধি করিল। তাহার সীমা পশ্চিমে সমুদ্র পূর্ব্বে ফরাৎ নদী উত্তরে ডামাস নগর দক্ষিণে মিসর দেশপর্য্যন্ত ছিল। ইস্রাএল লোকেরা দাউদের শাসনে অতি সুখী ছিল; কেননা সে ন্যায় ও ধর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিত: তাহার ব্যবহার সকল পরাজিত লোকেরও প্রতি সুন্দররূপে ছিল, সুরিয়া ও এদমিয়া ও মোয়াবীয়দের ও ফিলিষ্টীয়দের এই সকল লোকের প্রতি ভাল ব্যবহার করিল এবং কোন দৌরাত্ম্য করিল না। ক্রমে২ দায়ুদ ধর্ম্মবিষয়ে অল্প মনোযোগী হইল; ঐ কালে কামাভিলাষ তাহার মন আকর্ষণ করিল; একারণ সে ঘোরতর পাপ করিল। এক দিবস আপন গৃহহইতে অন্য গৃহে উঠিয়া বৎশেবা নামে কোন স্ত্রীকে দেখিয়া দায়ুদের মন তাহাতে আসক্ত হইল। এই রূপ কামনা করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে এ কিরূপে আমার স্ত্রী হইবে। পরে যোয়াব নামে আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা দিল যে উড়িয়াকে সেনার সম্মুখে রাখ, তাহাতে সে হত হইবে। শাউল যখন দায়ুদকে হত করিতে অন্বেষণ করিল, ঈশ্বর তাহাকে অনেকবার রক্ষা করিয়া-

ছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া এই রূপ আসক্ত হইল যে উ-
ড়িয়ার বধেতে মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিল। এবং সে এক
বর্ষপর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করত থাকিল।

তৎপরে প্রভুর আদেশিত নাতান নামে ভবিষ্যদ্বক্তা দায়ু-
দের নিকট আসিয়া বলিল, শুন, দুই জন এক নগরে বাস ক-
রিতেছিল: একজন ধনী আর এক জন দরিদ্র। ধনির অনেক
মেষ ও মহিষ ছিল, দরিদ্রের এক মেষের বাচ্ছা ছিল; সেই
বাচ্ছা তাহার সঙ্গে ভোজন করিত এবং পাত্রহইতে পান
করিত ও ক্রোড়ে শয়ন করিত। এক দিবস ঐ ধনবানের
বাটীতে কুটুম্ব আইলে সে আপন মেষদিগকে বধ না করিয়া
ঐ দরিদ্রের মেষের বাচ্ছা বধ করিয়া রন্ধন করিল। তা-
হাতে দায়ুদ ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল, যদি ঈশ্বর থাকেন,
তবে ঐ ব্যক্তি অবশ্য মরিবে। তখন নাতান কহিল, তুমি
সে ব্যক্তি। আরো কহিল, ইস্‌রাএলের ঈশ্বর এমত কহি-
তেছেন, আমি তোমাকে ইস্‌রাএলের রাজ্যে অভিষিক্ত করি-
লাম, এবং শাউলের হস্তহইতে কতবার রক্ষা করিলাম, তুমি
কেন ঈশ্বরের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া এমত দুষ্কর্ম্ম করিতেছ?
তুমি আমালিকেদের অস্ত্র দ্বারা উড়িয়াকে বধ করিয়া তাহার
স্ত্রীকে আপন স্ত্রী করিয়াছ। তখন দায়ুদ অনুতাপপূর্ব্বক
আপন পাপ স্বীকার করিয়া বলিল, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে
বড় পাপ করিয়াছি। তাহাতে নাতান দায়ুদকে কহিল, ঈশ্বর
তোমার পাপক্ষমা করিবেন, তুমি মরিবা না; কিন্তু তোমার
দুষ্কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরের শত্রুদিগের নিন্দা করিয়াছ, এজন্যে তো-
মার এই পুত্র মরিবে। দায়ুদ এইরূপ পাপের ঘোরতর দণ্ড
বুঝিয়া সাত দিন উপবাসী থাকিয়া আপন পুত্র বাঁচাইবার

কারণ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। ঐ সময়ে দায়ূদরাজা আপন পাপমোচনের বিষয়ে অনেক গীত লিখিয়াছে; তাহার মধ্যে এক গীতে এই কথা কহিয়াছে, "হে ঈশ্বর, দয়া করিয়া আমাকে কৃপা কর, আপন পরম স্নেহানুসারে আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমার পাপ আমাহইতে নিঃশেষে ধুইয়া ফেল। ঐ পাতকহইতে আমাকে পরিষ্কার কর; কেননা আমি অপরাধ স্বীকার করি ও পাপ আমাতে নিত্য আছে। কেবল তোমারি বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি এবং তোমার সাক্ষাতে দোষ করিয়াছি। হে ঈশ্বর, আমার অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করিয়া দেও, এবং আমার আত্মাকে পুনর্ব্বার শুদ্ধ কর"। সপ্তাহের পর সন্তান মরিয়াছে ইহা শুনিয়া দায়ূদ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নান ও তৈল মর্দ্দন করিয়া মন্দিরে গিয়া আনন্দিত মনে ঈশ্বরকে পূজা করিয়া বলিল, "হে আমার মন, ঈশ্বরের প্রশংসা কর; এবং আমার অন্তরস্থ সকলই,

ঈশ্বরের পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর। হে মন, তিনি তোমার পাপমোচন কর্ত্তা এবং তোমার সকল রোগ দূরকর্ত্তা আর তোমার প্রাণকে বিনাশ হইতে উদ্ধারকর্ত্তা ও স্নেহ ও কৃপারূপ মুকুট ভূষণধারী মনুষ্যের দিন তৃণবৎ, সে ক্ষেত্রের ফুলের ন্যায় প্রফুল্ল; তাহার উপর বায়ু বহিলে তাহার কিছুই থাকে না। সে কোথায় ছিল, তাহার চিহ্নও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আপন ভয়কারিদের প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ আদ্যোপান্ত আছে: এবং যাহারা তাঁহার নিয়ম পালন করে ও তাঁহার আজ্ঞা মনে রাখিয়া পালন করে, তাহাদের নিকটে তাঁহার ধর্ম্ম বংশানুক্রমে আছে"।

৪১ দায়ুদের বালক আব্সলোমের বৃত্তান্ত।

ক্রমেং দায়ুদ রাজা অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিল। রাজপুত্র আব্সলোম আপন ভ্রাতাকে বধ করিয়াছে ইহা শুনিয়া দায়ুদ তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইল। পরে আব্সলোম ইহা জানিয়া আপন পিতার সিংহাসন লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল; এবং ধূর্ত্ততার দ্বারা প্রজাদের মন আপন পক্ষে লওয়াইল। পরে হেব্রননগরে আবসলোম আপনকে রাজা খ্যাত করাইল, দায়ুদ রাজা ইহা শুনিয়া ভয়েতে অমাত্য ভৃত্য লইয়া পলায়ন করিল। সেই সময়ে রাজা য়িরূশালম ত্যাগ করিয়া জিতবৃক্ষ পর্ব্বতের পথে উঠিল এবং আপনি ও সঙ্গিলোকেরা রোদন করিল। অপর শাউল বংশের শিমি নামে একজন তাহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া অভিশাপ দিল। ইহা দেখিয়া শুনিয়া অবিশয় নামক এক

ব্যক্তি রাজাকে নিবেদন করিল, আমি তাহার মস্তক ছেদন করি ? তাহাতে রাজা কহিল, তাহাকে থাকিতে দেও, সে শাপ দেউক, কেননা প্রভু তাহাকে আজ্ঞা দিয়াছেন। পরে দায়ুদ মহনয়িম নামে এক গড়ে বাস করিল, আর আব্সলোম যিরূশালমে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আপন পিতার বিরুদ্ধে অনেক কুমন্ত্রণা ও কুব্যবহার করিল। তখন অনেক বিশ্বস্ত লোক দায়ুদের নিকটে আসিলে তাহার সৈন্যদল পুষ্ট হইল। এবং তাহারা সকলে একত্র হইয়া যোয়াব নামে সেনাপতিরে লইয়া রাজপুত্র আব্সলোমের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল; কিন্তু দায়ুদকে বলিল, তুমি আমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইও না। পরে যাত্রা সময়ে দায়ুদ আজ্ঞা করিল, যে তোমরা আমার পুত্র আব্সলোমের প্রতি দয়াপূর্ব্বক আচরণ করিও। পরে দুই পক্ষ সৈন্য এফ্রাইমের নিকট একত্র হইলে ভয়প্রযুক্ত আব্সলোমের সৈন্যেরা পরাজিত হইল। আব্সলোম স্বয়ং পলায়ন করিতেছিল, কেশ একটা বৃক্ষেতে বাধিল, এবং তাহার বাহন গর্দ্দভ তাহাহইতে চলিয়া যাওয়াতে সে উদ্বন্ধনে রহিল। তৎ সময়ে একজন সৈন্য আব্সলোমের ঐ দুর্দ্দশা দেখিয়া গিয়া যোয়াবকে বলিল। যোয়াব কহিল, কেন তাহাকে বধ করিলা না ? সে উত্তর করিল, তুমি যদি সহস্র মুদ্রা দেও, তথাপি রাজপুত্রের গাত্রে আঘাত করিতে পারিব না, কেননা আমি শুনিলাম রাজা এই আজ্ঞা দিল, যে সাবধান, যুবকের প্রতি কোন আঘাত না হয়। পরে তোমার সঙ্গে কথাতে আর বিলম্ব করিতে পারি না, ইহা বলিয়া যোয়াব তিন অস্ত্র লইয়া গিয়া

রাজপুত্রের বক্ষস্থলে আঘাত করিল, তাহাতেই রাজপুত্র মরিল।

সে এই যুদ্ধ জয়ের সংবাদ শুনিয়া দায়ুদ আহ্লাদিত না হইয়া বরং পুত্রের মৃত্যুতে অতি শোকাকুল হইয়া কান্দিতে লাগিল, হে পুত্র আব্‌সলোম, যদি ঈশ্বর এমত করিতেন, যে তুমি না মরিয়া আমি মরিতাম। কিন্তু তাহার মৃত্যুতে যিরূশালম নগরে সমস্ত ইস্‌রাএল লোকের পরমাহ্লাদিত হইল। এবং যিহুদা গোষ্ঠীর লোকেরা জয় গান করত দায়ুদকে যিরূশালমে লইয়া গেল। এই ঘটনার পর দায়ুদের জীবনপর্য্যন্ত ইস্‌রাএল রাজ্য সমৃদ্ধ হইল।

---

৪২ ইস্‌রাএল লোকদিগের মরক হওন বিষয়।

আব্‌সলোমের মৃত্যুর পর রাজার মন্দকারি অন্য এক ব্যক্তি ইস্‌রাএলের মধ্যে গণ্ডগোল করিতে লাগিল। বিন্যামীন

বংশের সেবা নামে এক জন উপস্থিত হইয়া দায়ুদের প্রা- তিকূল্যে কহিল, দায়ুদের গোষ্ঠীর সহিত আমাদের কি সম্পর্ক? প্রত্যেক জাতি আপনাদের বিষয় শাসন করুক। য়িহুদা গোষ্ঠী ব্যতিরিক্ত অন্য গোষ্ঠীরা তাহার অনুগামী হইল, কেবল য়িহুদা গোষ্ঠীরা দায়ুদ রাজার প্রতি বিশ্বাস রাখিল। যোয়াব নামে দায়ুদের সেনাপতি কিছু কালের পরে আপন সৈন্যদল পূর্ণ করিল; পরে দায়ুদের স্বগোষ্ঠীর মধ্যে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। যোয়াব দায়ুদের আদনিয়া নামক এক পুত্রকে রাজা করিতে ইচ্ছা করিল। দায়ুদ এই মন্ত্রণা জ্ঞাত হইয়া আপনার শলিমান নামক পুত্রকে রাজ্য দিতে স্থির করিল। পরে দায়ুদ রাজা রাজবিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধ নিমিত্তে আপন লোকদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষাইতে মনস্থ করিল; কিন্তু তাহা যে শাস্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধ দায়ুদ ইহা বিবেচনা না করিয়া আপন সেনাপতিকে সঙ্গি- সৈন্যদের সঙ্খ্যা করিতে আজ্ঞা দিল। যোয়াব নয়মাস পর্য্য- টন করিয়া একাদশ গোষ্ঠীর সঙ্খ্যা লিখিয়া রাজার নিকটে দিল. রাজা তাহা দেখিয়া মনে দুঃখী হইল; কারণ আপনার পাপের নিমিত্ত অনুতাপ জন্মিল। পরে ঈশ্বর গাদ নামে ভবিষ্যদ্বক্তাকে দায়ুদের নিকটে প্রেরণ করিয়া ইহা কহিতে আজ্ঞা দিলেন, তিন বিষয় আমি তোমাকে দিতে উদ্যত আছি; তাহার মধ্যে এক বিষয় তুমি মনোনীত কর। সেই তিন এই, তোমার দেশে সাত বৎসর দুর্ভিক্ষ, কিম্বা তোমার শত্রুহইতে পরাজিত হইয়া তিনমাস পর্য্যন্ত পলায়ন, কিম্বা তোমার দেশের মধ্যে তিন দিবসপর্য্যন্ত মারক। ইহাতে দায়ুদ বিবেচনাসিদ্ধ এই কহিল, আমরা এইক্ষণে

অত্যন্ত ভীত হইয়াছি; বরং ঈশ্বরের হাতে পড়ি সে ভাল, কিন্তু মনুষ্যের হাতে পড়িতে না হয়। তাহাতে প্রভু মারক পাঠাইলে শত সহস্র মনুষ্য মরিল। পরে যমদূত যখন যিরূশালম নগর উচ্ছিন্ন করিতে হস্ত বিস্তার করিল, ঈশ্বর কহিলেন, ইহাই প্রচুর: এইক্ষণে তোমার হাত সম্বরণ কর। তাহাতে দূত সেইপর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইল। দায়ুদ সেই স্থানে ঈশ্বরের নিমিত্তে এক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া নৈবেদ্য দিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিল। পরে রাজা ব্যবস্থানুসারে লেবির বংশহইতে ছয় সহস্র ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া ইস্‌রাএল লোকের এবং লেবির অন্য লোকদিগকে মন্দিরের পরিচর্য্যা ও ঈশ্বরপূজা করণার্থে ও বিষয় বিচারার্থে নিযুক্ত করিল। তাহাদের মধ্যে চারি সহস্র লোক গায়ক ও বাদক ছিল: তাহার প্রধান যিদূথুন আর হেমন হইল।

৪৩ শলিমান্ রাজার বিষয়।

ঈশ্বরের সেবা স্থাপনার্থে দায়ুদ রাজার যে রূপ প্রথমে চিন্তা হইয়াছিল, সেই রূপ শেষপর্য্যন্ত থাকিল। পরে দায়ুদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সেই সকল প্রধান স্থানের প্রধানদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের সমক্ষে দায়ুদরাজা আপন পুত্র শলিমান্‌কে রাজকর্ম্ম করিতে এবং ঈশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিল; এবং মন্দির করিতে অনেক২ ছবি ও রৌপ্য স্বর্ণপাত্র এবং লোহ তাম্র পিত্তল দিল। চল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত রাজকর্ম্ম করিয়া দায়ুদ মরিল। পরে শলিমান্ রাজা হইলে প্রজারা অতিভাগ্যযুক্ত হইল;

এবং দ্রাক্ষা ও অন্যান্য বৃক্ষের ফল নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎকাল পরে এক রাত্রিতে ঈশ্বর শলিমান্‌রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা আমার স্থানে প্রার্থনা কর। তাহাতে শলিমান্‌ কহিল, হে প্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমি আপন দাসকে আমার পিতার পদে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছ, কিন্তু আমি যুবক, আমার তাদৃশ বিবেচনা নাই? অতএব তোমার মনোনীত লোকদের নগরবর্ত্তী হইয়া কি রূপে বিচার করিব; এ কারণ আপন দাসকে এমত বুদ্ধিযুক্ত মন প্রদান করুন, যে আমি ভদ্রাভদ্র নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি। শলিমানের এই কথাতে প্রভু তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া কহিলেন, কেবল এই বিষয়ে প্রার্থনা করিলা: কিন্তু আপনার দীর্ঘ জীবন এবং শত্রুর প্রাণ ও ধন প্রার্থনা কর নাই, অতএব আমি তোমার সকল তোমার কথানুসারে করিয়াছি, দেখ, আমি তোমাকে এমত জ্ঞান দিয়াছি যে তোমার তুল্য বুদ্ধিমান্‌ তোমার পূর্ব্বে কেহ ছিল না, এবং তোমার পরেও তোমার তুল্য কেহ হইবে না; এবং তুমি যাহা প্রার্থনা কর নাই, তাহাও আমি দিব, অর্থাৎ ধন সম্মান এ রূপ দিব, যে এতৎ কালীন রাজবর্গের মধ্যে তোমার তুল্য আর কেহ না থাকে। ঈশ্বরের কথানুসারে শলিমান্‌ রাজার সে সকল সম্পূর্ণ হইল, তাহার ধন সম্মান এমত হইল যে তাহার সদৃশ সংসারে অন্য কোন রাজা ছিল না। শলিমান্‌রাজা বাণিজ্য নিমিত্তে অনেক নৌকা নানা দেশে পাঠাইয়া নানা বিধ দ্রব্য আনয়ন করিতে লাগিল; এবং দূরদেশ হইতে অনেক২ রাজা তাহাকে দেখিতে ও তাহার জ্ঞানকথা শুনিতে আগমন করিল; শলিমানের হিতোপদেশ অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলের

নিমিত্তেই অদ্যাবধি প্রচার আছে। কিন্তু এমন বিশিষ্ট জ্ঞানী হইয়াও শলিমান্ দুষ্কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত হইল না; যেহেতু নানাদেশীয় নানাজাতীয় রাজাদিগের কন্যা গ্রহণ করিল এবং তাহাদিগকে স্বিকশালয়ে আনিল, ও তাহাদের দেব দেবী সকল লইয়া রাখিল: এবং ঐ সকল স্ত্রীর প্রেমের বশীভূত হইয়া বিকৃত মন হইল।

৪৪ ইস্‌রাএল রাজ্যের বিভাগের বিষয়।

শলিমান্ রাজার মৃত্যুর পর এক নূতন রাজা স্থাপন করিতে সকলে উদ্যত হইল। শলিমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র রিহবিয়াম উত্তরাধিকারী: রাজ্যাধিকারে তাহারি স্বত্ব, কিন্তু প্রজাসকল তাহাকে মনোনীত করিল না, এবং তৎকালে এমত কোন ব্যবস্থাও লিখিত ছিল না, যে রাজার পুত্রই রাজা হইবে। পরে লোকসকল শিখিম নগরে একত্র হইলে রিহবিয়াম রাজার ন্যায় সেই স্থানে উপস্থিত হইল তাহার দৌরাত্ম্য আবহ্বান বুঝিয়া প্রজাসকল ভীত হইয়া প্রতিনিধি পাঠাইয়া এই কথা জানাইল, যে তোমার পিতা আমাদিগের দাসত্ব ভারি করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি যদি কিঞ্চিৎ লঘু কর, তবে তোমার চাকরি করিব। তাহাতে রিহবিয়াম সভাসদ্ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর করিল, আমার পিতা তোমাদিগের দাসত্ব ভারি করিয়াছেন, আমি আরো ভারি করিব, আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলী আমার পিতার কটিদেশ হইতেও স্থূল হইবে; আমার পিতা তোমাদিগের কোড়া দ্বারা যন্ত্রণা দিয়াছেন, আমি যদ্দ্বারা অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় অর্থাৎ বিছা দ্বারা যন্ত্র-

না দিব। রিহবিয়াম বুঝিয়াছিল, যে এই কথায় লোকসকল ভীত হইয়া আমাকে সমাদর করিবে; কিন্তু তাহারা সমাদর না করিয়া বরং আরো বিরক্ত হইয়া কহিল, রিহবিয়ামের সহিত আমাদিগের কি সম্পর্ক? ইস্‌রাএলে অন্য ২ ব্যক্তি আছে, তাহাদের মধ্যে মনোনীত এক ব্যক্তিকে আমরা রাজা করিব। পরে দশ গোষ্ঠীরা রিহবিয়ামকে পরিত্যাগ করিয়া প্রধান সেনাপতি য়ারবিয়ামকে রাজা করিল। আর দুই গোষ্ঠী রিহবিয়ামের পক্ষে থাকিল, এইরূপে ইস্‌রাএল রাজ্য দুই ভাগ হইল। পরে রিহবিয়াম শিখমহইতে য়িরূশালম নগরে ফিরে আইলে য়িহুদা ও বিন্যামীন এই দুই গোষ্ঠীরা ইস্‌রাএলের অন্য দশ বংশের সহিত যুদ্ধকরণার্থ একত্র হইল; কিন্তু ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা এই কথা কহিলেন, তুমি আপনার বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইও না, তোমরা সকলে ঘরে ফিরিয়া যাও, কেননা তাহারা যাহা করিল সে আমার আজ্ঞামতে। পরে সকল লোকেরা প্রভুর আজ্ঞানুসারে চলিয়া গেল। কিন্তু য়ারবিয়াম ঈশ্বরে আস্থা রাখিল না; সে বুঝিল, লোকসকল য়িরূশালমে পূজা করিতে গিয়া আমাকে ত্যাগ করিবে ও রিহবিয়ামের বশীভূত হইবে; এ কারণ সে স্বর্ণের দুই গোবৎস নির্ম্মাণ করাইয়া বৈথেল নগর ও দান নগরের এক২ স্থানে একএককে স্থাপন করিল; এবং লোকদিগকে কহিল, এই তোমাদিগের দেবতা, ইহাকে পূজা কর। পরে এক দিবস য়ারবিয়াম বেদির হোম করিতেছিল, এইকালে ঈশ্বর এক দূত পাঠাইলেন, সে বেদির প্রতিকূলে ডাকিয়া কহিল, হে বেদি, হে বেদি, য়োশিয়ানামে একজন দায়ুদের বংশ আসিবে এবং তোমার উপর অগ্নি জ্বালাইয়া মনু-

য্যের অস্থি দগ্ধ করিবে। রাজা এই কথা শুনিয়া আপন হস্ত বিস্তার করিয়া কহিল, ইহাকে ধর; কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাজার হস্ত শুষ্ক হইল। এবং বেদি বিস্তীর্ণ হইয়া তাহাহইতে ভস্ম নির্গত হইল। তখন রাজা ভীত হইয়া দূতকে কহিল, আমার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে মিনতি কর; এবং দূত তাহা করিলে রাজার হস্ত পূর্ব্বমত হইল। তখন রাজা তাহাকে কহিল, আমার সঙ্গে আইস; তুমি যে কর্ম্ম করিলা, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার তোমাকে দিব। সে কহিল, তাহা হইবে না; কারণ ঈশ্বর আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন, তুমি সেই স্থানে ভোজন পান করিও না; পরে সে প্রস্থান করিল। অনন্তর বৈথেল নগরে বৃদ্ধ এক ভবিষ্যদ্বক্তা ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ গমন করত তাহাকে ডাকিয়া কহিল, হে ঈশ্বরের মনুষ্য, আমাকে দর্শন দিয়া আমার সঙ্গে আমার ঘরে গিয়া ভোজন পান কর, কেননা ঈশ্বর আমাকে এই আজ্ঞা দিলেন; কিন্তু এই মিথ্যা কথা কহিল। তাহাতে সেই দূত তাহার বাটীতে গিয়া পান ভোজন করিল। পরে ফিরিয়া যাওন সময়ে এক সিংহ তাহাকে নষ্ট করিল; কিন্তু তাহাকে ভক্ষণ না করিয়া সেই শবের উপর দাঁড়াইয়া থাকিল, কারণ এই যে ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘনের উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে, সকল লোকে জানিতে পারে। পথিকেরা তাহা দেখিয়া গ্রামে গিয়া সকল লোকের নিকট প্রকাশ করিল। তাহা শুনিয়া প্রধান২ আচার্য্যেরা আসিয়া ঐ শব লইয়া কবর দিল। এইরূপ দেখিয়াও য়ারবিয়াম পাপকর্ম্মে ক্ষান্ত হইল না। এবং তাহার রাজত্বের সময়ে ইস্রাএল লোকেরা অনেক২ পাপ করিতে লাগিল। বাইশ বৎসরের পর য়ারবিয়াম রাজা মরিল

এবং তাহার পাপ ও কুকর্ম্মের নিমিত্তে তাহার সমুদায় গোষ্ঠী মরিল। তৎপরে ইসরাএল রাজ্যের মধ্যে এক রাজদ্রোহের পর অন্য রাজদ্রোহ উপস্থিত হইল অর্থাৎ একজন রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিলে অন্যজন তাহাকে সবংশে নষ্ট করিয়া রাজা হইল, এবং অন্য ব্যক্তি তাহাকে নষ্ট করিল। এইরূপ অনেক রাজবিদ্রোহ ও বিশেষরূপে দেশে২ দেবপূজা হইতে লাগিল. এবং সমস্ত দেশে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল।

৪৫ এলিয়া ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয়।

আহাব নামে ইস্রাএলের রাজা পাপ কর্ম্ম এবং দেবপূজা দ্বারা পূর্ব্ব রাজগণহইতে অধিক কুব্যবহার করিল. এবং তাহার স্ত্রী ইসেবল নামে সিদোনের রাজকন্যা আপন দেবতার নিমিত্তে অনেক সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইল এবং সূর্য্যদেব ও বালদেবের নিমিত্তে এবং অস্তরৎ চন্দ্রদেবের পূজার নিমিত্তে চারি শত পঞ্চাশ জন যাজক নিযুক্ত করিল। তাহারা বৃক্ষের তলায় ও পর্ব্বতের উপর আপনাদের দেবতার প্রীত্যর্থে বলিদান করিল। রাজা সত্য ঈশ্বর পূজকদিগকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল, এবং প্রভুর ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের বধ করিল; কিন্তু এক মন্ত্রী ঈশ্বরের ভয়প্রযুক্ত বিরলে একশত ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে পলায়নের উপায় বলিয়া দিল; এবং তাহাদিগকে গুপ্তস্থানে গোপনে রাখিয়া প্রতিদিন তাহাদের ভোজনের সামগ্রী পাঠাইয়া দিতে লাগিল। এই সময়ে এলিয়া ভবিষ্যদ্বক্তা রাজার সম্মুখে আসিয়া কহিল,

ইস্রাএলের ঈশ্বর যদি জীবৎ থাকেন, তবে এই কএক বৎসর শিশিরপাত কিম্বা বৃষ্টি হইবে না; কিন্তু আমার বাক্যানুসারে হইবে। প্রভুর কথা সমাপ্ত হইলে এলিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কিরীট নদীর নিকটে লুকাইয়া থাকিল; তাহাতে কাকেরা তাহাকে আহারীয় দ্রব্য যোগাইল; এবং সে নদী হইতে জলপান করিতে থাকিল। কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ নদী শুকাইয়া গেলে প্রভু এলিয়াকে কহিলেন, তুমি সারেপাত নগরে গিয়া বাস কর, তথায় তোমার প্রতিপালনার্থে এক বিধবাকে আজ্ঞা দিলাম। তাহাতে সে নগরের দ্বারের নিকট আসিয়া এক কাঙ্গালিনী বিধবাকে ঘুঁটা কুড়াইতে দেখিল এবং তাহাকে কহিল, আমাকে কিছু জলপান করাও; তাহার যাওন কালে এলিয়া ডাকিয়া কহিল, আমার নিমিত্তে এক গ্রাস রুটীও আনিও। তখন সে স্ত্রী কহিল, ঈশ্বর জানেন, আমার ঘরে একখানি রুটীও নাই, কেবল একমুষ্টি ময়দা ও তৈল আছে, আমি গিয়া তাহা রন্ধন করিয়া খাইয়া আমরা প্রাণধারণ করিব, পশ্চাৎ মরিব। এলিয়া উত্তর করিল, ভয় করিও না, যাইয়া প্রথমে রন্ধন করিয়া আমার নিমিত্তে এক খান রুটী আন, পরে তোমার ও তোমার পুত্রের কারণ রন্ধন করিও; কেননা প্রভু এমত আজ্ঞা দিলেন, যে তোমার পাত্রের ময়দা ও জালার তৈল সেই কালপর্য্যন্ত ফুরাইবে না, যে কালপর্য্যন্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে জলবর্ষণ না করিবেন। এলিয়া এক বৎসরপর্য্যন্ত ঐ বিধবার ঘরে থাকিল এবং পাত্রের ময়দা ও জালার তৈল সেইপর্য্যন্ত ফুরাইল না। তিন বৎসর ছয় মাস এইরূপ দুর্ভিক্ষের পর ঈশ্বর এলিয়াকে কহিলেন, আহাব রাজার নিকট যাইয়া তাহাকে কহ, আমি এই-

ক্ষণে জলবর্ষণ করাইব। আহাব রাজা তাহাকে কহিল, তুমি কি ইস্রায়েলের লোকের প্রতি এত ক্লেশ দিয়াছ? তাহাতে এলিয় উত্তর করিয়া কহিল, আমি ইস্রাএল লোকের দুঃখের কারণ নহি, তুমি এবং তোমার বংশ প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে এবং দেবতার পশ্চাদ্বর্ত্তী হওয়াতে এই ইস্রাএল লোকের দুঃখ দিয়াছ। পরে রাজা এলিযার শাজ্ঞানুসারে ইস্রাএলের সকল লোকদিগকে এবং যাজক দিগকে কার্মেল্ পর্ব্বতের উপর একত্র করিল; তাহাতে এলিয়া লোকদিগকে এই কথা কহিল, তোমরা কতকাল দুই মতাবলম্বী হইয়া সন্দেহ থাকিবা; যদি প্রভু ঈশ্বর হন্, তবে তাঁহার অনুগামী হও; আর যদি না হন, তবে তাঁহার অনুগামী হইও না।

তাহাতে লোকসকল তাহাকে এক কথারও উত্তর করিল না। তখন এলিয়া আরো কহিল, প্রভু ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের মধ্যে আমি কেবল আছি, আর এখন চারি শত পঞ্চাশ আচার্য্যেরা; দুই মহিষ আমাকে দেও, আমি ও তাহারা কুণ্ডের উপর উৎসর্গ করি, কিন্তু কেহ তাহাকে অগ্নি দিবে না, তোমরা তোমাদিগের ঈশ্বরকে আহ্বান কর এবং আমি আমার ঈশ্বরকে আহ্বান করি; যিনি অগ্নিদ্বারা প্রত্যুত্তর দিবেন, তিনিই আমাদিগের পরমেশ্বর হইবেন। পরে লোকসকল কহিল, তাহাই হইবে। তখন বাল যাজকেরা আপনাদের মহিষ কাটিয়া কুণ্ডের উপর উৎসর্গ করিল, এবং কুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, আর প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকালপর্য্যন্ত বাল২ শব্দ করিয়া কহিল, শ্রবণ করহ, শ্রবণ করহ, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না।

তখন এলিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, উচ্চৈঃশব্দে ডাক, কেননা বাল দেবতা, কি জানি, কোন কথোপকথন করিতেছেন, কিম্বা কোন কর্ম্মে আসক্ত আছেন কিম্বা রাজপথে আছেন অথবা নিদ্রিত আছেন। তাহাতে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল এবং ঘোরতর শব্দ করিয়া রক্তপাত করিতে লাগিল, তথাপি কোন উত্তর পাইল না। তাহাতে সন্ধ্যার অতীত সময়ে এলিয়া বেদি নির্ম্মাণ করিল এবং বেদির চতুর্দ্দিগে এক পরিখা করিল। পরে সে বলির কাটিয়া বেদির উপর কাষ্ঠ পাতিয়া রাখিল, এবং আজ্ঞা দিল কাষ্ঠের উপর এমত জল দেও, যে বেদির চতুর্দ্দিগের পরিখা জলেতে পরিপূর্ণ হয়। তাহা করিলে পর সে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে প্রভু অব্রাহামের ঈশ্বর এবং ইস্হাকের ঈশ্বর ও য়াকুবের ঈশ্বর, অদ্য প্রকাশ কর, তুমি যে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আমি তোমার দাস হইয়া তোমার আজ্ঞানুসারে এই সকল ক্রিয়া করিয়াছি। তখন প্রভুর অগ্নি আসিয়া উপহারসকল এবং বেদির কাষ্ঠ ও পাতর ও ধূলি দগ্ধ করিয়া পরিখার জল শুষ্ক করিল। সকল লোক ইহা দেখিবামাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া কহিতে লাগিল, প্রভু তিনি ঈশ্বর, প্রভু তিনি ঈশ্বর। পরে এলিয়া বালাচার্য্যকে ধরিয়া সংহার করিতে আজ্ঞা দিল। তখন এলিয়া বৃষ্টির নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকটে সাতবার প্রার্থনা করিয়া আপনার ভৃত্যকে কহিল, সমুদ্রের দিগে যাও, দেখ, বৃষ্টি পড়িতেছে কি না। সে বলিল, মনুষ্যের হস্ত প্রমাণ এক ক্ষুদ্র মেঘ দেখিতেছি। তাহাতে এলিয়া আহাবের নিকট সমাচার পাঠাইল, বৃষ্টি আগত প্রায়, তুমি সাবধান হও। আহাব মেঘ-

ও বায়ুতে অন্ধকার হইয়া অত্যন্ত বৃষ্টি হইল। ঐ ঘটনার কিঞ্চিৎকাল পরে অহসিয় নামে আহাব রাজার পুত্র পীড়িত হইয়া বালসিবূল্‌নামক ফিলিষ্টীয়দের দেবতার নিকট ইহা জানিতে দূত পাঠাইল, আমি প্রাণদান পাইব কি না? কিন্তু এলিয়া পথের মধ্যে ঐ লোকের দেখা পাইয়া কহিল, ইস্রাএলে কি ঈশ্বর নাই, যে তুমি ফিলিষ্টীয়দের দেবতার নিকট মনোগত নিবেদন করিতে যাইতেছ? এ কারণ ঈশ্বর কহেন, যে অহসিয় বাঁচিবে না। পরে দূতেরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এক জন লোমশ মানুষ পথের মধ্যে দাড়াইয়া কহিল, তুমি ফিরিয়া গিয়া রাজাকে কহ, সে বাঁচিবে না। তখন রাজা কহিল, এ কথা এলিয়ার বটে; এবং এক সেনাপতিকে পঞ্চাশৎ সৈন্যের সহিত এলিয়াকে ধরিয়া আনিতে পাঠাইলে, তাহারা এলিয়ার নিকট আসিয়া বিদ্রূপ করিয়া কহিল, হে ঈশ্বরসেবক, রাজা আমাদিগকে আজ্ঞা দিলেন, তুমি রাজার নিকটে চল। তখন এলিয়া কহিল, আমি যদি ঈশ্বরসেবক হই, তবে স্বর্গহইতে অগ্নিবৃষ্টি হওনেতে তোমরা সকলে দগ্ধ হও; এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইল। পরে রাজা ইহা শুনিয়া পঞ্চাশৎ সৈন্যের সহিত অন্য সেনাপতিকে পাঠাইল; তাহাদিগেরও ঐ দশা ঘটিল। রাজা তৃতীয় বার পঞ্চাশৎ সৈন্যের সহিত এক জন সেনাপতিকে পাঠাইল; সে ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট আসিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে ঈশ্বরের সেবক, আমি তোমাকে মিনতি করিয়া কহি, যে আমার ও আমার সঙ্গি পঞ্চাশৎ লোকের প্রাণ রক্ষা হয়। তাহাতে এলিয়া তাহার সহিত রাজার নিকটে গিয়া রাজাকে কহিল, প্রভু

এই কথা কহেন, তুমি ফিলিষ্টীয়দের দেবতার নিকট দূত পাঠাইয়াছ ; ইহাতে বোধ হয়, ইস্রাএলে ঈশ্বর নাই : এই নিমিত্তে তুমি এই শয্যাহইতে উঠিবা না, তুমি অকস্মাৎ মরিবা। ঈশ্বরের এই কথানুসারে তৎক্ষণাৎ সে রাজা মরিল, এবং তাহার পুত্র না হওয়াতে যোরাম তাহার মতে রাজ্যাভিষিক্ত হইল।

৪৬ এলীশা ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয়।

এলিয়ার কাল সম্পূর্ণ হইলে প্রভুর আজ্ঞানুসারে এলীশা তাহার উত্তরাধিকারী হইল। প্রভু এলিয়াকে অগ্নিময় রথের দ্বারা স্বর্গে লইয়া যাইতেছেন, এলীশা তাহা দেখিল, আর এলিয়ার আত্মা প্রাপ্ত হইল। পরে এলীশা যিরীহো নগরে গমন করিলে সকল প্রজা লোকেরা তাহার নিকট আসিয়া কহিল, এই স্থান উত্তম, কিন্তু জল মন্দ ; অতএব তুমি শোধন কর। তাহাতে এলীশা উনুইতে লবণ ফেলাইয়া দিয়া কহিল, প্রভু এই কথা কহেন, আমি জলশোধন করিয়াছি, অতএব প্রজারা আর মরিবে না। পরে এলীশা যিরীহোহইতে বৈথেলে যাইতেছে ; পথিমধ্যে বালকেরা তাহাকে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া কহিল, হে টাক্‌পড়া নেড়া উপরে আইস ? পরে সে তাহাদের প্রতি অবলোকন করিয়া প্রভুর নামোচ্চারণদ্বারা শাপ দিল। অনন্তর বনহইতে দুই ভল্লুক আসিয়া বেয়াল্লিশ জন বালককে খণ্ড২ করিল। কিছুকাল পরে এলীশা অন্য নগরে গমন করিলে এক আচার্য্যের বিধবা তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, আমার স্বামী মরি-

আছে, আর মহাজন আমার দুই পুত্রকে বদ্ধ করিতে আসিয়াছে। ইহা শুনিয়া এলীশা তাহাকে কহিল, তোমার ঋণ পরিশোধ করণের সংস্থান কি আছে? তাহাতে সে কহিল, তোমার দাসীর কেবল এক পাত্র তৈল আছে, আর কিছু নাই। তখন এলীশা কহিল, তোমার প্রতিবাসিদের নিকট-হইতে অনেক২ পাত্র কর্জ্জ করিয়া আন, এবং তোমার পুত্রের সহিত ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঐ সকল পাত্রে তৈল ঢাল। পরে সকল পাত্রে তৈল ঢালিলে এলীশা কহিল, আরো পাত্র আন; সে কহিল, আর পাত্র নাই, তাহাতে তৈল রুদ্ধ হইল। তখন এলীশা কহিল, যাও, এই তৈল বিক্রয় করিয়া তোমার ঋণ পরিশোধ কর, এবং তাহার অবশিষ্টেতে তুমি ও তোমার পুত্র খাইয়া বাঁচ।

তৎসময়ে সূরদেশের রাজার নৈমননামক একজন সেনার কুষ্ঠ হইল, এবং নৈমনের স্ত্রীর এক ইস্‌রাএলী দাসী ছিল, সে তাহার কর্ত্রীকে কহিল, আমার প্রভু যদি শোমিরোণে ভবিষ্যদ্বক্তার সঙ্গে যাইতেন, সে তাঁহাকে কুষ্ঠহইতে মুক্ত করিত। নৈমন ইহা শুনিয়া অনেক রথ ও অশ্ব লইয়া এবং অনেক দান ও স্বর্ণ রৌপ্য লইয়া ইস্‌রাএলে গেল; এবং সে ভবিষ্যদ্বক্তার গৃহের নিকটে উপস্থিত হইলে এলীশা তাহাকে দূত পাঠাইয়া কহিল, যর্দ্দন নদীতে যাইয়া সপ্তবার স্নান কর তাহাতে কুষ্ঠ মোচন হইবে। তখন নৈমন এই কথা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল, আমি ভাবিয়াছিলাম, যে ভবিষ্যদ্বক্তা আমার নিকট আসিয়া আমার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া কুষ্ঠ ভাল করিবে; সূরদেশের নদীসকল ইস্‌রাএল দেশের নদীহইতে কি উত্তম নহে? আমি তাহাতে স্নান করিয়া কি শুদ্ধ হইতে পারিব না? তখন তাহার দাসেরা কহিল, হে পিতঃ, যদি ভবিষ্যদ্বক্তা কোন মহৎ ক্রিয়া করিতে তোমাকে কহিত, তবে কি তুমি তাহা করিতা না? এ অতি ক্ষুদ্র কর্ম্ম, অতএব নদীতে গিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হও। তখন সে এলীশার বাক্যানুসারে যর্দ্দন নদীতে গিয়া সাতবার ডুব দিল; তাহাতে তাহার মাংস ক্ষুদ্রবালকের ন্যায় পুনর্ব্বার কোমল হইয়া শুচি হইল। ইহাতে সে পরমাহ্লাদিত হইয়া মহোপকার মানিয়া এলীশার নিকটে ফিরিয়া গেল, এবং তাহাকে নানা উপহার প্রদান করিয়া বলিল, আমি জানি, ইস্‌রাএলের ঈশ্বরব্যতিরেকে আর ঈশ্বর নাই, এখন আমি তোমাকে মিনতি করি, যে এই সকল উপহার গ্রহণ কর। কিন্তু এলীশা উত্তর করিল, ঈশ্বর যদি জীবৎ থাকেন,

লবে আমি কিছুই গ্রহণ করিব না; তোমার ঘরে তুমি কুশলে ফিরিয়া যাও। তাহাতে নৈমন প্রস্থান করিল, কিন্ত গেহাসিনামে এলীশার দাস ঐ সকল উপহার দেখিয়া লুব্ধ হইয়া নৈমনের পশ্চাৎ গিয়া তাহাকে বলিল, আমার গুরু এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন যে দুই জন নির্ধন ভবিষ্যদ্বক্তা আমার নিকটে আসিয়াছে, অতএব মিনতি করি, তুমি তাহাদিগকে এক মোন সোণা আর দুই যোড়া বস্ত্র দেও। তাহাতে নৈমন ঐ সোণা ও দুই যোড়া বস্ত্র দিলে গেহাসি আপন গুরুর নিকটে ফিরিয়া গেল। সে যখন এলীশার সম্মুখে দাণ্ডাইল, এলীশা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথাহ হইতে আসিতেছ? গেহাসি উত্তর করিল, তোমার দাস কোনখানে যায় নাই। এলীশা কহিল, আমি কি দেখি নাই, যে তুমি নৈমনের নিকট গিয়া স্বর্ণ রৌপ্য ও বস্ত্র তাহার স্থানে লইলা? স্বর্ণ রূপা লইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকল ক্রয় করিবার সময় কি এই? অতএব তোমাতে ও তোমার বংশেতে সদাই নৈমনের কুষ্ঠ রোগ থাকিবে। পরে সে তাহার নিকটহইতে কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া প্রস্থান করিল।

কতেক কাল পরে ইস্রাএলের রাজা সূরের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিল। এলীশা আত্মাদ্বারা জ্ঞাত হইল যে সূরীয়দের শ্রেণী কি প্রকারে হইল; এবং তাহা ইস্রাএলের রাজার নিকটে প্রকাশ করিল। সূরীয়দের রাজা ইহা শুনিয়া এলীশাকে ধরিবার নিমিত্তে দোথন নগর গুপ্তরূপে বেষ্টন করিল। পরে প্রাতঃকালে এলীশার দাস বাহিরে গেলে ঐ সৈন্য দেখিয়া তাহাকে কহিল, হে গুরো, এখন আমরা কি করিব? তখন এলীশা কহিল, ভয় করিও না, কারণ উহা-

দিগের লোক অপেক্ষা আমাদিগের লোক অধিক। আর এলীশা প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে প্রভো, ইহার জ্ঞান চক্ষু দান কর, যেন দেখিতে পারে। তখন প্রভু সে যুবলোকের চক্ষু স্ফুটিত করিলে সে পর্ব্বতের উপর এলীশার চতুষ্পার্শ্বে অগ্নিময় অশ্ব ও রথ দেখিতে পাইল। যেমন লিখিত আছে, যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, তাহাদিগের সেবার নিমিত্তে সেবাকারি দূতগণ কি সকল আত্মা নহে? আর লিখিত আছে, যে ঈশ্বর দূতগণকে বায়ুস্বরূপ ও সেবকগণকে অগ্নিশিখাস্বরূপ করেন।

---

৪৭ আশুর দেশে ইস্রাএল লোকদিগের প্রবাসাপন্নতার বিষয়।

আহাব রাজার মৃত্যুর পর ইস্রাএল দেশে ক্রমেঃ দশ জন রাজত্ব করিল, কিন্তু অধিক কাল তাহাদিগের শাসন ছিল না। কারণ এই যে তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া পরস্পর নষ্ট হইয়াছিল, এবং পুনঃ২ এই রাজত্ব পরিবর্ত্তনের পর বসুন্ধরা অতিশয় ভারাক্রান্তা হইল। ঈশ্বর অনেকবার ইস্রাএল লোকদিগের চেতনের নিমিত্তে এই প্রকার রণ ও অকাল মৃত্যু উপস্থিত করাইলেন, এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে উঠাইলেন, যে তাহাদিগকে দেবার্চ্চনা হইতে আপন সেবাতে ফিরিয়া আনেন, তথাপি তাহারা গাঢ়রূপে দেবার্চ্চনাতে মগ্ন রহিল। হোশেয়া নামক ইস্রাএলের রাজা আশুর দেশের রাজা শল্মনেষরের সহিত নিয়ম করিল, কিন্তু কিছু কাল পরে হোশেয়া সেই নিয়ম রক্ষা করিল না,

এই নিমিত্তে ঐ রাজা অতিক্রোধান্বিত হইয়া প্রধান বলবান্ সৈন্য লইয়া শোমিরোণীয় দেশ উচ্ছিন্নকরণের পর প্রজা-দিগকে বন্ধ করিয়া আপন রাজ্যে অতিদূর দেশে পাঠাইল, এবং শোমিরোণীয় দেশে স্থূরহইতে ও অরাম নহরাহিম দে-শহইতে অন্যং দেবপূজকদিগকে আনাইয়া বসতি করাইল। ইস্রাএলের অবশিষ্ট যে অল্প লোক ছিল, তাহারা ইহাদি-গের সহিত মিলিত হইলে তাহাদের নাম শোমিরোণীয় লোক হইল।

---

৩৮ য়ূনস্ নামে ভবিষ্যদ্বক্তার বিবরণ।

আশূর দেশের রাজধানী নিনিবী সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি বিশিষ্ট হইল, চতুর্দ্দিগে তিশ ক্রোশী; সকল লোক ধনবান হইলে প্রভু য়ূনস্কে বলিলেন, উঠ, নিনিবী নগরে যাও, এবং তা-হাদিগের বিপরীতে ঘোষণা কর, যেহেতু তাহাদিগের দুষ্টতা আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। কিন্তু য়ূনস্ সে আজ্ঞাল-ঙ্ঘন করিয়া তার্শীশ নগরে পলায়ন করিয়া এক জাহাজে উঠিল, একারণ এমত একটা তুফান উপস্থিত হইল, যে জা-হাজ সমুদ্রে মগ্ন হইল; তাহাতে নাবিকেরা ভীত হইয়া আ-পনং দেবতাদের স্মরণ করিতে লাগিল, এবং জাহাজ ভারি হওয়াতে তাহার দ্রব্যসকল সমুদ্রে ফেলাইয়া দিল। তৎ সময়ে য়ূনস্ জাহাজের একদিগে শয়ন করিয়া ছিল, নাবিকে-রা তাহাকে কহিল, উঠ, এখন কি শয়নের সময়, আপন ঈশ্বরকে স্মরণ কর, তিনি যদি আমাদিগকে রক্ষা করেন। পরে সকলে কহিল, এইরূপ ঘটনা কোন্ ব্যক্তির নিমিত্তে

হইল? আমরা তাহা গুলিবাঁট করিয়া দেখি। পরে গুলিবাঁটেতে য়ূনসের নাম উঠিল। তাহাতে য়ূনস্ তাহাদিগকে কহিল, আমাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেও, তবে এ ঝড় নিবৃত্ত হইবে। কিন্তু নাবিকেরা তাহার প্রাণরক্ষার কারণ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া কহিল, ঐ মনুষ্যের জীবনের কারণ আমাদিগের সকল ব্যক্তিকে নষ্ট করিও না; এবং যদি ঐ ব্যক্তি নির্দ্দোষী হয়, তাহার বধের পাপ আমাদের প্রতি ঘটাইও না।

পরে য়ূনসকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে সমুদ্র স্থির হইল, ইহা দেখিয়া জাহাজস্থ লোকসকল প্রভুর প্রতি ভীত হইয়া প্রভুকে বলি উৎসর্গ করিয়া দিল। এবং য়ূনসকে বৃহৎ মৎস্যে খাইয়া ফেলিল। তখন প্রভু তিন অহোরাত্র সেই মৎস্যের উদরে য়ূনসকে জীবৎ রাখিলেন। পরে প্রভু মৎস্যকে তীরে উঠিয়া য়ূনসকে বমন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহা হইলে প্রভু য়ূনসকে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তুমি নিনিবী নগরে প্রস্থান কর, এবং তাহাদিগের মধ্যে আমার আজ্ঞা প্রকাশ কর। অনন্তর রাজপথের মধ্যে য়ূনস্ গিয়া প্রস্তাব করিয়া কহিল, চল্লিশ দিনের পর নিনিবী নগর তোমাদিগের পাপের নিমিত্তে উচ্ছিন্ন হইবে। তাহাতে নিনিবীয় লোকেরা য়ূনসের কথায় প্রত্যয় করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভীত হইয়া উপবাসী রহিয়া প্রায়শ্চিত্ত বস্ত্র পরিধান করিল। রাজাও আপনার যোড়া ফেলিয়া লোকের মধ্যে প্রকাশ করিয়া বলিল, যে লোকসকল ও পশুসকল উপবাসী থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঈশ্বরকে ডাকুক, এবং সকল মনুষ্য আপনাদের মন্দক্রিয়া হইতে ফিরুক, তাহা

যদি ঈশ্বর আপন ক্রোধহইতে ফিরেন্, তবে আমরা নষ্ট হইব না। তখন ঈশ্বর তাহাদিগের সুক্রিয়া দেখিয়া নগর রক্ষা করিলেন। এই প্রকার দয়া করণের বিষয় য়ুনসের অত্যন্ত অসহ্য হইল এবং সে বলিল, আমার জীবন অপেক্ষায় আমার মরণ ভাল ছিল। তখন য়ুনস্ নগরের কি দশা ঘটিবে এই অপেক্ষায় বাহিরে গিয়া এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রহিল। ঈশ্বর রাত্রির মধ্যে তাহার কুটীর আচ্ছাদন করিতে এক কুমুড়াগাছ জন্মাইলেন; তাহা দেখিয়া য়ুনস্ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। পরে প্রত্যূষে এক পোকায় কাটিলে রৌদ্রের উত্তাপেতে ঐ গাছ শুকাইয়া গেল, তাহাতে সূর্য্যের উত্তাপ য়ুনসের মস্তকে এমত লাগিল যে তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল। তখন প্রভু কহিলেন, একটা কুমুড়া গাছের নিমিত্তে ক্রোধ করিয়া কি ভাল করিতেছ? সে কহিল, বরং ক্রোধ করিয়া আমার মরণ উচিত। ঈশ্বর কহিলেন, তুমি এক কুমুড়াগাছের নিমিত্তে কি হেতুক এত শোক করিতেছ? তুমি তাহার নিমিত্তে কোন পরিশ্রম কর নাই; তাহা এক রাত্রির মধ্যেই জন্মিয়াছিল, এবং পর দিবসেই নষ্ট হইল। আমি নিনিবীর প্রতি কি দয়া করিব না, যেহেতু তথায় এক লক্ষ বিংশতি সহস্রেরও অধিক লোক আছে, তাহারা বামহস্ত দক্ষিণহস্তের ভেদ করিতে জানে না।

৪৯ য়িহুদার শেষ রাজাদিগের বিষয়।

রাজ্য বিভাগের পর য়িরূশালমে দায়ুদের সিংহাসনে তিন

শত বাহাত্তর বৎসরে বিশ জন রাজত্ব করিল। য়িহূদার রাজ্য ইস্রাএলের রাজ্য অপেক্ষায় একশত বৎসর অধিক ছিল। দায়ুদের গোষ্ঠিরাও অনেক দেবপূজক ও পাষণ্ড ছিল, তাহাদিগের মধ্যে অতি অল্পলোক ধার্ম্মিক. আর তাহাদের মধ্যে য়িহোশাফৎ ও হিস্কিয়া ও য়োশিয়, ইহারাই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসি ছিল। আহাস নামে এক জন রাজা য়িরূশালমের রাজপথে বালদেবতার নিমিত্তে হোম কুণ্ড নির্ম্মাণ করাইল এবং ঈশ্বরের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল। হিস্কিয়া নামে আহসের পুত্র ধার্ম্মিক হইয়া ঈশ্বরের মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিল. এবং প্রতিমাসকল ফেলাইয়া দিল। পরে দশগোষ্ঠী লোকদিগকে পৈতৃক ঈশ্বর সেবা করিতে এবং দেবপূজা পরিত্যাগ করিতে আহ্বান করিল। হিস্কিয়ার রাজ্যসমকালে ইস্রাএল রাজ্য উচ্ছিন্ন হইল এবং লোকসকল বন্ধনদশাপন্ন হইল।

এই ঘটনার কতক কাল পরে আশুরদেশের রাজা সন্হেরিব বলবান্ সৈন্য লইয়া আসিয়া য়িহূদা নগর আক্রমণ এবং য়িরূশালম নগর বেষ্টন করিল। সে পরমেশ্বরের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া হিস্কিয়াকে কহিল, তুমি একভগ্ন শরেতে ভরসা রাখ। হিস্কিয়া ইহা শুনিয়া আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া ঈশ্বরের মন্দিরে গিয়া প্রার্থনা করিল। তখন ঈশ্বর য়িশাইয় ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা হিস্কিয়াকে উত্তর দিয়া কহিলেন, দেখ. আমি স্বয়ং আপনার নিমিত্তে এবং আপন ভৃত্য দায়ুদের নিমিত্তে এই নগর রক্ষা করিব। পরে রাত্রিকালে ঈশ্বরের দূত নামিয়া আশুরীয়দিগের ব্যূহমধ্যে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে বধ করিল। প্রত্যুষে রণস্থান শবেতে পরি-

পূর্ণ হইল। তখন সন্হারিব ফিরিয়া নিনিবী নগরে পলায়ন করিল। তৎসময়ে হিস্কিয়া মৃত্যুবৎ পীড়িত হইল। তখন যিশাইয়া ভবিষ্যদ্বক্তা আসিয়া হিস্কিয়াকে কহিল, ঈশ্বর এমত কহেন, তোমার বাটীর বিষয় স্থির কর, যে হেতু তুমি আর বাঁচিবা না। তখন হিস্কিয়া আপন পরমায়ুর নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে মিনতি করিয়া রোদন করিল। আর ঈশ্বর যিশাইয়াকে পুনর্ব্বার পাঠাইয়া কহিলেন, দেখ, আমি তোমার মিনতি শুনিয়া ও রোদন দেখিয়া আসিযাছি। অতএব আমি তোমাকে পনর বৎসর অধিক পরমায়ু দিব। তাহাতে তিন দিবসের পর রাজা অরোগী হইয়া ঈশ্বরের মন্দিরে গিয়া প্রত্যুপকার মানিল।

মনশি নামে হিস্কিয়ার পুত্র অতি পাষণ্ড ছিল। তাহার পঞ্চান্ন বৎসর রাজত্বকালীন সে আপন ধার্ম্মিক পিতার যে সৎকর্ম্ম ছিল, তাহা নষ্ট করিল এবং পুনশ্চ লোকদিগকে দেবপূজায় নিযুক্ত করিল ও দেবালয়ে দেবপূজার নিমিত্তে বেদিসকল নির্ম্মাণ করিল। ইহার নিমিত্তে ঈশ্বর তাহার এই রূপ দণ্ড করিলেন, যে সে অবশিষ্ট জীবনে বাবিল রাজ্যে বন্ধনগ্রস্ত হইয়া থাকিল। পরে সে মনস্তাপেতে ঈশ্বরের নিকটে মিনতি করিলে ঈশ্বর তাহাকে পুনর্ব্বার স্বদেশের রাজ্য দিলেন। তৎপরে সে দেবপূজা ত্যাগ করিল। মনশির পুত্র আমোন পূর্ব্বপুরুষাপেক্ষায় আরো মন্দ ছিল, কিন্তু তাহার রাজত্ব দীর্ঘ কাল ছিল না। দুই বৎসর পরে তাহার সেবকেরাই তাহাকে বধ করিল। পরে আমোনের পুত্র অষ্টবর্ষবয়স্ক য়োশিয়া ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুকর্ম্ম করিল, এবং দায়ূদের সিংহাসন পাইল। সে অষ্টবর্ষ বয়ক্রমপ্রযুক্ত

রাজ্য করিতে অসমর্থ; একারণ প্রধান যাজকের উপদেশে রহিল, এবং সে বিশ বৎসরবয়স্ক হইয়া যিরূশালম নগর ও যিহূদা সমুদয় দেশের দেবালয়হইতে প্রতিমাসকল দূর করিতে লাগিল; এবং ঈশ্বরের মন্দির পরিষ্কার করিতে আজ্ঞা দিল। আর তৎসময়ে মনশির রাজ্য অবধি যে ধর্ম্মপুস্তক হারাণ গিয়াছিল, তাহা পাওয়া গেল। সেই পুস্তক রাজার নিকটে পঠিত হইল; রাজা তাহা শুনিয়া এবং পাপের বিষয়ে যে রূপ দণ্ড তাহাও শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া ভয়েতে আপন বস্ত্র ছিঁড়িল। এবং প্রভু এক আচার্য্যাণী দ্বারা রাজাকে এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন, দেখ, আমি ঐ স্থানের উপর এবং ঐ দেশনিবাসির উপর অমঙ্গল ঘটাইব, যে হেতু তাহারা আপন হস্তে কুক্রিয়া করিয়াছে, এবং আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দেবপূজা করিয়াছে। কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ কোমল হইল, অতএব তুমি এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে বিনীত হইলা ও নম্র হইলা এবং বস্ত্র ছিঁড়িলা। একারণ তোমার পিতৃলোকের সহিত একত্র করিব, এবং তুমি শান্তিতে আপন কবরে সংগৃহীত হইবা আর ঐ দেশনিবাসির উপর যে সকল ঘটাইব, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিবা না। তখন য়োশিয় ঐ সকল ব্যবস্থা মতে সকল বিষয় সংস্থাপনের নিমিত্তে উৎসাহান্বিত হইয়া প্রজা সকলকে একত্র করিয়া ব্যবস্থাপুস্তকের বাক্য পাঠ করাইয়া শুনাইল, এবং প্রজাসকলের সাক্ষাতে ধর্ম্মপুস্তকের লিখিত যে নিয়ম, তাহা স্বীকার করিল। ঈশ্বরের বিষয়ে রাজার যত্ন কেবল যিহূদা দেশে হইল এমত নহে, কিন্তু ইফ্রায়িম ও নপ্তালি দেশে যাইয়া উপদেবতার মন্দিরসকল

ভঙ্গ করিয়া ঈশ্বরপূজার সংস্থাপন করিল। য়োশিয়ার মৃত্যুর কিঞ্চিৎকাল পরে লোকদিগের উপরে ঈশ্বরের দণ্ড পড়িল। য়োশিয়ার দুই পুত্র ও দুই পৌত্র সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া অত্যল্পকাল পরে পদচ্যুত হইয়া বন্ধনগ্রস্ত হইল, এবং ঈশ্বরের শাস্তির অন্যান্য চিহ্নও উপস্থিত হইল।

---
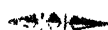
৫০ অন্য ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয়।

ঐ সকল চিহ্ন প্রকাশরূপে জানাইবার নিমিত্তে ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে উঠাইলেন। তাহারা লোকদিগের মধ্যে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচার করিল এবং যাজক লোক ও রাজাদিগকে মন্দ কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত করিল। সেই ভবিষ্যদ্বক্তারা প্রধান ও অপ্রধান সর্ব্বসাধারণ লোকহইতে মনোনীত হইয়াছিল। য়িশাইয়া ও দানিয়েল, ইহারা রাজবংশ ছিল; য়িরিমিয়া ও য়িহিস্কেল, ইহারা যাজকবংশ ছিল; এবং এলিয়া ও এলীশা, ও য়ূনস্ ও মীখা ইহারা সামান্য লোক ছিল, এবং আমোস্ একজন দরিদ্র পশুপালক ছিল। য়িশাইয়া বাবিল রাজ্যবিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল, ঐ রাজ্য সেই কালপর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন ছিল। এবং তাহার কি রূপে জয় ও অতিবৃদ্ধি এবং পরাক্রম হইবে, তাহা য়িশাইয়া প্রকাশ করিল। এবং অন্য এক সময়ে সে বলিল, যে আর একজন শক্তিমান্ খস্র নামে পারসির রাজা আসিবে, এবং সে বাবিল রাজ্যকে নষ্ট করিবে। য়িরিমিয়া কালদীয় লোকদ্বারা য়িরূশালমের ভাবি নাশ প্রকাশ করিয়া কত কালপর্য্যন্ত নষ্ট থাকিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিল। কিন্তু যদি

লোকসকল মন ফিরাইয়া ঈশ্বরের সেবা করে, তবে দণ্ড ঘটিবে না। য়িহিস্কেল নামে ভবিষ্যদ্বক্তা ইস্রাএল লোকের মধ্যে উপদেশ করিল, তাহার উথানকালীন ইসরাএল লোকেরা মিনিয় দেশে বন্ধনগ্রস্ত হইয়া একান্তমনে ভাবিয়াছিল যে অল্পকাল পরে বাবিলের বিনাশ হইলে আমরা স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে পারিব। কিন্তু য়িহিস্কেল ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কহিল, যে ইস্রাএলের পুনর্ব্বার রাজ্য হওনের এখনো বহুকাল বিলম্ব আছে, এবং য়িহুদা লোকেরাও বন্ধনদশাগ্রস্ত হইবে, কিন্তু য়িরিমিয়ার কথা যেমন য়িহুদীয়েরা বিশ্বাস করিল না, তেমন য়িহুদীয় লোকেরা য়িহিস্কেলের কথা মানিল না।

ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের ভাষা ও বক্তৃতাতে সকল লোকের মন আকর্ষিত হইল, এবং তাহাদিগের দৃষ্টান্ত অতিতীক্ষ্ণ। য়িরিমিয়ার গ্রন্থের মধ্যে এই দৃষ্টান্ত বার২ পাওয়া যায় অর্থাৎ কুম্ভকার ও তাহার পাত্রের বিষয়ে এক উদাহরণ কহে, আমি এক কুম্ভকারকে চক্রেতে পাত্র ভিয়ান্ করিতে দেখিলাম, কিন্তু যে পাত্র ভিয়ান্ করিল, তাহার তাহা মনোনীত না হওয়াতে ভাঙ্গিয়া পুনর্ব্বার ভিয়ান্ করিল, সে কুম্ভকারের ন্যায় কি আমি তোমাদের বিষয়ে করিতে পারি না ঈশ্বর এমত কহেন। দেখ, যেমন মাটী কুম্ভকারের হস্তে তেমন ইস্রাএল লোক আমার হস্তে। অন্য এক সময়ে য়িরিমিয়া এক উত্তম পাত্র কুম্ভকারের নিকটহইতে ক্রয় করিয়া সকল প্রধান লোক ও যাজক লোকদের সম্মুখে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এবং কহিল, ঈশ্বর এই রূপ কহেন, যেমন কুম্ভকারের পাত্র নষ্ট হইলে পুনর্ব্বার ভাল করা যায়

না তদ্রূপ এলোকদিগকে ও নগরকে আমি ভাঙ্গিব? এবং যিরুশালমের গৃহসকল এবং রাজগৃহসকল উচ্ছিন্ন করিব: কেননা ঐ গৃহসকলের উপর তাহারা দেবতার উদ্দেশে বলিদান করিয়াছে।

য়িহুদীয়েরা ভবিষ্যদ্বক্তার উক্তি বিশ্বাস করিল না, এ জন্য সেই সকল ঘটিল, কিছু বাকী রহিল না: অবাধ্য ও কঠিন কালদীয় লোকেরা যিরুশালমে আইলে তাহাদিগের হস্তে য়িরুশালম নগর অর্পিত হইল। পরে তাহারা সেই রম্য নগর ভাঙ্গিয়া চিবিং পাষাণমাত্র করিল, প্রথমে কাল-দীয়দের রাজা নিবুখদ্নিসর য়িহুদার রাজাকে এবং দশ সহস্র যোদ্ধাদিগকে ও গৃহনির্ম্মাণকারিদিগকে বদ্ধ করিয়া আপন দেশে লইয়া গেল, এবং য়িহুদা দেশে হিস্কিয়া নামে অন্য এক জনকে রাজা করিল ও সেই দেশে আপন কর সংস্থাপন করিল। দশ বৎসর পরে হিস্কিয়া নিবু-খদ্নিসর রাজাকে কর দিবে না মনস্থ করিয়া তাহার সহি-ত যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করত মিসরদেশীয় রাজার সা-হায্য প্রার্থনা করিল, কালদীয়েরা তাহার অনুসন্ধান পাইয়া অগণ্য সৈন্য সঙ্গে লইয়া য়িহুদা দেশ আক্রমণ করিল। য়িহুদীয়েরা যুদ্ধ করিয়া কালদীয়দিগকে নিবারণ করিল। তাহাতে য়িরুশালমে এমন দুঃখ ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, যে মাতা আপন সন্তানদিগকে খাইতে লাগিল, অবশেষে শত্রু আসিয়া নগরে প্রবেশ করিল। হিস্কিয়া রাজা পলা-য়ন কালে শত্রুর হস্তগত হইল। পরে তাহার দুই পুত্র বধ হওনে দৃষ্টিপাত হইলে কালদীয়েরা সেই রাজার দুই চক্ষু উৎপাটন করিল। এবং তাহাকে বন্ধন করিয়া বাবিল দেশে

লইয়া গেল ; এই প্রকারে য়িহিস্কেল যে ভবিষ্যদ্বাক্য হিস্কিয়ার প্রতি কহিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইল, যথা “তুমি বাবিল দেশে অন্ধ হইয়া মরিবা ; আর তুমি দেখিতে পাইবা না”। পরে কালদীয়েরা য়িরূশালম নগরে ঈশ্বরের মন্দির লুঠ এবং দগ্ধ করিয়া বহু মূল্য তাবৎ তৈজসপাত্র লইয়া গিয়া বাবিলে বালদেবের মন্দিরে রাখিল। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়মসিন্ধুক কোথায় থাকিত, তাহা কেহ জানিত না। কতক লোককে য়িহুদা দেশে কৃষ্যাদি কর্ম্ম করাইবার নিমিত্তে রাখিল। আর তাবৎ লোকদিগকে বদ্ধ করিয়া বাবিল দেশে লইয়া গিয়া নানা অংশে বসতি করাইল। য়িহুদা দেশে যে সকল লোক ছিল, তাহার মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ গেদালিয়া নামে এক ব্যক্তিকে নিবুখদ্‌নিসর রাজা শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিল। কিন্তু অল্পকালের পর লোকেরা তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া বধ করিল। য়িরিমিয়া ভবিষ্যদ্বক্তাও আপন দেশে বাস করিতে অনুমতি পাইল। তৎসময়ে সে য়িরূশালমে ভগ্নাশ্রমে থাকিয়া বিলাপের এক গ্রন্থ লিখিল।

---

৫১ দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয়।

য়িহুদীয় লোকদের দশা অত্যন্ত ক্লেশের ছিল না ; তাহারা কালদীয়দের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন এবং উচ্চপদাভিষিক্ত হইতে পারিত, নিবুখদ্‌নিসর অনেক য়িহুদীয় যুবকদিগকে নানা বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে দানিয়েল ও শদ্রাক ও মেষক ও অবেদনিগো এই চারি জনকে রাজ্যের মধ্যে অত্যুচ্চপদাভিষিক্ত করিয়া তাহাদিগে

আত্মীয়বর্গের সম্মান ও কুশল করিল। তাহাতে দেবপূজকদের মধ্যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা প্রকাশ করা হইল, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাহারা নানা কঠিন পরীক্ষাতে পড়িয়াছিল। ঐ সকল যুবক ব্যক্তি রাজগৃহে থাকিয়া রাজার অন্ন ও দ্রাক্ষারস ও পানীয়ের ভাগ পাইত, কিন্তু দানিয়েল ও তাহার সঙ্গি লোক পাপগ্রস্ত হইবার ভয়েতে ঐ সকল দ্রব্য খাইতে বিরক্ত হইয়া পরিবেশকের নিকটে প্রার্থনা করিত, যে আমাদিগকে কেবল কলাই খাইতে ও জল পান করিতে দেও, এবং ঈশ্বরপ্রসাদে তাহা খাইয়া তাহাদিগের আরো কান্তিপুষ্টি ও দিব্য জ্ঞান কালদীয়দের অপেক্ষা অতিশয় হইতে লাগিল। পরে রাজার সম্মুখে আনীত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বোধ করিয়া রাজা তাহাদিগকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিল। এই ঘটনার অল্পকাল পরে নিবূখদ্‌নিসর লুণ্ঠিত স্বর্ণপাত্র লইয়া ষাইট হাত একদেব প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইল, এবং সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠাকালীন সকল লোকদিগকে আহ্বান করিল। পরে তাহারা সকলে একত্র হইলে এক জন বন্দী উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিল, হে লোকেরা হে ভিন্নজাতীয়েরা ও ভিন্নদেশীয়েরা, তোমাদের প্রতি এই আজ্ঞা করা যাইতেছে, যে তোমরা যে সময়ে শিঙ্গা বাঁশী বীণা ভেরী মৃদঙ্গ ডম্বুর ইত্যাদি নানা প্রকার বাদ্য শব্দ শুন, সেই সময়ে উবুড় হইয়া নিবুখদনিসর রাজা যে প্রতিমা স্থাপিত করিয়াছে, তাহার পূজা কর; কিন্তু যে জন উবুড় না হইবে এবং পূজা না করিবে, সেই জন সেই দণ্ডে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে। শদ্রাক ও মেষক ও অবেদনিগো, এই তিন জন রাজকর্ম্মের নিমিত্তে

ঐ স্থানে উপস্থিত ছিল, কিন্তু পূজা করিল না; অতএব যজ্ঞসাঙ্গ না হইতে রাজাকে ইহা জানাইলে রাজা অতি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে আনিতে আজ্ঞা দিল। তাহারা রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলে রাজা কহিল, তোমরা কি আমার স্থাপিত প্রতিমা পূজা কর নাই? আমার হস্তহইতে কে তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে তাহা দেখিব। তখন তাহারা উত্তর দিল, যে ঈশ্বরকে আমরা আরাধনা করি তিনি আমাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডহইতে এবং তোমার হস্তহইতে রক্ষা করিতে পারেন, আর যদ্যপিস্যাৎ না করেন, তথাচ আমরা তোমাদিগের দেবতাকে পূজা করিব না। তাহাতে নিবুখদ্নিসর প্রজ্বলিত ক্রোধে বিকৃতমুখ হইয়া আজ্ঞা করিল, যে অগ্নিকুণ্ড সপ্তগুণ অধিক জাজ্বল্যমান করিয়া শদ্রাক ও মেষক ও অবেদনিগো এই তিন জনকে বস্ত্র সমেত তাহার মধ্যে ফেলিয়া দেও। অগ্নিকুণ্ড এমত প্রজ্বলিত হইল, যে তাহাহইতে উহাদিগকে যে তুলিত সে দগ্ধ হইত; কিন্তু ঐ তিনজন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পতিত হইয়া দগ্ধ হইল না। তাহাতে রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া আপনার মন্ত্রিগণকে বলিল, আমরা কি তিন জনকে বাঁধিয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেই নাই? তবে বন্ধনরহিত চারিজনকে অগ্নিকুণ্ডে দণ্ডায়মান দেখিতেছি, এবং চতুর্থ ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সন্তানের ন্যায় দেখিতে পাই। তখন নিবুখদ্নিসর অগ্নিকুণ্ডের নিকট গিয়া কহিল, প্রধান ঈশ্বরের সেবক শদ্রাক, মেষক ও অবেদনিগো, তোমরা বাহির হইয়া আইস। তাহারা বাহিরে আইলে দেখা গেল, যে তাহাদের একগাছি কেশও দগ্ধ হয় নাই ও তাহাদিগের বস্ত্রও বিকৃত

হব নাই, ও তাহাদিগের শরীরে অগ্নির গন্ধও নাই। তা-হাতে রাজা কহিল, যিনি দূত পাঠাইয়া আপন সেবকদি-গকে অগ্নিকুণ্ডহইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর ধন্য। পরে রাজা আপন সবং দেশে এই আজ্ঞা প্রকাশ করাইল, যে কেহ শদ্রাক, মেষক ও অবেদনিগো ইহাদিগের ঈশ্ব-রকে নিন্দা করিবে, তাহাকে কাটিয়া নষ্ট করা যাইবেক: কেনন তাঁহার তুল্য শক্তিমান্ ঈশ্বর আর নাই। পরে শ-দ্রাক ও মেষক ও অবেদনিগো ও দানিয়েল, ইহারা অত্যন্ত সম্মানিত হইল। অনন্তর নিবুখদ্নিসর রাজার উত্তরাধি-কারী বেল্‌শাসর দানিয়েলকে আরো উচ্চপদাভিষিক্ত ক-রিল; এবং মিদিয়া দেশের রাজা দারা বাবিল দেশ জয় করিয়া আপন রাজ্যের তৃতীয়াংশের উপর তাহাকে শাস-নকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিল, এবং সে সকল রাজগণের শ্রে-ষ্ঠাগ্রগণ্য হইলে তাহার সদ্‌গুণ কারণ সমুদায় রাজ্যে অভি-

ষিক্ত করিতে মনোগত করিল। রাজা এই প্রকার তাহার প্রতি অনুগ্রহ করাতে অন্য রাজারা উষ্মান্বিত হইল, এবং সে কিরূপে পদচ্যুত হইবে, ইহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার ঈশ্বর আরাধনাভিন্ন আর কোন দোষ পাইল না। তখন তাহারা রাজার নিকটে গিয়া এই কথা বলিল, হে মহারাজ, এই আজ্ঞা প্রকাশ কর, যে কোন মনুষ্য অন্য কোন দেবতা স্থানে কিম্বা কোন মনুষ্য স্থানে আগামি ত্রিংশৎ দিবসের মধ্যে বর প্রার্থনা করিবে, তাহাকে সিংহের গর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু দানিয়েল পূর্ব্বমত প্রতিদিন তিন বার করিয়া গবাক্ষের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিল। তাহার শত্রুরা ইহা দেখিবামাত্র রাজার নিকট গিয়া জানাইল। দারা রাজা এবং শুনিয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে বিস্তর যত্ন করিল। কিন্তু আপন রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন হয়; একারণ কিছুই করিতে পারিল না। অবশেষে দানিয়েলকে লইয়া সিংহের গর্ত্তে ফেলিয়া দিতে মন্ত্রিদিগকে কহিল। তখন দানিয়েলকে রাজার নিকট আনিলে রাজা তাহাকে কহিল, তুমি যে ঈশ্বরের সেবা কর, তিনি তোমাকে উদ্ধার করিবেন? রাজা এই কথা কহিয়া দানিয়েলকে সিংহের কাছে ফেলিয়া দিয়া দ্বাররুদ্ধ করিল। পরে রাজা গৃহে গিয়া অনুতাপী হইয়া কিছু আহার করিতে পারিল না, এবং সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিল না। পর দিন রাজা উঠিয়া অতিশীঘ্র সিংহের গর্ত্তের নিকট গিয়া দানিয়েলকে ডাকিয়া কহিল, হে জীবৎ ঈশ্বরসেবক, তোমার ঈশ্বর কি তোমাকে সিংহ হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন? তখন দানিয়েল উত্তর ক

রিল, হে মহারাজ, ঈশ্বর আপন দূত পাঠাইয়াছেন, এবং সিংহেরা আমার হিংসা না করে, এ কারণ তাহাদের মুখ রুদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে রাজা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া দানিয়েলকে সিংহের গর্ত্তের বাহিরে আনিতে আজ্ঞা দিল; কিন্তু যে লোকেরা তাহার অপবাদ করিয়াছিল, সে সকল লোককে সিংহের গর্ত্তে ফেলিতে কহিল। এবং সেই মত করিলে তাহারা গর্ত্তের মধ্যে না পড়িতেই সিংহেরা তাহাদের হাড় চূর্ণ করিল। তৎপরে দারা এই আজ্ঞা প্রকাশ করাইল, যে আমার রাজ্যের তাবৎ লোক দানিয়েলের ঈশ্বরকে যেন ভয় করে, কেননা তিনি জীবৎ ঈশ্বর তিনি নিস্তার করেন এবং উদ্ধার করেন এবং স্বর্গেতে ও পৃথিবীতে চিহ্ন দেখান ও ঐশ্বর্য্য ক্রিয়া করেন।

৫২ যিরূশালম পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করণ বিষয়।

যিরূশালম বিনষ্ট হওনের সত্তর বৎসর পরে খস্রনামে পারসীয় রাজা জয় করণেতে আশুরদেশে ও মিদিয়াদেশে ও বাবিলদেশে প্রধান হইয়াছিল। তাহার রাজত্বের প্রথম বৎসরে আপন দেশে বাস করিত যে সকল ইস্রাএল লোক, তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে, এবং পুনর্ব্বার যিরূশালম নগর ও মন্দির নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দিল। খস্র রাজা এই কথা প্রকাশ করিল, যে স্বয়ম্ভু স্বর্গের ঈশ্বর, যিরূশালমে তাঁহার উদ্দেশে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আমাকে আজ্ঞা দিলেন; অনন্তর তোমাদিগের মধ্যে যদি তাঁহার লোক কেহ২ থাকে, তাহারা ফিরিয়া যাউক; ঈশ্বর

তাহাদের সঙ্গী হইবেন। বাবিল রাজা য়িরূশালমহইতে যে সকল স্বর্ণপাত্র অপহরণ করিয়া আনিয়া ছিল, খস্র রাজা পাঁচ সহস্র চারিশত সংখ্যক সে স্বর্ণপাত্র ইস্রাএল লোকদিগকে ফিরিয়া দিল। ইস্রাএল লোকের মধ্যে যাহারা ইচ্ছা করিল, তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেক২ লোক ধনাঢ্য হইয়া আশুর ও বাবিল দেশে থাকিল, কেবল য়িহুদা ও লেবি বংশের বেয়াল্লিশ সহস্র ঘর য়েশুয়া নামে প্রধান যাজকের এবং দায়ুদবংশের সেরুব্বাবিলের সঙ্গে য়িরূশালমে গিয়া ভগ্নবাটী অনুসন্ধান করিল; নগরে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ প্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি এবং ঈশ্বরের মন্দির আরম্ভ করিতে উদ্যোগ করিল। এবং যাজকেরা চতুর্দ্দিগে দাঁড়াইয়া তূরীর সহিত নানা প্রকার বাদ্য বাজাইয়া ঈশ্বরকে প্রশংসা করিল। পূর্ব্বে যে সকল প্রাচীন লোক ঈশ্বরের মন্দিরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ছিল, তাহারা এই মন্দিরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল, কিন্তু প্রাচীন লোকদিগের রোদন এবং যুবক ব্যক্তিদের আহ্লাদ এমত একত্র হইল, যে বিষাদ ও আহ্লাদের ভেদ বুঝিতে পারা গেল না। তৎসময়ে লোকসকল অত্যন্ত উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগকে হাগয়ি এবং সিখরিয়া নামে ভবিষ্যদ্বক্তারা উপদেশ ও সান্ত্বনা দিয়া সবল করিল। শোমরোণীয় লোকসকল য়িহুদীয়দের মন্দিরের সহকারী হইতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু য়িহুদীয়েরা অনুমতি দিল না; এ কারণ শোমরোণীয়েরা নানা প্রকার অত্যাচার করিতে এবং রাজার নিকটে গিয়া য়িহুদীয়দের প্রতি নিত্য২ অপবাদ দিতে লাগিল; শেষে ঐ অপবাদদ্বারা কিছু

না হওয়াতে য়িহূদীয়দিগকে মারিতে উদ্যত হইল। তাহাতে য়িহূদীয়দের অর্দ্ধেক লোক অস্ত্রধারণ করিল, অর্দ্ধেক লোক মন্দির নির্ম্মাণ করিল। খস্র রাজার উত্তরাধিকারী দারা রাজা ঈশ্বরপূজার কারণ এবং রাজাকে পূর্ব্ব রীত্যনুসারে নিযুক্ত করিবার কারণ এস্রাকে পাঠাইল, এবং বাবিল দেশহইতে অপহৃত পাত্রের অবশিষ্ট পাত্র লইয়া য়িহূদা দেশে যাইতে আজ্ঞা দিল। পরে দারা রাজার উত্তরাধিকারী অর্ত্তক্ষস্থনামে আপন প্রধান মন্ত্রি নিহিমিয়কে য়িরূশালম নগরে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্তে পাঠাইল। পারসীর রাজারা প্রায় সকলেই য়িহূদীয়দের অনুগত ছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন শক্তিমান্ ও অহঙ্কৃত সক্সেরনামে য়িহূদীয়দের এস্তর নাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাদের বিস্তর উপকার করিল। এস্তরের খুড়া মর্দিখয় রাজার জীবনের বিরুদ্ধে এক কুমন্ত্রণার সন্ধান পাইয়া রাজাকে জানাইল; তাহাতে রাজা তাহাকে আপন প্রধান মন্ত্রী করিল। নিহিমিয়ও য়িরূশালমের শাসনকর্ত্তা হইলে য়িহূদীয়দের উপকার বোধ হইল, কারণ সে কিছু বেতন লইল না, এবং তাহার ভোজে প্রতিদিন প্রায় একশত পঞ্চাশ অতিথি ভোজন করিত, সে আপন ভাণ্ডারহইতে তাহার ব্যয় দিত, কখন তাহার মূল্য লইত না. তাহার এই রূপ আচরণ দেখিয়া ধনাঢ্য প্রধান য়িহূদীয়েরা ঋণের পরিশোধ লইল না, য়িহূদীয়দের সাংসারিক দুঃখ নিবারণ করিতে এ সকল অত্যাবশ্যক ছিল, কিন্তু পারমার্থিক উদ্ধার বিষয়ে মালাখি ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা ঈশ্বর এই কথা কহিয়া ছিলেন, যে "দেখ আমি দূত পাঠাইব, সে আমার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে,

এবং তোমাদিগের অন্বেষ্যমাণ যে প্রভু, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসিবেন, অর্থাৎ যাহাতে তোমাদের তুষ্টি এমন নিয়মের দূত আসিবেন, স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর এমত কহেন"।

দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তার কথানুসারে ঈশ্বরের মন্দির পুনঃস্থাপনঅবধি খ্রীষ্টের আগমনপর্য্যন্ত চারিশত তিরাশী বৎসর হইল। য়িহুদীয়দের কালীন তাহাদের নানা আশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণ আছে, পারসীর রাজা সিকন্দর ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও মন্দির ও যাজকদিগের সম্মান করিয়া আপন সেনাপতি লোকদিগকে চমৎকৃত করিল, এবং তাহাতে য়িহুদীয়দের স্বচ্ছন্দলাভ বোধ হইল। সিকন্দরের মৃত্যুর পরে তলিমি নামক তাহার সেনাপতি এক জন মিসরদেশের রাজা হইয়া য়িহুদীয় দেশ জয় করিয়া কএক সহস্র লোকদিগকে বদ্ধ করিয়া মিসর দেশে লইয়া গেল। তলিমের পুত্র অনুগৃহীত হইয়া তাহাদের সমুদয় ধর্ম্মপুস্তক ইব্রী ভাষাহইতে গ্রীক ভাষাতে অনুবাদ করাইল। পরে য়িহুদীয়েরা একশত বৎসরপর্য্যন্ত মিসরীয় রাজাদের হস্তগত থাকিয়া অন্তিয়খনামে সূরদেশের রাজার অধীন হইল। সে ভয় ও মৈত্রতাদ্বারা অনেক২ য়িহুদীয় লোকদিগকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে এবং দেবতার পুজাতে রত হইতে লওয়াইল; কিন্তু তাহারা অনন্ত পরমায়ু পাইবার নিমিত্তে মৃত্যুকেও মনোনীত করিল এই কালের মধ্যে মাখাবি বংশ উঠিয়া আপনাদের ক্রিয়া দ্বারা সুখ্যাত হইল, এবং অন্য দেশীয়দের শাসনহইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিল। কিন্তু প্রজাসকল স্বাধীন থাকিতে না পারিয়া রূমীয় লোকের সহিত মিল করিতে চেষ্টা ক

ছিল। কিছু কাল পরে রুমীয় লোকেরা কর লইতে লাগিল। পরে হেরোদ নামে এক জন রাজা তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন, কিন্তু সে অতি ক্রূর স্বভাব; সেই সময়ে য়িহুদিরেরা দায়ূদের সিংহাসন পুনঃস্থাপন করিতে এবং রুমীয় লোকদিগকে দেশবহিষ্কৃত করিতে দায়ূদের বংশোৎপন্ন এক ত্রাতার অপেক্ষাতে থাকিল। কিন্তু এই ঈশ্বরের অভিমত ছিল না। সাংসারিক উদ্ধারের নিমিত্তে নহেন, বরং পাপ-মোচনার্থে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। "পরমেশ্বর কহেন, আমার মনের সংকল্প তোমাদের সংকল্পের তুল্য নয়, এবং তোমাদের পথও আমার পথের মত নয়। পৃথিবীহইতে আকাশ যেমন উচ্চ, তোমাদের পথহইতে আমার পথ তেমন উচ্চ, এবং তোমাদের সংকল্পহইতে আমার সংকল্প তদ্রূপ উচ্চ হয়।

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ।

১ গাব্রিয়েল দূত সিখরিয়ার এবং মরিয়মের নিকট প্রেরণ হওনের বিষয়।

হেরোদ নামে য়িহূদীয় রাজার রাজত্বের কালে য়িহূদা দেশের পর্ব্বতের উপর সিখরিয়া নামে এক জন যাজক ও এলিসাবা নাম্নী তাহার স্ত্রী বাস করিতে ছিল; কিন্তু তাহারা দুই জন বৃদ্ধ হইল, আর সন্তান না হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিত ছিল। পরে পরমেশ্বরের মন্দিরের যাজন ক্রিয়ার সময় উপস্থিত হইলে সিখরিয়া যিরূশালমে গেল। অপর এক দিন ধূপ প্রজ্বলিত করিয়া ঈশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের দূত তাহাকে দর্শন দিয়া কহিল, হে সিখরিয়া, ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন, তোমার স্ত্রী এলিসাবা এক পুত্র প্রসব করিবে, তাহার নাম য়োহন রাখিও। সে জন্মাবধি পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া ইস্রাএল বংশের অনেক লোকদিগকে ঈশ্বরের পথে আনিবে, এবং এলিয়ার আত্মাতে ও শক্তিতে প্রভুর অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে। কিন্তু সিখরিয়া দূতের বাক্যেতে বিশ্বাস না করিয়া চিহ্ন দেখিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। তাহাতে দূত তাহাকে বলিল, আমি গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সাক্ষাদ্বর্ত্তি দূত, তোমার সহিত কথোপকথন করিতে এবং তোমাকে এই সুসমাচার দিতে প্রেরিত হইলাম। তুমি

এই বাক্যে প্রত্যয় করিলা না, এ কারণ যেপর্য্যন্ত এ সকল সিদ্ধ না হয়, সেইপর্য্যন্ত তুমি বোবা হইয়া থাকিবা; তাহাতে তৎক্ষণাৎ সে বোবা হইল। পরে সে মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে না পারিয়া ইঙ্গিত করিল। তখন সে কাহারো দর্শন পাইয়াছে, ইহা লোকসকল বুঝিল। অপর তাহার ছয় মাস পরে ঈশ্বরের দূত নাসরৎ নগরে মরিয়ম নামে এক কুমারীর কাছে আসিয়া কহিল, হে ঈশ্বরের মহানুগৃহীতা কন্যে, তোমার কল্যাণ হউক; নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা! কারণ প্রভু পরমেশ্বর তোমার সহায় আছেন। এই নমস্কারের বিষয়ে মরিয়ম নম্রা ও ভীতা হইলে দূত আরো কহিল, হে মরিয়ম, তুমি ভয় করিও না। কেননা তোমার প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ আছে; দেখ, তুমি গর্ব্ভিণী হইয়া এক পুত্র প্রসব করিবা, ও তাহার নাম য়ীশু রাখিবা। তিনি মহামহিম হইবেন, এবং সর্ব্ব প্রধানের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবেন; প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার পিতা দায়ুদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন, এবং তিনি য়াকুবের বংশের উপর সর্ব্বদা রাজত্ব করিবেন, আর তাঁহার রাজত্ব সদাকাল থাকিবে। তখন মরিয়ম বলিল, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? গব্রিয়েল কহিল, পবিত্র আত্মা তোমাতে আশ্রয় করিবেন; অতএব তোমার গর্ব্ভেতে যে পবিত্র বালক উৎপন্ন হইবেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র বিখ্যাত হইবেন; কেননা কোন কর্ম্ম ঈশ্বরের অসাধ্য নহে। তখন মরিয়ম কহিল, যে প্রভুর দাসী আমি, আমার প্রতি তোমার বাক্যানুসারে হউক। পরে দূত প্রস্থান করিল। অল্প কাল

পরে মরিয়ম আপন জ্ঞাতি এলিসাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। প্রথম নমস্কারকালীন এলিসাবা ঈশ্বরাত্মাতে পরিপূর্ণা হইয়া মরিয়মকে ইহা বলিল. যে তুমি আপন প্রভুর মাতা হইবা। তখন মরিয়ম কহিল, আমার মন প্রভু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছে, এবং আমার আত্মা ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরেতে উল্লসিত হইতেছে: কেননা প্রভু নিজ দাসীর দুর্গতির প্রতি অবলোকন করিলেন. এ কারণ অদ্যাবধি তাবদ্বংশ আমাকে ধন্যা বলিবে। সর্ব্বশক্তিমান যিনি যাঁহার নাম পবিত্র, তিনি আমার প্রতি মহৎ কর্ম্ম করিলেন। এবং মরিয়ম তিন মাসপর্য্যন্ত জ্ঞাতির নিকট থাকিয়া পুনর্ব্বার নসরৎ নগরে ফিরিয়া গেল।

এলিসাবা ঈশ্বরীয় দুতের কথানুসারে এক পুত্র প্রসব করিল। অষ্টম দিবসে বালকের ত্বক্‌ছেদ ও নামকরণের নিমিত্তে প্রতিবাসী ও বন্ধুবান্ধবেরা আসিয়া তাহার নাম সিখরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু তাহার মাতা সেই নাম রাখিতে নিষেধ করিয়া কহিল, নাম য়োহন রাখ। তখন তাহারা বালকের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে পত্রে লিখিয়া দিয়া কহিল, উহার নাম য়োহন রাখ। তখন সিখরিয়া এইরূপ ঈশ্বরাত্মাতে সম্পূর্ণ হইয়া এই মত ভবিষ্যৎ কথা কহিল, "ইস্‌রাএলের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আপন লোকদিগকে উদ্ধার করিলেন, আপন পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা যে কথা কহিয়াছিলেন, এবং আপন পবিত্র নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন, তাহা সকল সফল করিবার নিমিত্তে সেবক দায়ুদের বংশেতে পরিত্রাণকর্ত্তাকে উৎপন্ন করিলেন। অতএব হে বালক, তুমি

এবং প্রধানের ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিখ্যাত হইবা, এবং প্রভুর পথ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অগ্রগামী হইয়া লোকদিগের পাপ মোচনার্থে জ্ঞান প্রদান করিবা। তখন ইহা শুনিয়া লোকসকল বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, এ কেমন বালক হইবে! পরে দিনে২ য়োহনের শরীর ও বুদ্ধি ক্রমে২ বাড়িতে লাগিল; আর যেপর্য্যন্ত ইস্রাএলের নিকট প্রকাশিত না হইল, সেইপর্য্যন্ত প্রান্তরে বাস করিল।

---

২ য়ীশুর জন্মের বিবরণ।

আগস্তনামক রুমীয় রাজার রাজত্ব তৎকালীন রাজ্যের সকল লোকের নাম ও বংশ ও অধিকার লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইলে তদ্দেশস্থ লোকেরা আপন২ পূর্ব্ব পুরুষদের বাসস্থানে প্রস্থান করিল। এবং য়ুশফ ও তাহার বাগদত্তা স্ত্রী মরিয়ম, এই দুই জন দায়ুদের বংশজাত, তাহারা নাসরৎ নগর পরিত্যাগ করিয়া দায়ুদের নগরে বৈৎলহমে গমন করিল। যাত্রার পূর্ব্বে এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, ঈশ্বরীয় দূত স্বপ্নেতে য়ুশফকে দর্শন দিয়া কহিল, মরিয়ম এক পুত্র প্রসব করিবে, তাহার নাম য়ীশু রাখিবা; কারণ তিনি আপন লোকদিগকে পাপহইতে পরিত্রাণ করিবেন। তখন য়ুশফ মরিয়মকে সঙ্গে লইয়া বৈৎলহম নগরে যাত্রা করিল। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বাসস্থান না পাওয়াতে অশ্বশালাতে গিয়া রহিল। এই অধম স্থানে মরিয়ম আপন পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে বস্ত্র জড়াইয়া গোরুর গামলাতে রাখিল। দেখ, এ কেমন আশ্চর্য্য! স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজা

যিনি, তিনি ক্ষুদ্র বালক হইয়া অধম স্থানে বাস করেন ইহা আপন পিতা মাতা ব্যতিরিক্ত আর কোন ব্যক্তি জ্ঞাত ছিল না : কিন্তু ঈশ্বর আশ্চর্য্যরূপে ইহা প্রকাশ করাইলেন। বৈৎলহম নগরের নিকট যে২ মেষপালক আপন২ পালরক্ষার্থে রাত্রিযোগে মাঠে পালানুক্রমে প্রহরী ছিল তাহাদিগের নিকট পরমেশ্বরের এক দূত স্বর্গীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাদিগকে কহিল ভয় করিও না, আমি তোমাদিগকে ও তাবৎ লোকদিগকে, পরমানন্দজনক এক সুসমাচার জানাইতেছি : যেহেতু তোমাদের নিমিত্তে এক ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জন্মিলেন বৈৎলহম নগরে গেলে তাঁহাকে বস্ত্রজড়ান এক গোরুর গামলায় দেখিতে পাইবা। দূত এই কথা কহিলে, অকস্মাৎ স্বর্গীয় বহুতর দূত উপস্থিত হইয়া " সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হউক, ও পৃথিবীর শান্তি ও মনুষ্যদের মঙ্গল হউক", এই কথা কহিয়া স্বর্গেতে আরোহণ করিল।

পরে মেষপালকেরা শীঘ্র রাত্রিকালে বৈৎলহমে উপস্থিত হইয়া দূতের কথানুসারে য়ূশফ ও মরিয়ম ও বালককে দেখিতে পাইল। তাহাতে দূতের স্থানে যে সকল কথা শুনিয়াছিল, তাহা বিস্তাররূপে প্রকাশ করিল, এবং তাহা সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; কিন্তু মরিয়ম এই সকল কথা মনে বিবেচনা করিয়া মনে রাখিল। পরে অষ্টম দিবসে বালকের ত্বক্‌ছেদ হইলে তাহার নাম য়ীশু রাখা গেল। পরে চল্লিশ দিন গত হইলে মুসা লিখিত ব্যবস্থানুসারে য়ূশফ ও মরিয়ম বালককে য়িরূশালমে মন্দিরে লইয়া গেল। সেই স্থানে য়িরূশালম নগরবাসি শিমিয়োন নামে ধার্ম্মিক এক ব্যক্তি ছিল সে ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা মৃত্যুর পূর্ব্বে ত্রাণকর্ত্তাকে দেখিবে, ইহা জ্ঞাত ছিল। ঐ দিনে শিমিয়োন আত্মার অর্পণদ্বারা মন্দিরে আসিয়া এবং য়ীশু বালককে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া কহিল, হে প্রভো, আপন বাক্যানুসারে আপন সেবককে কুশলে বিদায় করুন, কেননা আমি ইস্রায়েলের পরিত্রাণকর্ত্তাকে দেখিয়াছি। পরে শিমিয়োন য়ূশফ ও মরিয়মকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বালকের মাতাকে কহিল, দেখ ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উদ্ধার নিমিত্তে এবং অনেক লোকের বিরোধি পাত্র হইবার নিমিত্তে ও অনেক লোকের মনের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এই বালক নিযুক্ত আছেন; এবং তোমার প্রাণ শূলেতে বিদ্ধ হইবে। ইহার পরে হানা নামে অতিবৃদ্ধা ভবিষ্যদ্বক্ত্রী মন্দিরে আসিয়া প্রভুর ধন্যবাদ করিল, এবং মুক্তির

অপেক্ষায় ছিল যে সকল ইস্রায়েল নগরবাসি, তাহাদি গকে জ্ঞাত করাইল।

---

৬ জ্যোতির্বেত্তাদের বিষয়।

এই ঘটনার পর য়ূশফ ও মরিয়ম বৈৎলহম নগরে কিছু কাল থাকিল। তখন পূর্ব্ব দিগহইতে তিন জন জ্যোতির্বে ত্তা আসিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিল, য়িহুদীয়দের রাজা যিনি জন্মিয়াছেন, তিনি কোথায়? কেননা আমরা পূর্ব্ব দিগে তাঁহার তারা দর্শন করিয়াছি, অতএব আমরা তাঁহাকে প্র ণাম করিতে আইলাম। প্রথমত ঐ জ্যোতির্বেত্তারা র জধানীতে গিয়াছিল। হেরোদ রাজা এই কথা শুনিয়া য়িরূ শালম নিবাসি লোকসকলের সহিত উদ্বিগ্ন হইয়া য়িরূশ লম নগরস্থ তাবৎ প্রধান যাজক ও অধ্যাপক লোকদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, খ্রীষ্ট কোথায় জন্মিবেন? তখন তাহারা ভবিষ্যদ্বক্তৃদিগের লিখন জ্ঞাত হইয়া উত্তর করিল, য়িহুদা দেশের বৈৎলহম নগরে। তাহাতে দুষ্কর্ম্ম মানস করিয়া হেরোদরাজা জ্যোতির্বেত্তাগণকে গোপনে ডাকা ইয়া ঐ তারা কোন্ সময়ে দেখা গিয়াছিল, তাহা বিশে ষরূপে জিজ্ঞাসা করিল; এবং ইহা জ্ঞাত হইয়া জ্যোতির্বে ত্তাদিগকে বৈৎলহম নগরে প্রেরণ করিয়া কহিল, তোম রা যাও, যত্নপূর্ব্বক সেই শিশুর অন্বেষণ কর, তাঁহার অন্বে ষণ পাইবামাত্র আমাকে সম্বাদ দেও; কারণ আমি গিয়া সেই শিশুকে প্রণাম করিব। তখন সেই জ্যোতির্বেত্তারা প্র স্থান করিলে যাত্রাকালীন যে তারা দেখিয়াছিল, সেই তারা

নক্ষত্র তাহাদের অগ্রে গিয়া যে স্থানে সেই শিশু ছিলেন, সেই স্থানের উপর স্থগিত হইয়া রহিল। তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া শিশুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আপনাদের ধন সম্পত্তি স্বর্ণ কুন্দুরু ও গন্ধরস তাঁহাকে দর্শনীয় দিল। কিন্তু তৎপরে তাহারা স্বপ্নেতে ঈশ্বরকৃত আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া য়িরূশালম নগরে ফিরিয়া না গিয়া অন্য পথ দিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। হেরোদ রাজা ইহা শুনিয়া মহাক্রুদ্ধ হইল। কেননা শিশুকে বধ করিতে মনস্থ করিয়াছিল, কিন্তু অন্বেষণ পাইল না। আপনার মনোভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তে বৈৎলেহম নগরের দুই বৎসরবয়স্ক শিশুদিগকে বধ করাইল। তথাচ হেরোদ রাজার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, কারণ ঐ জ্যোতির্বেত্তাদিগের প্রস্থানের কিঞ্চিত কাল পরে প্রভুর দূত য়ূশফকে স্বপ্নেতে দর্শন দিয়া কহিল, উঠ, শিশু ও তাহার মাতাকে লইয়া মিসর দেশে পলায়ন কর; আর আমি যেপর্য্যন্ত তোমাকে সম্বাদ না দিব, সেইপর্য্যন্ত সেখানে বাস কর। কেননা হেরোদ রাজা শিশুকে বধ করিবার নিমিত্তে অন্বেষণ করিতেছে। তখন য়ূশফ রাত্রিযোগে উঠিয়া শিশুকে ও তাহার মাতা মরিয়মকে লইয়া মিসর দেশে গেল। কিছুকাল পরে আপন দেশে ফিরিয়া গিয়া নাসরৎ নগরে বাস করিল।

---

৪ য়ীশুর যৌবনকালের বিষয়।

য়ীশু যৌবনকালে কিরূপ আচরণ করিয়াছেন, এবং পিতামাতার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা সকল লোক

বিশেষতঃ যুব ব্যক্তিরা অধিক জানিতে ইচ্ছা করে; তাহ ধর্ম্মপুস্তকে বিস্তারিতরূপে লিখিত নাই। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে য়ীশুর জীবনের এমন বর্ণন আছে, তিনি বালক শরীরেতে বৃদ্ধি পাইয়া জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ এবং ধর্ম্মাত্মাতে শক্তিমান হইতে লাগিলেন, তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইল। এই কএক কথানুসারে অতি আশ্চর্য্য ও চমৎকার বোধ হয়; কিন্তু শারীরিক সম্বন্ধে য়ীশু সামান্য বালকের ন্যায় হইলেন, তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পরিশ্রম জানিলেন, এবং শিক্ষা দ্বারা আপন জ্ঞান ক্রমশ বাড়াইতে লাগিলেন, কি মনোযোগী ও তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া তাঁহার সকল কা আশীর্ব্বাদ হইল এবং তাঁহার অন্তঃকরণে পাপ না হওয়াতে দুষ্কর্ম্ম কখন তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। ঈশ্বরের কা পাঠ করিতে ও শ্রবণ করিতে এবং স্মরণ রাখিতে সর্ব্ব আহ্লাদিত ছিলেন; ইহার সাক্ষ্য দিবার কারণ লূক সুস মাচার লিখিয়া এই বিবরণ কহিয়াছে। য়ীশুর পিতামাত য়িহূদীয় লোকের রীত্যনুসারে বৎসরেং নিস্তার পর্ব্ব সময়ে য়িরূশালমে যাইত, এবং য়ীশু দ্বাদশ বৎসরবয়স্ক হইলে তাহাদের সঙ্গে গেলেন। পর্ব্ব সমাপনের পর তাহারা পুন শ্চ ফিরিয়া আসিল, কিন্তু য়ীশু য়িরূশালমে রহিলেন। য়ূশফ ও মরিয়ম ইহা জ্ঞাত না হওয়াতে, তিনি সঙ্গি লোকদের নিকটে আছেন, ইহা বোধ করিয়া এক দিনের পথপর্য্যন্ত গেল। পরে বন্ধুবান্ধবের নিকট অন্বেষণ না পাওয়াতে ত হারা পুনর্ব্বার য়িরূশালমে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিল। তিন দিনের পর মন্দিরে তাঁহাকে পণ্ডিতগণের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের কথা শ্রবণ করিতে ও তা

ফিলিপের সাক্ষাৎ পাইয়া কহিলেন, আমার পশ্চাৎগামী হও। এবং সে তাঁহার সঙ্গে গেল। পরে ফিলিপ নিথনএলনামক আপন মিত্রকে দেখিয়া কহিল, মূসার ব্যবস্থা গ্রন্থে এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে যাহার প্রসঙ্গ লিখিত আছে, এমন য়ুসফের পুত্র নাসরতীয় যে যীশু, আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। নিথনএল আইলে যীশু কহিলেন, দেখ, এক নিষ্কপট প্রকৃত ইস্রাএল লোক। সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাকে কি রূপে চিন? যীশু উত্তর দিলেন, ফিলিপের আহ্বানের পূর্ব্বে যে সময়ে ডুম্বর বৃক্ষের তলে ছিলা, সেই সময়ে আমি তোমাকে দেখিলাম। সে কহিল, হে গুরো, তুমি নিতান্ত ঈশ্বরের পুত্র, এবং ইস্রাএলের রাজা। তাহাতে যীশু কহিলেন, তোমাকে ডুম্বর বৃক্ষের তলায় দেখিলাম, এই কথা কহাতে তুমি কি বিশ্বাস করিলা? ইহাহইতেও আশ্চর্য্য বিষয় দেখিবা। এই ঘটনার তিন দিবস পরে গালীল দেশে কানানামক নগরে এক বিবাহ উপস্থিত ছিল। এবং সেই বিবাহেতে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ ও তাঁহার মাতারও নিমন্ত্রণ হইল। পরে ভোজনের সময়ে দ্রাক্ষারসের অকুলন হওয়াতে যীশুর মাতা যীশুকে কহিল, ইহাদিগের দ্রাক্ষারস নাই। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, আমার সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মাতা ইনি অবশ্য এরূপ করিবেন ইহা জানিয়া দাসদিগকে কহিল, ইনি যাহা বলেন, তাহা কর। এবং য়িহুদীয়দের শুচি করণের ব্যবহারানুসারে এক মোন জল ধরে এমত ছয়টা প্রস্তরের জালা ছিল। ঐ সকল জালার জল পূর্ণ করিতে তিনি দাসদিগকে আজ্ঞা দিলেন; এবং তাহারা

প্রতিজালা কাঁধাপর্য্যন্ত জলেতে পূর্ণ করিল। পরে তিনি তাহাদিগকে কিছু ঢালিয়া ভোজাধ্যক্ষের নিকটে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। সেই জল কি প্রকারে দ্রাক্ষারস হইল, তাহা জলবাহক দাসেরা জানিতে পারিল বটে, কিন্তু ভোজাধ্যক্ষ জানিতে না পারিয়া তাহা চাকিয়া বরকে অসিতে বলিয়া কহিল, লোকেরা প্রথমত উত্তম দ্রাক্ষারস দেয়, এবং যথেষ্ট পান করিলে পর তাহাহইতে কিছু মন্দ আনিয়া দেয়, তুমি কি এখনপর্য্যন্ত উত্তম দ্রাক্ষারস রক্ষা করিলা? কিন্তু বর এ সকল বিষয় অজ্ঞাত ছিল। এব যীশু প্রথম এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়া আপন মহি প্রকাশ করিলেন, তাহাতে শিষ্যেরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা করিল।

৭ শোমিরোণী স্ত্রীর বিষয়।

যীশু ও তাঁহার শিষ্যদের পর্ব্ব সময়ে যিরূশালমে গিয়া ফিরিয়া আইসনের সময়ে গালীল দেশে পুনর্ব্বার গমন করিয়া শোমিরোণ দেশের মধ্যে দিয়া যাইতে হইল, এব নগরের অন্তর্গত সিখার নামে নগরে যাওন সময়ে একটি কূপ দেখিয়া যীশু ও তাঁহার শিষ্যেরা পথশ্রান্ত হইয়া ঐ কূপের পার্শ্বে বসিলেন। এবং তাঁহার শিষ্যেরা আহারীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে নগরের মধ্যে গেল; ইতিমধ্যে এক শোমিরোণীয় স্ত্রী ঐ কূপের জল তুলিতে আইল; এবং যীশু তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, আমাকে জল পান করিতে দেও কিন্তু যিহুদীয় লোকদের সহিত শোমিরোণীয়দের কো

ব্যবহার না থাকাতে সেই স্ত্রী বিস্মিতা হইয়া কহিল, আমি
শোমিরোণী স্ত্রী, তুমি য়িহুদীয়, কেমন করিয়া আমার স্থানে
জলপান করিতে চাহিতেছ? তাহাতে য়ীশু উত্তর করিয়া
কহিলেন, তুমি আমাকে জলপান করিতে দেও, তোমার
কাছে যিনি এমন যাজ্ঞা করিতেছেন তিনিই বা কে, ইহা
যদি জ্ঞাত হইতা, তবে তাঁহার নিকট যাজ্ঞা করিতা, এবং
তিনি তোমাকে অমৃতরূপ জল দিতেন। এই আমার দত্ত
জল পান করে, সে আর কখন তৃষ্ণার্ত্ত হয় না; কিন্তু য়ীশু
আত্মা জ্ঞানের বিষয় কহিয়াছেন। তাহা সেই স্ত্রী না বুঝিয়া
কহিল, হে মহাশয়, সেই জল দেও, যাহাতে আমার পি
পাসা আর না হয়; কারণ এই স্থানে জল তুলিতে আর
আমাকে না আসিতে হয়। তখন য়ীশু কহিলেন, যাও,
তোমার স্বামিকে ডাকিয়া লইয়া এই স্থানে আইস। সে
কহিল, আমার স্বামী নাই। য়ীশু কহিলেন, তোমার
কথা সত্য বটে; কেননা তোমার পাঁচ স্বামী হইয়াছে; আর
এক্ষণে যে তোমার সহিত থাকে, সে তোমার স্বামী নয়।
য়ীশু এই সকল গুপ্ত কথা কহিলে, সেই স্ত্রী তাঁহাকে ভবি-
ষ্যদ্বক্তা জ্ঞান করিল। এবং শোমিরোণীয় ও য়িহুদীয়দের
মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম যথার্থ, ইহার উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করিল;
এই কারণ সে য়ীশুকে কহিল, হে মহাশয়, তোমাকে ভবি-
ষ্যদ্বক্তা বুঝিলাম, আমার পিতৃলোকেরা এই পর্ব্বতের উ-
পরে ভজনা করিত; য়িহুদীয়েরা বলে, য়িরূশালম নগর ভ-
জনার উপযুক্ত স্থান আছে। য়ীশু উত্তর করিলেন, হে নারি,
আমার কথায় বিশ্বাস কর, প্রকৃত ভক্তেরা আত্মা দিয়া পিতার
ভজনা করিবে, এমন সময় আসিতেছে। ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ

তাঁহাকে ভজনা করিতে গেলে আত্মা দিয়া সত্যরূপে ভজন করিতে হয়। তখন স্ত্রী কহিল, খ্রীষ্ট আসিবেন, তাহা জানি, আর তিনি আসিয়া আমাদিগকে সকল বিষয় জ্ঞাত করাইবেন, তাহাও জানি। তখন যীশু কহিলেন, তোমার সহিত কথোপকথন করিতেছি যে আমি, আমিই খ্রীষ্ট। পরে সেই স্ত্রী ইহা শুনিয়া কলসি রাখিয়া শীঘ্র নগরের মধ্যে গিয়া লোকদিগকে কহিল, আমি যে কালে যে কর্ম করিয়াছি, তাহা সমস্ত কহিলেন, এমত এক ব্যক্তি আসিয়াছেন; আসিয়া দেখ, তিনি খ্রীষ্ট হন কি না? তাহাতে তাহার নগরহইতে বাহিরে গিয়া তাঁহার নিকটে আইল এবং তাঁহার কথা যে২ শুনিয়াছে, তাহারা কিছু দিন থাকিবার নিমিত্তে তাঁহাকে বিনয় করিল। তাহাতে তিনি দুই দিবস সেই স্থানে থাকিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। আর অনেক লোক বিশ্বাস করিয়া সেই স্ত্রীকে কহিল, আমরা কেবল তোমার কথা প্রযুক্ত প্রত্যয় করি এমত নয়, কিন্তু তিনি জগতের অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা ইহা তাঁহার কথা শুনিয়া আপনারাই জানিলাম।

---

৮ পিতরের মৎস্য ধরণের বিষয়।

গালীল সমুদ্রের নিকটে কফরনাহুম নগরে যীশু বাস করিতে ছিলেন। তিনি এক দিন নাসরত বিদব কুলে দাঁড়াইয়াছিলেন, এই সময়ে লোকসকল ঈশ্বরের কথা শ্রবণার্থে চতুর্দিগহইতে তাঁহার উপর চাপাচাপি করিলে তিনি শিমোনের নৌকায় গিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিলেন। পরে

...মান মৎস্য ধরিতে ইচ্ছা করিলে, যীশু তাহাকে কহি-
লেন তুমি গভীর জলে গিয়া জাল ফেল। পিতর কহিল,
হে গুরো, যদ্যপি আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়াও
কিছু মৎস্য পাই নাই, তথাপি তোমার আজ্ঞানুসারে জাল
ফেলি। পরে তাহারা জাল নিক্ষেপ করিলে এমত বিস্তর
মৎস্য পড়িল, যে তাহাতে জাল ছিঁড়িতে লাগিল। ত-
খন তাহারা নৌকাস্থ সঙ্গি সকলকে ডাকিল; আর তাহার।
আসিয়া দুইখান নৌকা মৎস্যেতে এরূপ পরিপূর্ণ করিল,
যে তাহাতে নৌকা চলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া পিতর
প্রভুর চরণে পড়িয়া কহিল, হে প্রভো, আমি পাপি মনুষ্য,
আমার নিকটহইতে প্রস্থান কর। কারণ এই, জালে
... মৎস্যের ঝাঁক দেখিয়া পিতর ও তাহার সঙ্গির
বিস্ময়াপন্ন হইল: কিন্তু যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ভয়
করিও না, কেননা আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী করিব।
... নৌকাসকল কূলে আনিলে তাহারা সকলকে পরি-
ত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। কিছু কাল পরে
যীশু ও তাঁহার শিষ্যেরা গালীলহইতে কফরনাহূম নগরে
ফিরিয়া আইলে এক জন মন্দিরের কর সঞ্চয়কারী পি-
তরের নিকট আসিয়া কহিল, তোমাদের গুরু কি ঈশ্বরের
মন্দিরের কর দেন্ না? কেননা য়িহূদীয়দিগের এমত ব্যব-
হার ছিল, যে বিংশতি বৎসরের পর মন্দিরের কর দিতে
হয়। তখন পিতর উত্তর দিল, হাঁ দিয়া থাকেন; কিন্তু
গৃহে আসিয়া এই কথা কহিবার পূর্ব্বে যীশু পিতরকে ক-
হিলেন, হে পিতর, পৃথিবীর রাজাগণ আপন সন্তানহ-
ইতে কি বিদেশিহইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকে? পিতর

উত্তর দিল, বিদেশিহইতে। তখন য়ীশু উত্তর করিলেন, তবে সন্তানেরা সে বিষয়ে মুক্ত আছে, অর্থাৎ য়ীশু ঈশ্বরের সন্তান, এপ্রযুক্ত পিতার মন্দিরের কর দিতে হইল না কিন্তু য়ীশু আরও কহিলেন, তাহারা যেন আমাদের প্রতি বিরক্ত না হয়, এ কারণ সমুদ্রের তটে গিয়া বড়শি ফেল তাহাতে প্রথম যে মৎস্য উঠিবে, তাহা ধরিলে তাহার মুখের মধ্যে এক তোলা রূপা পাইবা; তাহা লইয়া আমার এবং তোমার করের নিমিত্তে তাহাদিগকে দেও। তখন পিতর য়ীশুর আজ্ঞানুসারে সেই রূপ করিল। য়ীশু এমত ব্যবস্থানুসারে কর্ম্ম করিয়া সেই সময়ে তিনি জগতের প্রভু ইহা সাক্ষ্য দিলেন।

---
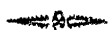
৯ য়ীশুর উপদেশ আরম্ভ।

এক দিবসে অনেক লোক য়ীশুর উপদেশ শুনিবার নিমিত্তে আইলে তিনি পর্ব্বতের উপর বসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই উপদেশের নাম পর্ব্বতীয়োপদেশ রাখা গিয়াছে। তাহার মধ্যে এই কথা প্রচার করিয়া কহিলেন, নম্রমান লোকেরা ও খিদ্যমান লোকেরা আর নম্রশীল লোকেরা ধন্য! ধর্ম্মবিষয়ে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণান্বিত লোকেরা ধন্য! দয়ালু লোকেরা ও নির্ম্মলান্তঃকরণ লোকেরা আর ধর্ম্মের কারণ তাড়িত লোকেরা ধন্য! কেননা তাহারা ভাবি জীবনে প্রতিফল পাইবে। শিষ্যের ব্যবসা ভারী হইবার কারণ লবণ ও দীপ্তি দ্বারা উপমা দিলেন। য়ীশু মুসার লিখিত ঈশ্বরের ব্যবস্থায় মনোযোগ না করেন, ইহা অ-

শোক অনুভব করিলে, তিনি কহিলেন, আমি ব্যবস্থা
ও ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের বাক্য লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু
রক্ষা করিতে আসিয়াছি। ভিক্ষা দান দিবার বিষয়,
প্রার্থনার বিষয় ও উপবাস করণের বিষয়ে উপদেশ দিয়া
তিনি কহিলেন, মনুষ্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে ধর্ম্মকর্ম্ম
করিও না, কিন্তু সঙ্গোপনে তাহা কর; তাহাতে তোমার
পিতা যিনি সঙ্গোপনে দেখিতেছেন, তিনি প্রকাশরূপে তো-
মাকে ফল দিবেন। পৃথিবীতে ধনসঞ্চয় না করিতে অনুমতি
দিলেন; কেননা যেখানে ধন, সেই খানেতেই মন থাকে। যে
রূপ দুই কর্ত্তার সেবা করা যায় না, তেমন ঈশ্বর ও ধন এ
উভয়ের সেবা করা অসম্ভব। এবং যদি তোমরা প্রভুর
সেবা করিয়া থাক, তবে খাদ্য ও বস্ত্রাদির নিমিত্তে ভাবিত
হইও না, কেননা প্রার্থনা করিলেই তোমাদিগের স্বর্গস্থ
পিতা এ সকল দিবেন। এই বিষয়ে প্রভু আরো কহিলেন,
দেখ, আকাশস্থ পক্ষিরা শস্যাদি বোনে না এবং শস্যাদি
কাটে না, এবং গোলায় সঞ্চয় করিয়া রাখে না; তথাচ ঈ-
শ্বর তাহাদিগকে আহার দিতেছেন। তোমরা কি তাহাদের
হইতে শ্রেষ্ঠ নহ? আর বস্ত্রের নিমিত্তে কেন ভাবিত হই-
তেছ? ক্ষেত্রেতে কাঙ্গুর পুষ্প কিরূপ বাড়িতেছে, তাহা
আলোচনা করিয়া দেখ, তাহারা সূতা কাটে না, এবং কোন
কর্ম্ম করে না, তথাপি আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
শলোমান রাজা এত ঐশ্বর্য্যবন্ত হইলেও এই পুষ্পের ন্যায়
বিভূষিত ছিল না। অতএব অদ্য বর্ত্তমান কল্য চুলাতে
ফেলা যাইবেক, এইরূপ যে ক্ষেত্রের পুষ্প তাহাকে ঈশ্বর
এমন বিভূষিত করিলেন, তোমাদিগকে কি বিভূষিত করি-

বেন না? প্রথমত ঈশ্বরের রাজ্য ও ধর্ম্ম বিষয়ে সচেষ্ট হও তাহাতে এই সকল দ্রব্য তোমরা পাইবা। পরে আপন শিষ্যদিগকে দোষীকৃতের বিষয়ে জ্ঞান দিয়া কহিলেন, যে রূপ দোষেতে তোমরা পরকে দোষী কর, তদ্রূপ দোষেতে তোমরাও দোষী হইবা। প্রার্থনার বিষয়ে তিনি এইরূপ উপদেশ দিলেন যাচ্ঞা কর, তবে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, অন্বেষণ কর, তবে উদ্দেশ পাইবা; দ্বারে ঘা দেও, তবে দ্বার খোলা যাইবে। পিতার নিকট রুটী চাহিলে প্রস্তর দেয় এবং মৎস্য চাহিলে সর্প দেয়, এমন কোন ব্যক্তি কি তোমাদের মধ্যে আছে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন বালকদিগকে উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতা কি আপন যাচকদিগকে উত্তম দ্রব্য দিবেন না? উপদেশের শেষ কালে যে তাঁহার কথা শুনিতে ও জানিতে তাহা নয়, কিন্তু আজ্ঞাপালন করিতে ও লোকদিগকে মনোগত করিতে এই দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন, যে কেহ আমার কথা শুনিয়া পালন করে, পাষাণের উপর গৃহকারি বিজ্ঞ লোকের সহিত তাহার তুলনা দেই। কেননা বৃষ্টি হইয়া বন্যা হইলে ও প্রবল বায়ু বহিয়া ঝড় হইলে ও সেই গৃহে লাগিলে পাষাণের উপর তাহার ভীত হওয়াপ্রযুক্ত তাহা পড়ে না। যে কেহ আমার এই কথা শুনিয়া পালন না করে, তাহার বালুকার উপর গৃহনির্ম্মাণকারি অজ্ঞান ব্যক্তির সহিত তুলনা হয়; কেননা বৃষ্টি বর্ষিয়া বন্যা আসিয়া ও প্রবল ঝড় লাগিয়া সে গৃহ পড়িয়া যায় ও তাহার ঘোরতর পতন হয়।

১০ যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয়।

ইহার পরে যিহুদীয়দের পর্ব্ব উপস্থিত হইলে যীশু যিরূশালমে গিয়া বৈথেস্‌দা নামে পাঁচ ঘাটবিশিষ্ট পুষ্করিণীর নিকট গেলেন। সেই সকল ঘাটেতে জলকম্পনের অপেক্ষায় অন্ধ খঞ্জ ও শুষ্কাঙ্গপ্রভৃতি অনেক রোগি লোক পড়িয়া থাকিত; কেননা সময় বিশেষে ঐ সরোবরে স্বর্গহইতে এক দূত নামিয়া জল দোলায়মান করিত। ঐ জলকম্পনের পরে ঐ রোগি লোকের মধ্যে প্রথমতঃ যে ব্যক্তি ঐ জলের মধ্যে নামে, সে তৎক্ষণাৎ সকল রোগহইতে মুক্ত হয়। এবং সেই স্থানে রোগগ্রস্ত এক ব্যক্তি আটত্রিশ বৎসরপর্য্যন্ত ছিল. যীশু তাহাকে দেখিয়া এবং বহু কালের রোগগ্রস্ত জানিয়া কহিলেন, তুমি কি সুস্থ হইতে বাঞ্ছা কর? তাহাতে সে কহিল. হে মহাশয়, জল যখন দোলায়মান হয়, তখন আমাকে রোগি পুষ্করিণীতে নামিয়া দেয়, এমন লোক নাই; আর আমার যাওনের পূর্ব্বে অন্য জন গিয়া অগ্রে নামে; তখন যীশু কহিলেন, উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লইয়া যাও। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া শয্যা তুলিয়া লইয়া গেল। অন্য এক সময়ে যীশু কফরনাহূম নগরে গমন করিলে ঐ নগরের শতসেনাপতির প্রিয় দাস এক জন মৃতবৎ পীড়িত ছিল। অতএব সেনাপতি যীশুর আগমন বার্ত্তা শুনিয়া আপন প্রিয় দাসকে সুস্থ করিবার নিমিত্তে যীশুকে বিনয় করণের নিমিত্তে যিহুদীয় প্রাচীন২ কএক জনাকে তাঁহার নিকট পাঠাইল। এবং তাহারা যীশুর নিকট আসিয়া অত্যন্ত বিনীতিপূর্ব্বক কহিল, ঐ সেনাপতি তো-

মার অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র বটে; কেননা সে সেনাপতি এই দেশীয় লোককে ভাল বাসে, এবং আমাদের নিমিত্তে এক ভজনালয় প্রস্তুত করিয়াছে। তাহাতে যীশু তাহাদিগের সঙ্গে গমন করিল, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ঐ শতসেনাপতি বন্ধুলোকদ্বারা তাঁহাকে কহিয়া পাঠাইল, হে প্রভো, তোমার এত পরিশ্রমের আবশ্যক নাই; তুমি যে আমার গৃহমধ্যে পাদার্পণ কর, আমি এমত যোগ্য নই; বরং আমি তোমার নিকট যাইতেও আপনাকে অযোগ্য বুঝিলাম, তুমি কথাতেই বল, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে। যেহেতুক আমি পরাধীন হইলেও আমার অধীনে যে সেনাগণ আছে, তাহাদের এক জনকে যাও বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে আইস বলিলে সে আইসে, আর নিজদাসকে ইহা কর বলিলে সে করে। যেরূপ অধীন লোকেরা সেনাপতির আজ্ঞাপালন করে, ইহার অধিক ঈশ্বর আজ্ঞা জগতে প্রতিপালন কর্ত্তব্য। তখন যীশু এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং মুখ ফিরাইয়া আপন পশ্চাদ্বর্ত্তি লোকদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে কহি, ইস্রাএলের মধ্যে এমত বিশ্বস্ত লোক পাইলাম না। পরে ঐ প্রেরিত লোকেরা গৃহে গিয়া ঐ দাসকে সুস্থ দেখিল।

অনন্তর যীশু আপন শিষ্যগণের সহিত নৌকাতে আরোহণ করিয়া বলিলেন, আইস, আমরা হ্রদের পারে যাই এবং তাহারা প্রস্থান করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন। পরে একটা প্রচণ্ড ঝটিকা উপস্থিত হওয়াতে অত্যন্ত তরঙ্গ হইয়া নৌকা আচ্ছন্ন হইলে তাহারা বিপদগ্রস্ত হইল। তা-

[illegible]তে যীশুর নিকট গিয়া তাহারা, হে গুরো, হে গুরো, আমরা মরি ইহা বলিয়া তাঁহাকে জাগাইল; তখন তিনি উঠিয়া ত-রঙ্গকে ও বাতাসকে তর্জন করিলেন; তাহাতে উভয় নিবৃত্ত হইয়া সুস্থির হইল। এবং তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের বিশ্বাস কোথায়? তাহাতে তাহারা ভীত ও চমৎকৃত হইয়া পরস্পর কহিল, আ, ইনি কেমন মানুষ। বাতাসকে ও জলকে আজ্ঞা দিলে তাহারাও আজ্ঞাকারী হয়। পরে তাহারা সমুদ্রের তীরে গালীল প্রদেশে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইল, এবং যীশু সেই স্থানে দুই জন ভূতগ্র-স্তকে সুস্থ করিয়া কফরনাহূম নগরে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আ-ইলেন। আর যীশুর আগমনের ও আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয় শ্রবণ করিয়া অনেকং লোক আপন গৃহে একত্র হইলে তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে কতক জন এক জন পক্ষাঘাতিকে খাটে শোয়াইয়া আনিল, কিন্তু লোকের বাহুল্যপ্রযুক্ত যীশুর নিকটে আনিতে না পারিয়া তাহারা গৃহের উপর উঠিয়া ছাত খুলিয়া খাটসুদ্ধ ঐ পক্ষাঘাতিকে যীশুর নিকট গৃহমধ্যে নামাইল। তখন যীশু তাহাদিগের এইরূপ বিশ্বাস দেখিয়া পক্ষাঘাতিকে এই আজ্ঞা দিলেন, হে আমার পুত্র, তোমার পাপক্ষমা হইল; উঠ, আপন শয্যা লইয়া গৃহে যাও। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সকল লোকের সাক্ষাতে শয্যা লইয়া চলিয়া গেল। তাহাতে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং বলিল, আজি আমরা অসম্ভব দেখিলাম।

১১ যীশুর অবিরত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয়।

অপর এক দিবসে যীশু নাইন নগরে গমন করিলেন এবং তাঁহার অনেক শিষ্য ও অন্যান্য অনেকেই তাঁহার সঙ্গে গেল। পরে নগরদ্বারে উপস্থিত হইলে কতক লোক এক মৃত মানুষকে বহিয়া নগরের বাহিরে যাইতেছিল; সে তাহার মাতার এক পুত্রমাত্র ছিল, এবং তাহার মাতাও বিধবা; তাহার সঙ্গে নগরীয় অনেক২ লোক ছিল। তখন তাহাকে দেখিয়া প্রভু কহিলেন, কান্দিও না; এবং তিনি নিকটে গিয়া ঐ খাট স্পর্শ করিলেন। তাহাতে বাহকের স্তগিত হইয়া দাঁড়াইলে যীশু কহিলেন, হে যুব মানুষ, উঠ আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি। তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কথা কহিতে লাগিল। পরে যীশু তাহার মাতার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে লোক সকল ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া কহিল, আমাদের

... এক জন মহাভবিষ্যদ্বক্তার উদয় হইল; এবং ঈশ্বর
... লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। এই ঘটনার
... কফরনাহুমহইতে যাইরনামক ভজনাল-
... এক জন অধ্যক্ষ যীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে
... হইয়া আপন বাটীতে আসিতে তাঁহাকে বিনয় ক
... কারণ তাহার দ্বাদশ বৎসরবয়স্কা একটী কন্যামাত্র,
... কল্পা হইয়াছিল। এবং যীশু তাহার সঙ্গে গমন-
... লোকের বড় সমারোহ হইল, কারণ প্রত্যেক লোক
... নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করিল। ঐ লোকের মধ্যে দ্বা-
... বৎসরের প্রদররোগমুক্তা হইবার নিমিত্তে চিকিৎস-
... সর্ব্বস্ব দিয়াছিল এমন এক স্ত্রী, তাহার পশ্চাৎ দিগে
... তাঁহার বস্ত্রের অঞ্চল স্পর্শ করিল; তাহাতে সে
... প্রদররোগহইতে মুক্তা হইল। তখন যীশু কহি-
... কে আমাকে স্পর্শ করিল? তাহাতে তাঁহার শিষ্যগ-
... এক জন উত্তর করিল, হে গুরো, লোকসকল চাপাচাপি
... আপনকার গাত্রের উপর পড়িতেছে, তথাচ ক-
... হিতেছেন, কে, আমাকে স্পর্শ করিল। কিন্তু যীশু কহি-
... লেন, আমাকে কে বিশ্বাসরূপে স্পর্শ করিল। কেননা আ-
... হইতে শক্তি নির্গতা হইল, ইহা আমি নিশ্চয় জানিলাম।
... ঐ স্ত্রীলোক ভীত হইয়া কাঁপিতেং আসিয়া যীশুর
সম্মুখে পড়িল, এবং কিরূপে স্পর্শ করিল আর কিরূপে
রোগহইতে মুক্তি পাইল, তাহা সকল লোকের সাক্ষাতে
কহিল; তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, হে, কন্যে; সু-
স্থিরা হও, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থা করিল, তুমি
কুশলে যাও। এই কথা কহিবার সময়ে যাইরনামক অধ্য-

ক্রয় করিয়া উহাদিগকে ভোজন করাইব? তখন তিনি শি-ষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকট কত রুটী আছে? তাহারা গিয়া দেখিয়া তাঁহাকে কহিল, পাঁচখান রুটী ও দুইটা মৎস্য আছে। তখন তিনি লোকদিগকে হরিৎ ঘাসের উপর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বসাইতে আজ্ঞা দি-লেন। তাহাতে লোকসকল শত২ জন পঞ্চাশ২ জন একত্র শ্রেণী হইয়া বসিল। পরে তিনি পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের স্তব করিলেন। সেই রুটী ভাঙ্গিয়া২ পরিবেশনার্থে শিষ্যদিগকে দি-লেন আর দুই মৎস্য অংশ করিয়া সকল লোকদিগকে দিলেন তাহাতে সকলে ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল। প্রায় পাঁচ সহস্র লোক ভোজন করিলেও তাহার অবশিষ্ট রুটীতে এবং মৎস্যেতে বারো ডালী পরিপূর্ণ করিয়া উঠাইয়া লইল। পরে শিষ্যেরা অন্য দিগে যাইবার নিমিত্তে নৌকাতে আ-রোহণ করিল; কিন্তু তিনি সেই স্থানে থাকিয়া পর্ব্বতের উপর গিয়া প্রার্থনা করিলেন। এবং রাত্রিকালে নৌকা সমুদ্রের মধ্যে উপস্থিত হইলে অত্যন্ত বাতাস ও ঢেউ হই-য়াছিল। এবং যীশু চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে ইহা জানিয়া পদব্রজে সমুদ্রের উপর দিয়া তাহাদের নিকট গিয়াছিলেন; কিন্তু শিষ্যেরা তাঁহাকে সমুদ্রের উপর হাঁটিতে দেখিয়া উ-দ্বিগ্ন হইয়া কহিল, ঐ ভূত২ আর শঙ্কাতে চেঁচাইল। তৎ-ক্ষণাৎ যীশু উত্তর দিয়া কহিলেন, স্থির হও, ভয় নাই, এই আমি; তাহাতে পিতর উত্তর দিয়া কহিল, হে প্রভো, যদি আপনি বটেন, তবে আপনকার নিকট জলের উপর দিয়া যাইতে আজ্ঞা করুন। তখন যীশু কহিলেন, আইস; তাহা-

তে পিতর নৌকাহইতে নামিয়া জলের উপর হাঁটিয়া তাঁহার নিকটে গেল, কিন্তু প্রচণ্ড ঝড় দেখিয়া ভয়েতে জলে ডুবুং হইল, আর ডাকিয়া কহিল, হে প্রভো, আমাকে রক্ষা করুন। তখন যীশু হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিয়া কহিলেন, হে অল্পবিশ্বস্ত, কেন সন্দেহ করিলা? অনন্তর তাঁহারা নৌকা আরোহণ করিলে বাতাস নিবৃত্ত হইল। ধর্ম্মপুস্তকে আরো অন্যান্য আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয় বিস্তারিত লিখিত আছে, তিনি কেমন অনেকং অন্ধকে চক্ষুর্দান দিলেন এবং খঞ্জকে চরণ দান দিলেন, ও কুষ্ঠিকে পরিষ্কৃত করিলেন, এবং বধিরকে শ্রবণ করাইলেন। ভূতগ্রস্ত লোক সকল তাঁহার আজ্ঞানুসারে রক্ষা পাইল, এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখভাগিকে দুঃখহইতে তিনি মুক্ত করিলেন।

---

১৩ পাপিনী এবং কনানীয় স্ত্রীলোকের বিষয়।

শিমোন নামে এক ফরূশী যীশুকে এক দিন ভোজনার্থে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহার গৃহে গেলেন, ঐ নগরে কোন পাপি স্ত্রীলোক ছিল। যীশু ফরূশীর গৃহে ভোজন করিতে আসিয়াছেন, সে স্ত্রী ইহা শুনিয়া এক শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে সুগন্ধি তৈল লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ চরণের নিকটে দণ্ডায়মান হইল, এবং রোদন করিতেং নেত্রজলদ্বারা তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিয়া আপন কেশ দিয়া তাঁহার চরণ মার্জ্জন করিয়া চুম্বন করিল, এবং সুগন্ধি তৈল মাখাইতে লাগিল। তাহাতে ঐ নিমন্ত্রণকারি ফরূশী মনেং ভাবিল ইনি যদি ভবিষ্যদ্বক্তা হইতেন, তবে ইঁহাকে স্পর্শ করিতে

যে স্ত্রী, সে কি প্রকার তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিতেন; কেননা সে ব্যভিচারিণী। তখন যীশু তাহার মনোগত জ্ঞাত হইয়া কহিলেন, হে শিমোন, তোমাকে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাহাতে সে কহিল, হে গুরো, তাহা বলুন। তাহাতে তিনি কহিলেন, এক মহাজনের দুই জন ঋণী ছিল: তাহার মধ্যে, এক জন পাঁচ শত সিকা, আর এক পঞ্চাশ সিকা ধারিত। পরে তাহাদিগের সেই ঋণ পরিশোধ করিবার শক্তি না থাকাতে সেই মহাজন সে দুই জনকে ক্ষমা দিল: তাহাতে সেই দুই জনের মধ্যে কে তাহাকে অধিক প্রেম করিবে তাহা বল? শিমোন উত্তর দিল, আমার বোধ হয়, যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা করিল, সেই অধিক প্রেম করিবে। তিনি কহিলেন, তুমি যথার্থ বিচার করিলা, ইহা বলিয়া যীশু সেই স্ত্রীলোকের প্রতি ফিরিয়া শিমোনকে কহিলেন, হে শিমোন, এই স্ত্রীলোককে কি দেখিতেছ? আমি তোমার গৃহে আইলাম, তুমি আমার পাদ প্রক্ষালনার্থ জল দিলা না; কিন্তু এই স্ত্রী নেত্রজলদ্বারা আমার পাদ প্রক্ষালন করিয়া আপন কেশ দিয়া মার্জ্জন করিল; এবং তুমি আমাকে আলিঙ্গন করিলা না, কিন্তু এই স্ত্রী আগমনাবধি চরণ চুম্বন করিতে নিরস্ত হয় নাই; তুমি আমার মস্তকে কিছুই মর্দ্দন করিলা না, কিন্তু এই স্ত্রী সুগন্ধি তৈলদ্বারা আমার চরণ মর্দ্দন করিল; অতএব ইহার অধিক পাপক্ষমা হইল, এক্ষণে অধিক প্রেম করিতেছে; যাহার অল্প পাপ ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম করে। পরে তিনি ঐ স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার পাপক্ষমা হইল, তুমি কুশলে গমন কর।

যীশু কিছু স্থিরতা পাইবার নিমিত্তে এক দিবসে গালীল

দেশহইতে প্রস্থান করিয়া সূর ও সীদোন নগরের অঞ্চ
গমন করিলেন; কিন্তু সে স্থানেতেও তিনি গোপনে থাকি
পারিলেন না। এক কনানীয় স্ত্রীর একটি কন্যামাত্র ভূতগ্র
সে য়ীশুর আগমনের বিষয় শুনিয়া তাঁহার নিকট আসি
চরণে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ভূতগ্রস্তা কন্যাহইতে ভূ
বাহির করিতে নিবেদন করিল। য়ীশু তাহাকে কহিলে
বালকের খাদ্য দ্রব্য লইয়া কুক্কুরদিগকে দেওয়া উচিত নয়
তাহার পরীক্ষা লইবার নিমিত্তে এই কথা কহিলেন। তখ
সে স্ত্রী কহিল, হে প্রভো, সে সত্য বটে; তথাপি প্রভু
মেজহইতে যে কিঞ্চিৎ গুঁড়গাঁড়া পড়িয়া থাকে, তাহা কু
রেরা খায়। তাহাতে য়ীশু উত্তর দিলেন, হে নারি, তোমা
বড়ই বিশ্বাস। অতএব তোমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণা হউক
তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই কন্যা সুস্থা হইল।

---

১৪ য়োহন বাপ্তাইজকের মৃত্যুর বিষয়।

য়োহন আপন ভারি ব্যবসা অর্থাৎ খ্রীশুর আগমনের
প্রকাশ করণ সম্পূর্ণ করিয়া ধর্ম্ম প্রমাণ করিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত
হইল। মথী সুসমাচারে এইরূপ বিবরণ আছে, হেরোদ
রাজা হেরোদীয়া নামে আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রীকে অ
বিহিতরূপে বিবাহ করিল; তাহাতে য়োহন তাহাকে নির্ভয়-
রূপে নিন্দা করিল, এ জন্যে রাজা য়োহনকে বদ্ধ করিয়া
কারাগারে রাখিয়াছিল। পরে হেরোদ রাজার জন্মদিন
উপস্থিত হইলে হেরোদীয়ার কন্যা তাহার নিকট নৃত্য করি-
য়া তাহার সন্তোষ জন্মাইলে রাজা সকলের সাক্ষাতে শপথ

করিয়া কহিল, তুমি আমার নিকট যাহা যাজ্ঞা করিবা, তা-হাই দিব। সে কন্যা পূর্ব্বে আপন মাতার নিকটে শিক্ষিতা ছিল একারণ কহিল, য়োহন বাপ্তাইজকের মস্তক পাত্রে করিয়া আমাকে দেউন। কিন্তু এই কথা শুনিয়া রাজা দুঃ-খিত হইল; পরন্তু ভোজনোপবিষ্ট ব্যক্তিদের সমক্ষে আপ-নার দিব্য করণ নিমিত্তে তাহা দিতে আজ্ঞা করিল; পরে কারাগারে লোক প্রেরণ করিয়া য়োহনের মস্তক ছেদন করিয়া থালেতে মস্তক আনাইয়া সেই কন্যাকে দিল। তখন সে তাহা আপন মাতার নিকটে লইয়া গেল। পরে য়োহনের শিষ্যগণ আসিয়া ঐ দেহ লইয়া গিয়া কবর দিল, এবং যীশুর নিকট গিয়া সম্বাদ কহিল।

---

১৫ যীশুর দৃষ্টান্ত কথার বিষয়।

যীশু অনেকবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকদিগকে উপদেশ দিলেন; কিন্তু লোকেরা ঐ দৃষ্টান্ত কথা বুঝিতে পারিল না। পরে আপন শিষ্যগণকে সরলভাবে ধর্ম্মাচরণের নিমি-ত্তে ঐ সকল কথার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। ইহার বিষয়ে যীশু আপন শিষ্যদিগকে এই কথা কহিলেন, ঈশ্বরের রা-জ্যের নিগূঢ় কথা বুঝিতে তোমাদিগের অধিকার আছে, কিন্তু অন্য লোকের প্রতি এই সকল দৃষ্টান্তমাত্র হইয়াছে; কেননা তাহারা শ্রবণ করিয়া এবং জ্ঞাত হইয়াও বিশ্বাস করিবে না। তাঁহার দৃষ্টান্ত কথা এই২; এক জন কৃষক বীজ বুনিতে বাহিরে গেল, তাহা ছড়াইবার সময়ে যে কিছু প-থের পার্শ্বে পড়িল, তাহা পক্ষিরা খুঁটিয়া খাইল। আর

কিঞ্চিৎ অল্পমৃত্তিকাযুক্ত পাষাণ স্থলে পড়িল, তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু মৃত্তিকার অল্পতাপ্রযুক্ত তাহার মূল না হওয়াতে শুষ্ক হইয়া গেল। এবং কিছু বীজ কন্টকের মধ্যে পড়িল; পরে কন্টক বাড়িয়া তাহা গ্রাস করিল। আর যে কিঞ্চিৎ উর্ব্বরা ভূমিতে পড়িল, তাহার কতক শতগুণ, কতক ষষ্টিগুণ, কতক ত্রিশগুণ ফল ফলিল। ইহার পরে যীশু কহিলেন, যাহাদের কর্ণ আছে, তাহারা শুনুক। পরে শিষ্যেরা এই দৃষ্টান্ত কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে যীশু কহিলেন, বীজের অর্থ ঈশ্বরের কথা; পথের পার্শ্বে পতিত বীজের অর্থ এই, কেহ ঈশ্বরের কথা শুনিয়া বুঝে না, পাপাত্মা আসিয়া তাহার মনহইতে সে সকল রোপিত কথা হরণ করিয়া লয়, যে তাহারা বিশ্বাস না করে ও তাহাদের পরিত্রাণ না হয়। আর পাষাণ স্থলে যে বীজ পড়িল, তাহার অর্থ এই, কেহ ঐ কথা শুনিবামাত্র আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার মনেতে বদ্ধমূল না হওয়াতে কিছু কালমাত্র থাকে; পরে সেই কথার নিমিত্তে কোন ক্লেশ কিম্বা তাড়না হইলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বিরক্ত হয় যে বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়িল, তাহার অর্থ এই; কেহ বা এই কথা শুনিলে পর তাহার সাংসারিক চিন্তা ও ধন ভ্রান্তিতে সেই কথা গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহাতে সে বিফল হয়। যাহা উর্ব্বরা ভূমিতে পড়িল, তাহার অর্থ এই; যাহারা এই কথা শুনিয়া সরল ও শুদ্ধান্তঃকরণে গ্রহণ করে তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ফল উৎপন্ন করে।

অন্য দৃষ্টান্ত কথা এই, স্বর্গের রাজ্য এমন এক গৃহস্থের তুল্য, যে আপন ক্ষেত্রে সুবীজ বুনিয়াছিল, কিন্তু রাত্রিকালে

লোকসকল শুইলে তাহাদের শত্রু আসিয়া ঐ গোম বীজের মধ্যে বনঘাসের বীজ বুনিয়া চলিয়া গেল। পরে বীজসকল অঙ্কুরিত হইয়া শীষ হইয়া উঠিল, তখন বনঘাসও দেখা দিল। তাহাতে সে গৃহস্থের দাসেরা আসিয়া কহিল, হে মহাশয়, আপনি ক্ষেত্রেতে কি ভাল বীজ বুনেন নাই, তবে বনঘাস কোথাহইতে হইল? তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কোন শত্রু ব্যক্তি এ কর্ম্ম করিয়া থাকিবে। দাসেরা কহিল, যদি মহাশয়ের আজ্ঞা হয়, তবে আমরা গিয়া তাহা উৎপাটন করিয়া ফেলি; কিন্তু সে কহিল, না না, পাছে তোমরা বনঘাস উৎপাটন করিবার সময়ে গোম বা উপড়াও। অতএব শস্য কাটনের সময়পর্য্যন্ত উভয়কেই বাড়িতে দেও; তখন কাটিবার সময়ে ছেদকদিগকে আমি কহিব অগ্রে বনঘাস কাটিয়া বোঝা২ বান্ধিয়া পোড়াইবার নিমিত্তে রাখ, গোমসকল গোলাযাত কর। এই দৃষ্টান্ত কথার অর্থ এই যিনি ভাল বীজ বুনিলেন, তিনি মনুষ্যের পুত্র; ক্ষেত্রের অর্থ জগৎ। ভাল বীজ ঈশ্বরের সন্তানগণ, কিন্তু বনঘাস পাপাত্মাসমূহ; যে শত্রু তাহা বুনিল, সে শয়তান, এবং ছেদনের সময়, জগতের শেষ, ছেদকেরা স্বর্গের দূতগণ। অতএব যেমন বনঘাস একত্র করিয়া পোড়ায়, তদ্রূপ জগতের শেষে হইবে, মনুষ্যপুত্র যীশু আপন দূতগণকে পাঠাইয়া দিবেন, তাহারা আসিয়া তাঁহার রাজ্যের বিঘ্নকারি পাপাত্মাদিগকে একত্র করিয়া যেখানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হয় সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলাইয়া দিবে। তখন ধার্ম্মিকেরা আপন পিতার রাজ্যে তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যের ন্যায় হইবে।

১৬ স্বর্গীয় রাজ্যের বিষয়ে অন্যহ দৃষ্টান্ত।

অপর এক সময়ে য়ীশু লোকদিগকে এই দৃষ্টান্তের কথা উপস্থিত করিয়া কহিলেন, স্বর্গের রাজ্য এক সর্ষপের তুল্য, কোন মনুষ্য তাহা লইয়া আপন ক্ষেত্রেতে বপন করিল। ঐ সর্ষপের বীজ অন্য বীজহইতে অতিক্ষুদ্র হইলেও বৃদ্ধি পাইয়া সকল বৃক্ষহইতে এমত বৃহৎ হয়, যে তাহার তলে আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া বাসা করে। পুনশ্চ স্বর্গরাজ্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সর্ব্ব সংগ্রহকারি জালের সদৃশ, ঐ জাল সম্পূর্ণ হইলে লোকেরা যেমন কূলেতে তুলিয়া ভালহ বাচিয়া পাত্রে রাখে, আর মন্দসকল ফেলাইয়া দেয়, তেমনি জগতের শেষে হইবে। পুনশ্চ ক্ষেত্রের মধ্যে আচ্ছাদিত ধন কেহ তাহার উদ্দেশ পাইলে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করে, তদ্রূপ স্বর্গরাজ্য। অন্য দিবসে য়ীশু কহিলেন, স্বর্গরাজ্য এমন এক জন গৃহস্থের তুল্য, যে অতি প্রভাতে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কৃষাণদিগকে নিযুক্ত করিতে গেল; পরে দিন প্রতিজন চারি আনা বেতন নিয়ম করিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিল। অনন্তর এক প্রহর বেলার সময় সে ব্যক্তি বাজারে গিয়া আর কএক জনকে নিষ্কর্ম্মে থাকিতে দেখিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরাও গিয়া আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম কর; উপযুক্ত বেতন পাইবা। তখন তাহারা সেই কথাক্রমে ক্ষেত্রে গেল, এবং সেই ব্যক্তি দুই প্রহর ও তিন প্রহরের সময়ে বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিল। পরে এক ঘণ্টা বেলা থাকিতে বাহিরে গিয়া আর কএক জনকে নিষ্কর্ম্মে থাকিতে দেখিয়া কহিল, তোমরা সমস্ত দিন নিষ্কর্ম্মে বসিয়া আছ কেন? তাহারা বলিল, হে মহাশয়

মরা অদ্য কর্ম্ম পাই নাই। তখন সে ব্যক্তি কহিল, তো-
মরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, তাহাতে উপযুক্ত বেতন
পাইবা। অনন্তর সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা
অধ্যক্ষকে ডাকিয়া কহিল, কৃষাণদিগকে ডাকিয়া শেষ জন
অবধি প্রথম জনপর্য্যন্ত বেতন দেও; তাহাতে যাহারা এক
ঘণ্টা বেলা থাকিতে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রত্যে-
কে সিকি আনা করিয়া দিল। তখন প্রথম নিযুক্ত লোকে-
রা অনুমান করিল, আমরা ইহাহইতে অধিক পাইব: কিন্তু
তাহারাও প্রত্যেকে এক সিকা পাইল। তখন তাহারা গৃহ-
স্থের সহিত কলহ করিয়া কহিল, আমরা সমস্ত দিন রৌ-
দ্রে ক্লান্ত হইয়া পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু যাহারা এক
ঘণ্টামাত্র পরিশ্রম করিয়াছে, তাহাদিগকে আমাদের সমান
বেতন দিলা। তাহাতে সে উত্তর করিল, হে বৎস, আমি
তোমাদিগের কিছুই অন্যায় করি নাই, কারণ তোমরা কি
আমার নিকট এক সিকাতে স্বীকৃত হইয়াছিলা না? অতএব
তোমাদিগের প্রাপ্য তোমরা লইয়া যাও; আমি তোমাদি-
গের তুল্য বেতন পশ্চাতের নিযুক্ত লোকদিগকেও দিব।
নিজ দ্রব্যকে স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে কি আমার
অধিকার নাই? আমার দাতৃত্বপ্রযুক্ত তুমি অন্যের প্রতি
কি ঈর্ষা করিতেছ? এমত অগ্রের ব্যক্তি পশ্চাৎ ও পশ্চা-
তের ব্যক্তি অগ্রে পড়িবে। কেননা অনেকে আহূত, অল্প
মনোনীত।

---

১৭ অন্যান্য দৃষ্টান্ত।

এক দিবসে কর সংগ্রাহকারি ও দুষ্ট লোকসকল উপদেশ পাইবার নিমিত্তে যীশুর নিকট আইল; ইহা দেখিয়া ফরু শিরা ও অধ্যাপকেরা কহিল, এই মনুষ্য দুষ্ট লোকের সঙ্গে প্রণয় করিয়া ভোজন করিতেছে। তখন যীশু তাহাদিগকে এই এক দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন, তোমাদিগের মধ্যে কাহার এক শত মেষ থাকিলেও তাহার এক মেষ হারাইলে প্রান্তরে নিরানব্বই মেষ ছাড়িয়া ঐ হারাণ মেষ না পাওয়া পর্য্যন্ত অন্বেষণ না করে, এমন কে আছে? এবং তাহার উদ্দেশ পাইলে হৃষ্টমনে স্কন্ধে করিয়া স্বস্থানে আনয়নপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবাসি লোকদিগকে ডাকিয়া কহে, আমি হারাণ মেষ পাইলাম, আমার সঙ্গে আনন্দ কর। অতএব তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যাহাদের মন ফিরাণের আবশ্যকতা নাই এমন যে ধার্ম্মিকের নিরানব্বই জনের নিমিত্তে স্বর্গে যেরূপ আনন্দ হয়, এক জন পাপির মন ফিরাণেতে ততোধিক আনন্দ হয়।

অপর তিনি কহিলেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল, তাহাতে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, তোমার বিষয়ের যে অংশ পাইব, তাহা আমাকে বিভাগ করিয়া দেও; তাহাতে পিতা নিজ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিল। অল্প দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত ধন লইয়া দূর দেশে প্রস্থান করিয়া দুষ্টাচরণেতে তাবৎ নষ্ট করিল। তাহার সমুদায় সম্পত্তি ব্যয় হইলে সে দেশে মহাদুর্ভিক্ষ হইল, তাহাতে তাহার দৈন্য দশা ঘটিতে লাগিল। প

৩৮ ধনবানে মানুষ ও লাসার বিষয়।

অন্য এক দিবসে যীশু শ্রোতাদিগকে এই বিবরণ কহিলেন, এক ধনবান্ মানুষ শুভ্রবৎ শুক্লবস্ত্র পরিধান করিত এবং প্রত্যহ পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন ও পান করিত। অপর সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতযুক্ত লাসার নামে এক জন দরিদ্র ঐ ধনবানের ভোজনাবশিষ্ট খাইতে বাঞ্ছা করিয়া তাহার দ্বারে পড়িয়া থাকিত, এবং তাহাতে কুক্কুরেরা আসিয়া তাহার সেই ক্ষত চাটিত। কিছু কাল পরে সেই দরিদ্র প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গীয় দূত তাহাকে লইয়া অব্রাহমের ক্রোড়ে বসাইল। পরে সেই ধনবানও মরিল, ও তাহার কবর দেওয়া গেল। কিন্তু নরকেতে বেদানুকূল হইয়া সে ঊর্দ্ধ দিগে দৃষ্টি করিয়া অতিদূরে অব্রাহমকে ও তাহার ক্রোড়ে লাসারকে দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, হে পিতঃ অব্রাহম, অনুগ্রহ করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জীহ্বাকে শীতল করিতে লাসারকে পাঠাইয়া দেও; কারণ এই অগ্নির শিখাতে আমি তাপিত আছি। তখন অব্রাহম কহিল, হে পুত্র, তুমি জীবদ্দশাতে অতি উত্তম বস্ত্র পাইয়াছিলা, কিন্তু লাসার অতি অধম বস্ত্র পাইয়াছিল, ইহা স্মরণ কর; কেননা সম্প্রতি তাহার সুখভোগ, তোমার যন্ত্রণা ভোগ হইতেছে। আর শ্রবণ কর, তোমাদের ও আমাদের স্থানের এমন দূরত্ব আছে, যেহেতুক এস্থানের লোক তোমাদের স্থানে গমনাগমন করিতে পারে না। তখন সে বিনয় করিয়া বলিল, হে পিতঃ, আমার পিতৃগৃহে যে পাঁচ ভ্রাতা আছে, তাহাদের নিকট লাসারকে পাঠাইয়া দেও, তাহা

এই নরক যন্ত্রণা জ্ঞাত হইয়া এস্থানে যেন না আইসে। তা- হাকে অব্রাহম কহিল, মুশা ও ভবিষ্যদ্বক্তাগণের পুস্তক তাহাদিগের নিকট আছে, তাহারা ঐ বচন মানুক। তখন সে নিবেদন করিল, যে এমত নয়, কিন্তু মৃত লোক তাহা- দের নিকট গেলে তাহারা মন ফিরাইবে; কিন্তু অব্রাহম কহিল, তাহারা যদি মুশা ও ভবিষ্যদ্বক্তার কথা না মানে তবে মৃত এক জন উঠিলেও তাহার কথাতে বিশ্বাস ক- রিবে না।

যীশুর শিশুগণকে গ্রাহ্য করণ ও কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করণের বিষয়।

এক দিবস যীশু লোকদিগকে উপদেশ দিলে পর গাত্রে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ পাইবার নিমিত্তে লোকেরা আপন শিশুদিগকে যীশুর নিকট আনিল; কিন্তু যীশুর শিষ্যেরা বিরক্ত হইয়া সেই সকল লোকদিগকে অনুযোগ করিল।

তখন তিনি তাহাদিগকে চেতনা দিয়া কহিলেন, শিশুদি-গকে থাকিতে দেও, আমার নিকটে ইহাদিগকে আসিতে নিবারণ করিও না; কেননা এইমত ব্যক্তিদেরই স্বর্গরাজ্যে অধিকার। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে ব্যক্তি শিশুর ন্যায় ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কদাচ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। পরে তিনি শিশুদি-গকে ক্রোড়ে করিয়া গাত্রে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অপর এক যুবা মানুষ য়ীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে পরম গুরু, অনন্ত পরমায়ুর প্রাপ্তির নিমিত্তে আমার কিং করা কর্ত্তব্য? তা, তাতে য়ীশু কহিলেন, আমাকে কেন পরম করিয়া বল। পরমেশ্বর ব্যতিরিক্ত আর কেহ পরম নাই; কিন্তু সে যাহ হউক, তুমিতো দশ আজ্ঞা জ্ঞাত আছ; অনন্ত পরমায়ু পাইবার নিমিত্তে সেই সকল আজ্ঞা প্রতিপালন কর। তখন যুবক কহিল, বাল্যকালাবধি এ সকল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি, আমার কি ত্রুটি আছে? তখন য়ী[illegible] কহিলেন, তথাপি এই এক কর্ম্ম অপেক্ষা আছে, নি[illegible] সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গেতে ধন পাইবা; পরে আসিয়া আমার পশ্চাদ্গামী হও। কিন্তু এই কথা শুনিয়া সে যুবক অতি শোকান্বি[illegible] হইল, যেহেতুক তাহার যথেষ্ট ধন ছিল। তখন য়ীশু আপ[illegible] শিষ্যদিগকে কহিলেন, ধনি লোকদিগের স্বর্গরাজ্যে প্রবে[illegible] করা অতিদুষ্কর।

অল্প কাল পরে অন্য ধনবান্ পরীক্ষিত হইয়া স্বর্গরা[illegible] আপন সম্পত্তির অধিক প্রার্থনা করিল। য়ীশু যিরুশাল[illegible]

পরে তিনি যিরীহো নগরের মধ্য দিয়া গমন করিলেন;
সেই সময়ে সক্কেয়নামক এক জন ধনী করসংগ্রহকারী প্রধান
লোক যীশুকে দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু খর্ব্বতাপ্রযুক্ত
জনসমূহের মধ্যে তাঁহার দর্শন না পাওয়াতে তিনি যে
পথে গমন করিবেন সেই পথে অগ্রে গমন করিয়া এক
ডুমুর বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিল। পরে যীশু সেই
স্থানে উপস্থিত হইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া তাহাকে কহিলেন
হে সক্কেয় তুমি শীঘ্র নাম, কেননা তোমার গৃহে
অদ্য আমার বাস করিতে হইবে। তখন সে শীঘ্র বৃক্ষহ-
ইতে নামিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহাকে সমাদর করিল; সকল
লোক ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিল, যীশু অতিথি
হইয়া পাপি লোকের গৃহে গমন করিতেছেন। এবং তাহার
বিরুদ্ধে বচসা করিতে লাগিল, তাহাতে সক্কেয় উঠিয়া
প্রভুকে কহিল, হে প্রভো, আমার যে সংস্থান আছে
তাহার অর্দ্ধেক দরিদ্রদিগকে দান করি, যদি অসঙ্গতরূপে
কাহারো কিছু গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার চতুর্গুণ করিয়া
ফিরিয়া দিব। তখন যীশু কহিলেন, অদ্য এই গৃহের পরি
ত্রাণ উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু মনুষ্যপুত্র হারাণ বস্তুর
অন্বেষণ ও রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।

---

২০ দয়ালু শোমিরোণীয় এবং ক্রূর দাসের বিষয়।

অন্য এক সময়ে এক জন ব্যবস্থাপক তাঁহার পরীক্ষা লই-
বার নিমিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে উপদেশক,
আমি অনন্ত পরমায়ু পাইবার নিমিত্তে কি কর্ম্ম করিব?

তাহাতে যীশু **কহিলেন,** ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং প্রতি-
বাসির প্রতি **প্রেম, এই** সংক্ষেপ হইয়াছে। অনন্ত পরমা-
পাইবার প্রথম নিয়ম [illegible] আপনাকে নির্দোষি করিয়া জা-
নাইবার নিমিত্ত [illegible] ছিল, তবে আমার প্রতিবাসী
কে? তখন যীশু এই [illegible] রিয়া বিবরণ কহিলেন, এক
ব্যক্তি যিরূশালম হইতে যিরীহো নগরে যাইতেছিল; গমন-
কালীন দস্যুদলের হস্তে পতিত হওয়াতে তাহারা তাহার
বস্ত্রাদি হরণ করিল, এবং আঘাতদ্বারা তাহাকে মৃতপ্রায়
করিয়া ফেলিয়া গেল। পরে এক জন যাজক তাহা দেখিয়া
পথের অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে এক লে-
বীয় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সে তাহা দেখিয়াও দয়া
না করিয়া চলিয়া গেল। অবশেষে এক জন শোমিরোণীয়
সেই স্থানে উপস্থিত হইল, কিন্তু সে যে দয়া করিবে এমত
যিহূদীয় লোকের মনে জ্ঞান ছিল না। পরে সে ব্যক্তি
নিকট গিয়া দয়া প্রকাশ করিয়া তাহার ক্ষতেতে তৈল ও
দ্রাক্ষারস ঢালিয়া দিয়া বন্ধন করিয়া নিজ বাহনের উপর
আরোহণ করাইয়া যাত্রাগৃহে আনিয়া উত্তমরূপে তাহার
শুশ্রূষা করিল। পর দিবস আপন গমন সময়ে সেই ঘরের
অধ্যক্ষকে দুই সিকা দিয়া কহিল, এই ব্যক্তির তত্ত্বাবধারণ
করিও; যদি তোমার অধিক ব্যয় হয়, তবে আমি পুনরায়
গমন সময়ে তাহা পরিশোধ করিব। অতএব এইক্ষণে এই
কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, দস্যুদলের হস্তে পতিত ব্যক্তির
প্রতিবাসী, কে? তাহাতে সে ব্যবস্থাপক উত্তর করিল
যে ব্যক্তি তাহার প্রতি দয়া করিল, সেই। তখন যীশু
কহিলেন, তুমিও গিয়া তদ্রূপ ব্যবহার কর।

অপরাধী লোকেরা কি প্রতিফল পাইবে, যীশু তাহা দেখা-ইবার নিমিত্তে এক দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন, এক রাজা আপন দাসগণের সহিত লেখাযোকা করিতে ইচ্ছা করিল। পরে দশ হাজার তোড়া, অর্থাৎ তিন শত চল্লিশ লক্ষ টাকার ঋণি এক দাস তাহার নিকটে আনীত হইল: কিন্তু তাহার সে ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা না থাকাতে প্রভু তাহার পরিবার ও বাটীপ্রভৃতি বিক্রয় করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন সেই দাস তাঁহার চরণে পড়িয়া মিনতি করিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি বিলম্ব করিয়া লইলে আমি ক্রমে পরিশোধ করিতে পারি। তখন দাসের প্রভু সদয় হইয়া সে সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পরে সে বাহিরে গেলে তাহার সঙ্গি এক জন দাস তাহার এক শত সিকা কর্জ্জ ধারিত, সে তাহার দেখা পাইয়া গলাটিপি দিয়া কহিল, আমার যে কিছু ধারিস্ তাহা এইক্ষণেই দিয়া যা। তখন সেই সঙ্গি দাস তাহার চরণে পড়িয়া ধৈর্য্য করিতে কাকুতিপূর্ব্বক মিনতি করিল, সে তাহা না শুনিয়া যদবধি ঋণ পরিশোধ না হইবে, তদবধি কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিল। তখন তাহার অন্য সঙ্গি দাসেরা তাহা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইয়া আপন প্রভুর নিকট ঐ সকল বিবরণ নিবেদন করিল। তখন তাহার প্রভু তাহাকে ডাকাইয়া কহিল, ওরে। দুষ্ট দাস, তুমি আমার নিকট প্রার্থনা করিলে তোমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলাম; তবে তোমার সঙ্গি দাসের প্রতি কি তোমার দয়া করা উচিত ছিল না; এবং ক্রোধান্বিত হইয়া প্রভু আপন পাওনা যেপর্য্যন্ত পরিশোধ না করে, সেই-পর্য্যন্ত প্রহরিদিগের নিকট তাহাকে রাখিতে সমর্পণ করি-

না। তোমরা যদি প্রতিজন আপনং ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা না কর, তবে স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।
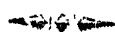
২১ অনুনয় বিনয়ের বিষয়ে উপদেশ কথা।

আপনাকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করে, অন্য লোককে দুষ্ট জ্ঞান করে, এমত কএক জন এক দিবস যীশুর নিকটে উপস্থিত হইলে যীশু তাহাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কহিলেন, এক ফরূশী আর এক সংগ্রহকারী, এই উভয়ে প্রার্থনা করিতে মন্দিরে গেল: এবং ফরূশী এক ভিতে দণ্ডায়মান হইয়া এই কথা কহিয়া প্রার্থনা করিল, হে ঈশ্বর, আমি অন্য লোকের তুল্য লুঠকারী কিম্বা অন্যায়কারী কি পারদারিক নহি, এবং ঐ চণ্ডালের তুল্য নহি, একারণ তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস উপবাস এবং সমস্ত সম্পত্তির দশাংশ দান করিয়া থাকি। কিন্তু সেই করসংগ্রহকারী দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিতে সাহস না পাইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া কহিল, হে ঈশ্বর, পাপিষ্ঠ যে আমি, আমার প্রতি দয়া করুন। আমি তোমাদিগকে সত্য রূপে কহিতেছি, এই দুই জনের মধ্যে কেবল করসংগ্রহকারী ধার্ম্মিকের মধ্যে গণিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিল; কেননা যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা যাইবেক; আর যে কেহ আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবেক। পুনর্ব্বার যীশুর শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, স্বর্গরাজ্যের মধ্যে

২২ যীশুর মূর্ত্ত্যন্তর হওনের বিষয়।

যীশুর যিরূশালমের শেষ গমনের কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে তিনি আপন শিষ্যগণের মধ্যে পিতর ও যাকুব ও যোহন এই তিন জনকে সঙ্গে লইয়া অতিনির্জ্জন স্থানে পর্ব্বতের উপর গেলেন। পরে প্রার্থনা করিতে২ তাঁহার মুখের আকৃতি সূর্য্যোদয় সময়ের ন্যায় হইল, এবং তাঁহার পরিচ্ছদ হিমের সদৃশ শুক্ল বর্ণ হইল, জগতের মধ্যে কোন রজক তাদৃশ শুক্ল বর্ণ করিতে পারে না। এবং এলিয়া ও মূশা দর্শন দিয়া যীশুর সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। মূশা ও এলিয়, এই দুই জন দৃষ্ট হইয়া যিরূশালমে কিরূপে মৃত্যুসাধন করিবেন, তদ্বিষয়ের কথা কহিতে লাগিলেন তখন পিতর ও তাহার সঙ্গির নিদ্রাকৃষ্ট ছিল, কিন্তু জাগ্রৎ হইয়া তাঁহার তেজ ও সেই দুই জনকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। তখন পিতর যীশুকে কহিল, হে গুরো, আমাদিগের এখানে থাকা ভাল অতএব তিনটা ঘর নির্ম্মাণ করি, একটা আপনকার নিমিত্তে আর একটা মূশার নিমিত্তে আর একটা এলিয়ের নিমিত্তে। কিন্তু সে যে কি কহিল তাহা তাহারা বুঝিল না; কারণ ভীত ছিল। ইতিমধ্যে এক উজ্জ্বল মেঘ উঠিয়া তাহাদের ছায়া করিল, এবং মেঘহইতে এই আকাশবাণী হইল, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমার পরম সন্তোষ; ইহার কথা তোমরা শুন কিন্তু এই কথা শুনিবামাত্র শিষ্যেরা উবুড় হইয়া পড়িল এবং যীশু ব্যতিরেকে আর কাহাকে দেখিতে পাইল না কিন্তু যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, উঠ, ভয় করিও না।

পীড়ার বিষয়ে সম্বাদ পাইলেন। এবং তাহাতে কহিলেন, এ পীড়া জীবননাশের নিমিত্তে নহে, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে, এবং ঈশ্বরের পুত্রের সম্মান বৃদ্ধি হইবার নিমিত্তে। এবং য়ীশু সেই স্থানে দুই দিবস বাস করিয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, আইস, আমরা পুনর্ব্বার য়িহুদা দেশে ফিরিয়া যাই। তখন তাহারা উত্তর দিয়া কহিল, হে গুরো, আমাদের শেষবার ঐ স্থানে যাওয়াতে তাহারা তোমাকে প্রস্তরাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তথাচ আরবার কি সেই স্থানে যাইবেন? তখন য়ীশু কহিলেন, দিবসে গমন করিলে কেহই উছট খায় না। পরে আরো কহিলেন, আমার বন্ধু লাসার নিদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাকে জাগ্রৎ করিতে সেই খানে আমি যাইতেছি। তখন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক জন কহিল, সে যদি নিদ্রাগত হইয়া থাকে, তবে ভাল; কেননা অবশ্য পীড়া দূর হইবে। য়ীশু মৃত্যুর বিষয়ে এ কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তাহারা না বুঝিলে য়ীশু স্পষ্টরূপে কহিলেন, লাসার মরিয়াছে; অতএব আইস, তাহার নিকটে যাই। এই কথা কহিয়া য়ীশু শিষ্যগণের সহিত বৈথনিয়া নগরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। পরে মার্থা ও মরিয়ম তাঁহার আগমনের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইল; মার্থা য়ীশুকে দেখিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি যদি এখানে থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। য়ীশু উত্তর করিলেন, তোমার ভ্রাতা উঠিবে। মার্থা কহিল, শেষ দিবসে উত্থান সময়ে উঠিবে, তাহা জ্ঞাত আছি। তখন য়ীশু কহিলেন, আমিই উঠান ও জীবন; যে কেহ আমাতে বিশ্বাস

করে, সে মরিলেও বাঁচিবে; যে কেহ জীবদবস্থায় আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখন মরিবে না। তুমি এই কথাতে কি বিশ্বাস কর? মার্থা কহিল, হাঁ প্রভু, আপনি ঈশ্বরের অভিষিক্ত পুত্র জগতে অবতীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, ইহাতে আমি বিশ্বাস করি। ইতিমধ্যে মরিয়ম গৃহমধ্যে ছিল, অনেক য়িহুদীয়েরা তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছিল, এবং মার্থা যীশুর নিকটহইতে ফিরিয়া আসিয়া ভগিনী মরিয়মকে গোপনে জানাইল। যীশু এই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন, এই কথা শুনিয়া মরিয়ম শীঘ্র উঠিয়া গেল। তখন মরিয়ম কবর স্থানে রোদন করিবে, ইহা বুঝিয়া য়িহুদীয়েরা তাহার পশ্চাৎ২ গেল। পরে মরিয়ম যীশুর নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, হে প্রভো, আপনি যদি এখানে থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না; এবং তাহাকে ও য়িহুদীয়দিগকে রোদন করিতে দেখিয়া তিনিও শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিলেন। তাহাতে য়িহুদীয়েরা কহিল, দেখ, ইনি ইহাকে কেমন স্নেহ করিতেন! তৎক্ষণাৎ যীশু মরিয়মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কোন্ স্থানে কবর দিয়াছ? তখনপর্য্যন্ত যীশু রক্ষা করিতে পারেন; ইহা না বুঝিয়া সে কবর স্থান দেখাইতে লইয়া গিয়া কহিল, হে প্রভো, আসিয়া অবলোকন করুন। তখন কবরের নিকট যীশু উপস্থিত হইয়া কবরের দ্বারের প্রস্তর সরাইতে কহিলেন। তাহাতে মার্থা কহিল, জীবিত নাই, দুর্গন্ধ হইয়াছে, অদ্য চারি দিবস কবরে আছে। যীশু কহিলেন, তোমাকে কি আমি কহি নাই, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ দেখিতে পাইব? তখন কবরহইতে প্রস্তর সরাইলে

য়ীশু ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ, আমার নিবেদন শুনিয়াছ, এই জন্যে তোমার ধন্যবাদ করি; আর আমার বাক্য তুমি সতত শুনিয়া থাক, তাহা আমি জানি: ফলতঃ লোকদের বিশ্বাসের নিমিত্তে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, এই কথা আমি কহিতেছি। ইহা কহিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে লাসার, বাহিরে আইস। তখন সে কবর বস্ত্র বদ্ধ ও হস্তপাদাদি বদ্ধ গামছায় মুখ বদ্ধ বাহিরে আইল: য়ীশু কহিলেন, বন্ধনসকল মুক্ত করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দেও। তখন ইহা দেখিয়া য়িহূদীয় লোকেরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং তাহাদের মধ্যে অনেক২ লোক বিশ্বাস করিল। এই ঘটনার পর য়ীশু কিছু কালপর্য্যন্ত প্রান্তরের নিকটস্থ ইফ্রায়িম নগরে গোপনে থাকিলেন; এবং য়িহূদীয়দের নিস্তার পর্ব্বের ছয় দিবস পূর্ব্বে তিনি পুনর্ব্বার বৈথনিয়া নগরে প্রস্থান করিলেন; আর সেখানে শিমোন নামে এক জন তাঁহার নিমিত্তে রাত্রিতে ভোজ প্রস্তুত করিল, এবং লাসার তাঁহার সঙ্গিদের সহিত ভোজনাসনে উপবিষ্ট ছিল, এবং মার্থা পরিবেশন করিতেছিল। এমত কালে মরিয়ম বহুমূল্য জটামাংসীর তৈল লইয়া য়ীশুর চরণে মর্দ্দন করিয়া আপন কেশদ্বারা মার্জ্জন করিল এবং তৈলের সৌরভেতে গৃহ আমোদিত হইল। তখন য়িস্কারিয়োতীয় য়ীশুর শিষ্য য়িহূদা ঐ স্ত্রীকে কহিল, ঐ তৈল তিন শত সিকায় বিক্রয় করিয়া কেন দরিদ্রদিগকে দেওয়া গেল না? ফলতঃ সে দরিদ্র লোকের নিমিত্তে ভাবিত হইয়া এই কথা কহিল এমত নহে, কিন্তু চোর আপনি চৌর্য্য করিয়া হরণ করিবে, একা-

বণ কহিল। তখন য়ীশু কহিলেন, ঐ স্ত্রীকে ব্যস্ত করিও না; কেননা সে আমার উত্তম করিল। তোমাদিগের দরিদ্র লোক সতত থাকে; যখন তোমাদের ইচ্ছা হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাদের উপকার করিতে পার: কিন্তু আমি তোমাদের নিকটে সর্ব্বদা থাকি না: এ কারণ উহার যথাসাধ্য তাহাই করিল। কবর দেওনের পূর্ব্বে আসিয়া আমার শরীরে তৈল মর্দ্দন করিল। আর তোমাদের প্রতি যথার্থরূপে কহিতেছি, এই সুসমাচার যেং স্থানে প্রচারিত হইবে, এই স্ত্রী স্মরণার্থ হইবে।

২৪ য়িরূশালম নগরে য়ীশুর প্রবেশের বিষয়।

পর দিবসে য়ীশু বৈথনিয়াহইতে য়িরূশালমে যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে বৈতফগীতে গমন করিয়া শিষ্যদিগকে এই কহিয়া পাঠাইলেন, তোমরা এই সম্মুখবর্ত্তি গ্রামে যাইয়া এক গাধার বাচ্চা এবং একটা বাঁধা ধাড়ি গাধাকে দেখিতে

পাইবা; তাহা খুলিয়া আন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তবে কহিও, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে, তাহাতে তৎক্ষণাৎ সে আনিতে দিবে। যীশু এই সমস্ত বিষয় ভবিষ্যদ্বক্তাদের লিখিত কথা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত করিলেন, দেখ, ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে লিখিত আছে, তোমরা সীয়োনের কন্যাকে বল, হে সীয়োনের কন্যে, ভয় করিও না, দেখ, তোমার রাজা নম্রশীল হইয়া গর্দ্দভীর বাচ্চার উপর আরোহণ করিয়া তোমার নিকট আসিতেছেন। তখন তাঁহার শিষ্যেরা আজ্ঞানুসারে সেই গ্রামে গিয়া সবৎসা গর্দ্দভীকে লইল এবং তাহার উপর আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া যীশুকে আরোহণ করাইল। তাহা দেখিয়া অনেকং লোক পথে আপনং বস্ত্র পাতিয়া এবং কতং লোক বৃক্ষশাখাহইতে পত্র লইয়া পথে বিছাইয়া দিতে লাগিল; আর অগ্রগামি ও পশ্চাদ্গামি লোকসকল উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, জয়২ দায়ুদের সন্তান! ঈশ্বরের নামেতে যিনি আসিতেছেন, তিনি ধন্য, সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গেতেও জয় হউক। পরে যিরূশালমের নিকটবর্ত্তী হইয়া যীশু তাহার প্রতি অবলোকন করিয়া অশ্রুপাতপূর্ব্বক কহিলেন, হায়২ তুমি যদি অগ্রে জানিতে, এবং এই দিনে তোমার মঙ্গলের বিষয় জ্ঞাত হইতা! কিন্তু এইক্ষণে তোমার দৃষ্টির অগোচর হইয়াছে; কেননা প্রবোধ না পাইলেও যে সময় উপস্থিত হইবে শত্রুগণ উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিবে; এবং বালকগণের সহিত তোমাকে এমত ভূমিসাৎ করিবে, যে তোমার মধ্যে একখান প্রস্তরের উপর অন্য প্রস্তর থাকিবে না, এমন সময় উপস্থিত হইবে। পরে তিনি যিরূশালমে উপনীত হইয়া

মন্দিরে গমন করিলেন। এবং তন্মধ্যে ক্রয়বিক্রয়কারিদি-গকে কর্ম্ম করিতে দেখিয়া অতিব্যগ্র হইয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন, এবং বণিকদের পাদ ও কপট ব্যব-সায়িদের দোকান উলটাইয়া ফেলিলেন ও তাহাদিগকে কহিলেন, এই লিখিত আছে, আমার গৃহকে লোকেরা প্রার্থনার গৃহ কহিবা, তাহা তোমরা চোরের গর্ত্ত করিতেছ। কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা যীশুর এইরূপ কর্ম্ম দেখিয়া ও শিশুদের চীৎকার শব্দ শুনিয়া বড় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিল ইহারা যাহা বলে, তাহা কি তুমি শুনি-তেছ? তিনি কহিলেন, হাঁ, শুনিতেছি বটে, তোমরা ভবিষ্য-দ্বক্তাদের পুস্তক কি পাঠ কর নাই? তাহাতে এইরূপ লি-খিত আছে, "তুমি বালক ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখদ্বারা স্তব প্রকাশ করিতেছ"। পরে তিনি তাহাদিগের পরীক্ষা করিয়া নগরহইতে বৈথনিয়ায় রাত্রিতে বাস করিলেন। পর দিবসে যীশু নগরে আসিতেং পথে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেন, এবং পথের পার্শ্বে এক ডুম্বর বৃক্ষ দেখিলেন কিন্তু তাহাতে পত্র বিনা আর কিছুই ছিল না, কেননা তৎ-কাল ফলের সময় নহে। তখন যীশু ঐ বৃক্ষকে কহিলেন, আর কখন তোমাতে যেন ফল না ধরে। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ডুম্বর বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল। ঐ ডুম্বর বৃক্ষ সদৃশ ইসরাএল লোক, কারণ তাহারা কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিল

২৫ যীশুর শেষকালের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য।

এক দিবস যীশু লোকদিগকে উপদেশ দিয়া বাহিরে গমন সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মন্দিরের নির্ম্মাণের পারিপাট্য দেখাইল। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন তোমরা যে গ্রন্থনাদি দেখিতেছ? ইহা এমনি ভূমিসাৎ হইবে যে একখান প্রস্তরের উপর আর একখান থাকিবে না। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, তাহা কোন্ সময়ে ঘটিবে? তিনি উত্তর করিলেন, য়িরূশালম নগর সৈন্য সামন্তদ্বারা বেষ্টিত দেখিলে তাহা উচ্ছিন্ন হওনের সময় জানিবা। তখন য়িহূদীয় লোকেরা পর্ব্বতের উপরে পলায়ন করুক; এবং নগরের মধ্যে যাহারা থাকে, তাহারা দেশান্তরে পলায়ন করুক; এবং যাহারা পল্লীগ্রামে থাকে, তাহারা নগরের মধ্যে প্রবেশ না করুক। কেননা সে সময় সমুচিত দণ্ড দিবার নিমিত্তে ধর্ম্মপুস্তকে যেরূপ লিখিত, তাহাসকল সফল হইবে। কিন্তু তৎকালে গর্ব্ভবতী স্তনদাত্রী যাহারা তাহাদের দুর্গতি হইবে; কেননা এই লোকদের উপরে কোপ দেশের মধ্যে বিষম দুর্গতি হইবে। পরে তাহারা খড়্গের দ্বারা ছিন্ন হইবে, এবং বন্ধনগ্রস্ত হইয়া নীত হইবে. আর অন্য দেশীয়দের সময় উপস্থিত না হওনপর্য্যন্ত য়িরূশালম নগর তাহাদের পদতলেতে দলিত হইবে। পরে যীশু জৈতুন পর্ব্বতের উপর বসিলে শিষ্যেরা তাঁহাকে বিরলে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপনকার আগমনের এবং জগতের শেষের চিহ্ন কি? তাহা বলুন। তখন যীশু কহিলেন, আমার নাম ধরিয়া অনেক লোক আসিয়া কহিবে.

আমি খ্রীষ্ট এবং অনেক লোককে ভুলাইবে; সাবধান, সং-
গ্রামের এবং যুদ্ধের আরম্বর শুনিলে অস্থির হইও না।
কেননা দেশের বিপক্ষ দেশে রাজার বিপক্ষে রাজা হইবে,
এবং স্থানেং দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভূমিকম্প হইবে। আর
ঐ সময়ে তাহারা তোমাদিগকে পরহস্তগত করিবে এবং
বধ করিবে, আর তাবৎ দেশীয় লোকদিগের প্রতি সাক্ষ্য
দেওনের নিমিত্তে স্বর্গরাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে
প্রচার করা যাইবে। এমন হইতে শেষ উপস্থিত হইবে,
ঐ সময় এরূপ ক্লেশ ঘটিবে, জগতের আরম্ভাবধি এখনপ-
র্য্যন্ত তেমন হয় নাই, এবং হইবেও না। আর সেই ক্লে-
শের অব্যবহিত; পরে সূর্য্যের তেজ লুপ্ত হইবে, এবং চ
ন্দ্রের জ্যোৎস্না থাকিবে না; এবং আকাশহইতে নক্ষত্রস-
কল পতিত হইবে, ও আকাশীয় গ্রহগণ বিচলিত হইবে,
তখন আকাশের মধ্যে মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন দেখা যাইবে।
তখন পরাক্রমে মহাতেজেতে মেঘারূঢ় মনুষ্যপুত্রকে আ-
কাশে আসিতে দেখিয়া দেশের তাবৎ বংশীয় লোকসকল
খেদিত হইয়া বিলাপ করিবে। তখন তিনি মহাশব্দকারি
তূরী বাদ্যকরদিগকে প্রেরণ করিলে তাহারা জগতের চতু
র্দ্দিকে তাঁহার মনোনীত লোকদিগকে একত্র করিবে, কিন্তু
আমি ব্যতিরেকে কেহ তাহা জানিতে পারিবে না। স্বর্গীয়
দূতগণও জানিতে পারে না; এ জন্যে তোমরা সচেতন
থাক। কেননা তোমাদের পিতা কোন্ দণ্ডে আসিবেন তা-
হা তোমরা জানিতে পারিবা না।

১৬ যীশুর অন্যং ভবিষ্যদ্বাক্য কথনের বিষয়।

যীশু শেষ কালের বিষয়ে উপদেশ দিয়া আরও কহিলেন, শেষ কালে স্বর্গরাজ্য এইরূপ হইবে, যেমন দশ কন্যা ও দীপ লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। কন্যাদের মধ্যে পাঁচ জন সুবুদ্ধি, আর পাঁচ জন নির্বুদ্ধি ছিল। সেই নির্বুদ্ধি কন্যারা কেবল প্রদীপ লইল, কিন্তু তৈল লইল না। সুবুদ্ধি কন্যারা প্রদীপ ও পাত্রেতে তৈল লইয়া গেল। বরের আগমনের বিলম্ব হওয়াতে তাহারা ঢুলিতেং নিদ্রিতা হইল। অনন্তর অর্দ্ধরাত্রে বর আসিতেছেন, এই জনরব হওয়াতে সেই কন্যারা উঠিয়া আপনাদের প্রদীপ প্রস্তুত করিতে উদ্যোগ করিল। তখন নির্বুদ্ধি কন্যারা আপনাদের দীপ নির্ব্বাণ দেখিয়া সুবুদ্ধি কন্যাদিগকে কহিল, আমাদের দীপ নির্ব্বাণ হইল, অতএব আমাদিগকে কিঞ্চিৎ তৈল দেও। তখন সুবুদ্ধিরা কহিল তোমাদিগকে তৈল দিলে পাছে আমাদের তৈলের অকুলান হয়, বরং তোমরা বিক্রয়কারির নিকটে গিয়া ক্রয় করিয়া লও। পরে তাহারা তৈল কিনিতে গেলে বর আইলেন; আর যাহারা প্রস্তুত ছিল তাহারা বরের সঙ্গে বিবাহ বাটীতে প্রবেশ করিল। পরে দ্বার রুদ্ধ হইলে অন্য কন্যা আসিয়া কহিল, হে মহাশয়ং দ্বার খুলিয়া দেও। তখন বর উত্তর দিলেন, যথার্থ কহিতেছি, আমি তোমাদিগকে জানি না। এইরূপ তোমরাও হইবা; অতএব তোমরা সচেতন হও; কারণ মনুষ্যপুত্র কোন্ ক্ষণে কোন্ দণ্ডে আসিবেন, তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ। আর মনুষ্যপুত্র হইয়াছেন এমন

এক ব্যক্তির তুল্য, যেমন দূর দেশে যাত্রাকালীন আপন দাসদিগকে ডাকিয়া তাহাদের নিকট নিজ সম্পত্তি গচ্ছিত করিয়া তাহাদের ক্ষমতানুসারে কাহার নিকটে এক তোড়া, কাহার নিকটে দুই তোড়া কাহার নিকটে পাঁচ তোড়া গচ্ছিত করিয়া প্রবাসে প্রস্থান করিল। পরে তাহাদের মধ্যে যে পাঁচ তোড়া পাইয়াছিল, সে বাণিজ্যদ্বারা তাহা বাড়াইল; এবং যে দুই তোড়া পাইয়াছিল, সেও বাণিজ্যদ্বারা দ্বিগুণ বাড়াইল; এবং যে এক তোড়া পাইয়াছিল সে মৃত্তিকা খনন করিয়া ঐ টাকা পুতিয়া রাখিল। তদনন্তর বহু কালের পর সেই প্রভু ফিরিয়া আসিয়া দাসদের নিকট টাকার লেখা করিল। তখন যে ব্যক্তি পাঁচ তোড়া পাইয়াছিল, সে অধিক পাঁচ তোড়া আনিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি আমার নিকট পাঁচ তোড়া গচ্ছিত করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা বাণিজ্য করিয়া আর পাঁচ তোড়া বাড়াইয়াছি। তখন তাহার প্রভু কহিল, হে উত্তম বিশ্বস্ত দাস, তুমি ধন্য; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইয়াছ, অতএব তোমাকে বহু বিষয়ের অধ্যক্ষ করি, তুমি আপন প্রভুর সুখ্যাতিভাগী হও। পরে যে ব্যক্তি দুই তোড়া পাইয়াছিল, সেও তদ্রূপ হইল। অনন্তর যে এক তোড়া পাইয়াছিল, সে আসিয়া কহিল, হে প্রভো আমি তোমাকে কঠিন লোক করিয়া জানি; তুমি যেখানে বোনো না সেই স্থানে কুড়াও। অতএব ইহার নিমিত্তে ভীত হইয়া আমি মৃত্তিকার ভিতর পুতিয়া রাখিয়াছিলাম, তোমার ধন এইক্ষণে লও। তখন প্রভু উত্তর করিলেন, ও দুষ্ট অলস দাস তুমি ইহা যদি জ্ঞাত ছিলা, তবে বণিকদের নিকট

লোকের গচ্ছিত করা উচিত ছিল, তাহা হইলে আমি বৃ
দ্ধির সহিত মূল ধন পাইতাম অতএব ইহার নিকট হইতে
লইয়া যাহার দশ তোড়া আছে, তাহাকে দেও; কেননা যে
বাড়ায়, তাহার নিকটে ধন রাখিতে হয়; আর যে বাড়ায় না
তাহার স্থানে যাহা আছে, তাহা লইতে হইবে। এই অনু
পকারি দাসকে যে স্থানে দন্তের কিড়িমিড়ি আছে, সেই
বহির্ভূত অন্ধকারে ফেলিয়া দেও। অপর মনুষ্যপুত্র আ
পন প্রভাবে আসিয়া নিজ তেজোময় সিংহাসনে বসিবেন
তখন তাঁহার সম্মুখে তাবদ্দেশীয় লোকেরা একত্র হইবে
পরে মেষপালক যেরূপ মেষসকল ছাগল হইতে পৃথক্
করে, তদ্রূপ তিনি উত্তম অধম লোককে পৃথক্ করিয়া
আপন দক্ষিণ দিগে উত্তমদিগকে রাখিবেন, বাম দিগে
অধমদিগকে রাখিবেন। পরে রাজা দক্ষিণ দিকস্থিত লো
কদিগকে কহিবেন, আইস, আমার পিতার অনুগ্রহপা
ত্রেরা, তোমাদের জগতের আরম্ভাবধি যে রাজ্য প্রস্তুত
হইয়াছে, তাহার অধিকারী হও; কেননা আমি ক্ষুধিত হই
লে আমাকে আহার দিয়াছ, এবং পিপাসিত হইলে পেয়
দ্রব্য দিয়াছ, এবং বিদেশী হইলে স্বদেশে লইয়াছ, এবং
বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র পরিধান করাইয়াছ, এবং পীড়িত হই
লে তত্ত্বাবধারণ করিয়াছ। তখন ধার্ম্মিকেরা উত্তর করিবে
হে প্রভো, কখন্ তোমাকে এইরূপ করিয়াছি? তখন রাজা
প্রত্যুত্তর করিবেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি,
আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে ক্ষুদ্রতম এক ব্যক্তির প্রতি যাহা
করিয়াছ, তাহা আমার প্রতি করিয়াছ। পশ্চাৎ তিনি বাম
দিক্‌স্থ লোকদের প্রতি কহিবেন, অরে শাপগ্রস্তসকল, শয়

শয়তান ও তাহার দূতগণের নিমিত্তে যে অগ্নি প্রস্তুত আছে, তাহাতে চলিয়া যাও। কেননা আমি ক্ষুধিত হইলে তোমরা আমাকে আহার দেও নাই, ও পিপাসিত হইলে পেয় দ্রব্য দেও নাই; এবং বিদেশী হইলেও স্বস্থানে লও নাই, এবং উলঙ্গ হইলেও আমাকে বস্ত্র পরাও নাই, এবং পীড়িত হইলেও আমার নিকটে আইস নাই। তখন তাহারা উত্তর করিবে, আমরা কখন্ তোমার এমত অবস্থা দেখিয়া সেবা করি নাই? তখন তিনি প্রত্যুত্তর করিবেন, তোমরা ভ্রাতৃ-গণের মধ্যে কোন ক্ষুদ্রতম এক ব্যক্তির প্রতি যাহা কর নাই, তাহা আমার প্রতি কর নাই। পরে তাহারা অনন্ত শাস্তি, কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত পরমায়ু ভোগ করিবে।

৩০ প্রস্তাব। শিষ্যদিগের চরণ ধৌতকরণ বিষয়।

আপনার মৃত্যুর পূর্ব্বে যীশু প্রতি দিন মন্দিরে উপদেশ দিয়া সন্ধ্যার পর যিরূশালেম নগরে আসিয়া বাস করিতেন। এক দিন তিনি ভোজনাসন হইতে উঠিয়া গাত্রবস্ত্র খুলিয়া একখান গামছা লইয়া আপনার কটিবন্ধন করিলেন। পরে একপাত্রে জল ঢালিয়া শিষ্যদিগের পাদ প্রক্ষালন করিয়া ঐ কটিবন্ধ গামছা দ্বারা মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। আর তিনি পিতরের নিকটে আইলে সে কহিল, হে প্রভো, আপনি কি আমার পাদ প্রক্ষালন করিবেন? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমি যাহা করিতেছি, তাহা সম্প্রতি জান না, কিন্তু পশ্চাৎ জানিবা। তখন পিতর কহিল, আপনি কখন আমার পাদ প্রক্ষালন করিতে পারিবেন না; যীশু কহিলেন, আমি যদি

তোমার পাদ প্রক্ষালন না করি, তবে তোমার সহিত আ
মার কোন সম্পর্কই নাই। তখন পিতর কহিল, হে প্রভো
যদি এমন হয়, তবে কেবল পাদ নহে, কিন্তু মস্তক প্রভৃতি
সকল প্রক্ষালন করুন। তখন যীশু কহিলেন, যে জন ধৌত
হইয়াছে, তাহার চরণ ব্যতিরিক্ত সর্ব্বাঙ্গ ধৌতের অপেক্ষা
থাকে না; এবং তোমরা পরিষ্কৃত হইলা বটে, কিন্তু সকলে
নহে; কেননা যিস্কারিয়োতীয় য়িহুদা তাঁহাকে পরহস্তগত
করিবে, একারণ তিনি এই কথা কহিয়াছিলেন। অনন্তর
তিনি আসনে বসিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের প্রতি কি
রূপ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা তোমরা কি জান? তোমরা
আমাকে গুরু ও প্রভু করিয়া বলিয়া থাক, তাহা সত্যই
বল, কেননা আমি তাহাই বটি; কিন্তু যদি আমি গুরু হই
য়া তোমাদের পাদ প্রক্ষালন করিলাম, তবে তোমাদের
পরস্পর পাদ প্রক্ষালন করা উচিত। আমি তোমাদের
প্রতি যেরূপ আদর্শ হইলাম, তোমরাও সেই রূপ আচরণ
কর; কেননা আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, কর্ত্তা

...তে দাস বড় নয়, এবং প্রেরকহইতে প্রেরিত বড় ... এই কথা যদি জ্ঞাত হইয়া কর্ম্ম কর, তবে ধন্য ...।

---

২৮ প্রভুর ভোজস্থাপন।

অনন্তর নিস্তার পর্ব্বের প্রথম দিনে যে দিনে নিস্তার ... মেষবধ করা ব্যবহার ছিল, যীশুর শিষ্যেরা যীশুকে ... করিল কোন্ স্থানে মেষবধের আয়োজন করিব? ... আপনার ইচ্ছা কি? তাহাতে তিনি আপন শিষ্যগণের ... দুই জনকে এই কথা কহিয়া যিরূশালম নগরে পাঠা... তোমাদের প্রবেশকালীন একজন জলবাহক জলকুম্ভ ... তোমারদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে; তাহার পশ্চাৎ২ ... যে বাটীতে প্রবেশ করে সেই বাটীতে প্রবেশ করিয়া ... কর্ত্তাকে বল, যে স্থানে নিস্তার পর্ব্বের ভোজ করি... হইবে, সে স্থান কোথায়? তখন সে ব্যক্তি দ্বিতীয় ত... এক প্রশস্ত কুঠারি দেখাইবে, সেই স্থানে ভোজন ... আয়োজন কর। পরে তাহারা যাইয়া যীশুর বাক্যানুসারে ... দেখিয়া নিস্তার পর্ব্বের ভোজ সেই স্থানে প্রস্তুত করিল। অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে যীশু আপন শিষ্যদের সহিত নগরে যাইতে২ পথের পার্শ্বে এক দ্রাক্ষা... দেখিয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি প্রকৃত দ্রাক্ষা-... এবং আমার পিতা উদ্যান পরিচারক তিনি আমার ... শাখাতে ফল হয় না, তাহা ছেদন করিয়া ফেলেন; এবং ... ফলবতী শাখা তাহাতে আরো ফল ধরিবে, একারণ

তাহা পরিষ্কার করিয়া রাখেন। তোমরা আমাতে থা আমিও তোমাদিগেতে থাকিব, যেহেতু বৃক্ষেতে সংল না থাকিলে শাখা যেমন ফলবতী হইতে পারে না, তেম তোমরাও আমাতে সংলগ্ন না থাকিলে ফলবান্ হই পার না। যে কোন ব্যক্তি আমাতে না থাকে, সে শুষ্ক শ খার ন্যায় বাহিরে ফেলা যায়; এবং তাহা লোকেরা লই অগ্নিতে দগ্ধ করে। এই প্রকার যীশু আপন মৃত্যুর পূ শেষ দিনে শিষ্যদিগকে অন্য২ উত্তম উপদেশ দিলে এবং পবিত্র আত্মা তাহাদের প্রতি প্রেরণ করিতে প্রতি করিলেন। এই সকল প্রস্তাব য়োহনরচিত সুসমাচারে লিখিত আছে। পরে যীশু যিরুশালমে উপস্থিত হইয়া দ দশ শিষ্যগণের সহিত ভোজনে বসিয়া কহিলেন, আ তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তোমাদের মধ্যে একজ যে আমার সহিত একত্র ভোজনে বসিয়াছে, সে আমাকে পরহস্তগত করিবে। এই কথা শুনিয়া তাহারা দুঃখি হইয়া প্রত্যেক জন কহিতে লাগিল, সে কি আমি? সে আমি? তাহাতে তিনি কহিলেন, যে জন আমার সহিত ভো জন পাত্রে হস্ত মগ্ন করে, সেই জন; আর মনুষ্যপুত্রের বিষ যেরূপ লিখিত আছে, তাঁহার তদ্রূপ গতি হইবে; কি যে ব্যক্তিদ্বারা তিনি পরহস্তগত হইবেন, হায়২ তাহা জন্ম না হইলে ভাল হইত। পরে তাহাদের ভোজনে সময়ে যীশু রুটী লইয়া ধন্যবাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগ কে দিয়া কহিলেন, তোমাদের নিমিত্তে দত্ত যে আমার শরী তাহা এই! ইহা লইয়া আমার স্মরণার্থে ভোজন করিও পরে তিনি পাত্র লইয়া ধন্যবাদ দিয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন

...ক পাত্রী হইয়, তোমরা সকলে পান কর। কারণ অনে-... ...পাপক্ষমার নিমিত্তে ...ত হয় যে আমার নূতন নিয়ম ... এই। আমি তোমাদিগকে আরো কহিতেছি, যে ... আমোতে ... দ্রাক্ষারস পান না করিব ... আর ... দ্রাক্ষারস পান করিব না।

... পর্ব্বতীমনী বাগানে যাওনের বিষয়।

...নন্দের নিস্তার পর্ব্বের পূর্ব্বে ব্যবহারানুসারে তাহারা ... অর্থাৎ দায়ূদের গীত একশত পঞ্চদশ এবং অষ্টা-... করিয়া জৈতুন পর্ব্বতে গেল; এবং গমনকালীন ...দিগকে কহিলেন, তোমরা এই রাত্রিতে আমার ... বিরক্ত হইবা; কেননা এই ভবিষ্যদ্বাক্য সম্পূর্ণ হইবে, আমি মেষপালককে মারিব, কিন্তু পালের মেষসকল ... হইবে। পরন্তু কবরহইতে আমার উত্থান হইলে ... অগ্রসর হইয়া আমি গালীলেতে যাইব। তখন ...র উত্তর দিল, যদি সকলে বিরক্ত হয়, তথাচ আমি ... হইব না। তাহাতে তিনি কহিলেন, এই রাত্রিতে কুক্কুটের ...কের পূর্ব্বে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করিবা। কিন্তু পিতর কহিল, যদ্যপি তোমার সহিত মরিতে হয়, তথাপি তোমাকে অস্বীকার করিব না। এবং এই রূপে সকল শিষ্যেরাই কহিল। পরে কিদ্রোণ নদীর অন্যদিগ ...গেৎশিমনী নামে এক বাগানে উপস্থিত হইয়া যীশু শিষ্যদিগকে কহিলেন, যেপর্য্যন্ত আমি ঐ স্থানে প্রার্থনা করিব, তোমরা এই স্থানে বসিয়া থাক। তখন পিতর ও

যাকুব ও যোহনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন; সেই স্থানে গিয়া শোকাকুল ও অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া এই কথা কহিলেন, মরণকালের ন্যায় আমার প্রাণ অত্যন্ত শোকাকুল হইতেছে; অতএব এই স্থানে তোমরা আমার সহিত জাগিয়া থাক। পরে তিনি কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া উবুড় হইয়া প্রার্থনা করিলেন, হে পিতঃ যদি হইতে পারে, তবে আমার নিকটহইতে বাতী অর্থাৎ ক্লেশ যেন দূর হয়? কিন্তু আমার ইচ্ছামত না হউক, পরন্তু তোমার ইচ্ছামত হউক। অনন্তর শিষ্যদিগের নিকট ফিরিয়া আসিয়া পিতরকে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেন, তোমরা কি আমার সঙ্গে একদণ্ড জাগিতে পারিলা না? জাগ এবং প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষাতে না পড়; আত্মা উদ্যুক্ত বটে, কিন্তু শরীর দুর্বল। এবং তিনি পুনশ্চ সেইরূপ প্রার্থনা করিলে পুনশ্চ তাহারা নি-

নিদ্রিত হইয়াছিল। যীশু তাহাদিগকে চক্ষুঢুলুঢুল দেখিয়া তৃতী-
য়বার গিয়া পূর্ব্বমত কথা কহিয়া প্রার্থনা করিলেন। এবং
ঐ সময়ে তাঁহাকে শক্তিপ্রদান করিতে স্বর্গহইতে একজন
দূত আসিয়া দর্শন দিল। পরে তিনি অত্যন্ত বেদনাকুল
হইয়া, আরো দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে বড়২
রক্তের ফোঁটার ন্যায় তাঁহার ঘর্ম্ম ভূমিতে পড়িতে লাগিল
এবং প্রার্থনাহইতে উঠিয়া শিষ্যদিগের নিকট আসিয়া
তাহাদিগকে নিদ্রাগত দেখিয়া কহিলেন; কেন নিদ্রা যাই-
তেছ? উঠ। যে সময়ে মনুষ্যপুত্র শত্রুদিগের হস্তগত হই-
বেন সেই সময় উপস্থিত। আইস, আমরা চলিয়া যাই,
দেখ যে ব্যক্তি পরহস্তগত করিবে, সে নিকটস্থ হইল।

---

৩০ যীশুর ধরণ ও পিতরের দ্বারা অস্বীকার করণ বিষয়।

ইস্কারিয়োতীয় যিহূদা প্রধান যাজকদিগের ও যিহূদীয় লোকদিগের নিকট ত্রিশ টাকা পাইয়া যীশুকে ধরিয়া দিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল। এবং ঐ রাত্রিতে যীশু গৎশীমনী বাগানে গিয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হইয়া খড়্গধারি ও যষ্টিধারি লোক সমূহকে সঙ্গে লইয়া গৎশীমনী বাগানে গেল; কিন্তু যিহূদীয় লোকেরা যীশুকে চিনিত না; একারণ যিহূদীয়দিগকে সে কহিল আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সেই যীশু জানিবা, এবং তাঁহাকে ধরিবা। পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যীশুকে দেখিয়া যিহূদা, হে গুরো, ইহা বলিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি আমাকে চুম্বন

করিয়া পরাহস্ত করিলা [illegible]ষোর, ইহা দেখিয়া ক-
হিল, আমরা কি খড়্গা[illegible]? এবং পিতর যীশুর
উত্তর দেওনের পূর্ব্বে [illegible]কের এক দাসের কর্ণ
খড়্গদ্বার ছেদন করিয়[illegible] সেই দাসের নাম মাল-
কুস্ ছিল। তখন যীশু[illegible] কহিলেন, খড়্গ স্বস্থানে
রাখ; আমার পিতা [illegible] বাটী দিলেন অর্থাৎ যে
ক্লেশ দিলেন, তাহা কি [illegible]রিব না? আর তুমি ইহা
বোধ করিতেছ, যদি [illegible]র নিকটে প্রার্থনা করি,
তবে আমার নিমিত্তে [illegible]হিনী স্বর্গীয় দূত পাঠা
ইতে তাঁহার ক্ষমতা [illegible] ধর্ম্মপুস্তকে যাহা২ লিখিত
আছে, তাহা অবশ্য [illegible] পরে যীশু ঐ দাসের কর্ণ
স্পর্শ করিয়া সুস্থ [illegible] এবং যীশুর শিষ্যেরা ভীত
হইয়া উপকার করি[illegible]বে, দেখিয়া তাঁহাকে পরি-
ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু ইহা কি প্রকার সম্ভব
হইবে. (মার্ক সুসমাচার লেখক) এক যুবা মানুষ যীশুর প-
শ্চাৎ২ চলিল। তাহাতে যোদ্ধা লোকেরা তাহাকে ধরিবার
চেষ্টা করিল; কিন্তু সে বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গ হইয়া
পলায়ন করিল। পরে তাহারা যীশুকে বদ্ধ করিয়া লইয়া যে
স্থানে মহাযাজক ও প্রধান২ লোকসকল ছিল, সেই স্থানে
গেল; এবং পিতর যীশুকে পরিত্যাগ করিব না, এই প্রতি-
জ্ঞা স্মরণ করিয়া দূরে তাঁহার পশ্চাৎ যাইয়া মহাযাজকের
অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া কি২ দশা ঘটিবে, ইহা দেখিবার
নিমিত্তে দাসদের সহিত অগ্নির তাপ লইতে বসিল। পরে
মহাযাজকের এক দাসী আসিয়া তাহাকে একদৃষ্টিতে নিরী-
ক্ষণ করিয়া কহিল, তুমিও নাসরতীয় যীশুর এক সঙ্গী ছিলা;

[illegible] সে অস্বীকার করিয়া কহিল, আমি তাহাকে জানি [illegible] এবং তুমি কি কহিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম [illegible] পরে পিতর উঠানে গেলে কুকুড়া ডাকিল, কিন্তু যীশুর [illegible] সে স্মরণ করিল না। পরে ঐ দাসী পিতরকে [illegible] লোকের নিকটে কহিতে লাগিল, যীশুর শিষ্যগণের [illegible] এই এক জন; তাহাতে সে দ্বিতীয় বার অস্বীকার [illegible] কিছু কাল পরে সেই স্থানের লোকেরা পিতরকে [illegible] তুমি অবশ্য সেই নাসরতীয় যীশুর সঙ্গী লোক, কেন- [illegible] গালীলীয় ইহা তোমার ভাষাদ্বারা প্রকাশ হইতে- [illegible] তখন সে দিব্য করিয়া কহিল, তোমরা যাহার কথা [illegible] এ মনুষ্যকে আমি কদাচ জ্ঞাত নই। তখন কুকু- [illegible] তৃতীয় বার ডাকিল; তাহাতে যীশু পিতরের প্রতি [illegible] করিলে পিতর পূর্ব্বকথা স্মরণ হওয়াতে বাহিরে [illegible] অত্যন্ত রোদন করিল।

২১ যীশুর মহাযাজক কিয়ফার সম্মুখ হওনের বিষয়।

এই সকল ঘটনাকালে যীশু সভার মধ্যে মহাযাজকের সম্মুখে থাকিলেন; এবং কিয়ফা তাঁহাকে শিষ্যদিগের উপ- দেশ দেওনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার উত্তর দিলেন, সাধারণ লোকের সাক্ষাতেই এ কথা কহিয়াছি; গোপনে কোন কথা কহি নাই; য়িহুদীয়েরা যে স্থানে গমনা- গমন করে এবং ভজনালয়ে, সকল কথা কহিয়াছি; তবে পুনরায় আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? যাহারা আমার

উপদেশ শুনিয়াছে, বরঞ্চ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। এবং তিনি এই কহিলে দাসগণের মধ্যে এক জন তাঁহাকে চপেটাঘাত করিয়া কহিল, দেখ, মহাযাজকের প্রতি এরূপ উত্তর কেন করিলা! তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, যদি মন্দ বলিয়া থাকি, তবে তাহার প্রমাণ দেও; আর যদি ভাল বলিয়া থাকি, তবে অকারণ কেন আমাকে আঘাত কর? তখন প্রধান যাজকেরা ও মন্ত্রিবর্গেরা যীশুকে বধ করিবার নিমিত্তে সাক্ষ্যচেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন মন্দ কর্ম্মের সাক্ষ্য মিলিল না। পরে অনেক২ মিথ্যা সাক্ষী আইল, কিন্তু তাহাদিগের সাক্ষ্য এক রূপ না হওয়াতে মহাযাজক যীশুকে কহিল, দেখ তোমার প্রতি ইহারা কি কহিতেছে, তুমি কিছুই উত্তর দিতেছ না; ইহার কারণ কি? কিন্তু যীশু মৌনী হইয়া থাকিলেন। তখন মহাযাজক কহিল তোমাকে জীবৎ ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, তুমি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট কিনা, তাহা সত্যরূপে বল। যীশু উত্তর করিলেন, আমি সেই বটে, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, ইহার পর মনুষ্যপুত্রকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিবা, এবং আকাশে মেঘারূঢ় হইয়া আসিতে দেখিবা। তখন মহাযাজক বস্ত্র চিরিয়া কহিল, এ ব্যক্তি ঈশ্বরের নিন্দা করিল; আর আমাদিগের সাক্ষ্যের প্রয়োজন কি? দেখ, তোমরা ইহার মুখে ঈশ্বরের নিন্দা শ্রবণ করিলা। অতএব এক্ষণে তোমাদিগের কি বিবেচনা হয়? তখন তাহারা সকলে তাঁহাকে অপরাধী করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি বধযোগ্য বটে। তখন যে ব্যক্তিরা যীশুকে ধরিয়া থাকিল, তাহাদের মধ্যে কেহ যীশুর মুখে থুথু দিল, কেহবা কিল কে-

অথবা চপেটাঘাত করিয়া কহিল, তোমারে কোন জন মারিল, তাহা তুমি প্রকাশ করিয়া বল। পরে প্রভাত হইলে প্রধান যাজক ও মন্ত্রিগণ যীশুকে বধ করিবার নিমিত্তে পুনর্ব্বার সভা করিয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক যীশুকে বান্ধিয়া পন্তিয়পিলাত নামক রুমীয় দেশাধিপতির নিকট সমর্পণ করিল। তখন যীশুর পরহস্তকারী য়িস্কারিয়োতীয় য়িহুদা যীশুর প্রাণদণ্ড নিশ্চয় বুঝিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সেই ত্রিশ টাকা প্রধান যাজকের নিকট ফিরিয়া দিয়া কহিল, আমি নির্দোষ ব্যক্তিকে নিরপরাধে পরহস্তগত করিলাম, ইহাতে আমি অত্যন্ত পাপ করিলাম। কিন্তু তাহারা কহিল, সে আমাদের কি? সে তুমি বুঝ। অনন্তর য়িহুদা মন্দিরের মধ্যে সে টাকা ফেলিয়া প্রস্থান করিয়া গলায় দড়ি দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। তখন প্রধান যাজকেরা কহিল, এ টাকা রক্তের মূল্য; অতএব ইহা ভাণ্ডারে রাখা অকর্ত্তব্য; ইহা বলিয়া বিদেশিদের কবর দিবার কারণ কুমরের ভূমি কিনিল, এ কারণ অদ্যাপি সেই স্থানের নাম রক্তভূমি থাকিল।

৩২ যীশুর অধিপতি পিলাত ও হেরোদের সম্মুখ হওনের বিষয়।

য়িহুদীয়দের মন্ত্রণানুসারে যীশু রুমীয় অধিপতির নিকট প্রেরিত হইলে সে অধিপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি য়িহুদীয়দের রাজা? যীশু কহিলেন, তুমি সত্য কহিলা; কিন্তু এই সংসারের সঙ্গে আমার রাজ্যের কোন সম্পর্ক নাই; তাহা যদি থাকিত, তবে আমার সেবকেরা যুদ্ধ ক-

রিত, তাহাতে য়িহুদীয়দের হস্তে সমর্পিত হইতাম না। পিলাত কহিল, তবে কি তুমি রাজা বটো? য়ীশু উত্তর দিলেন, অবশ্য আমি রাজা বটি; সত্যতার নিমিত্তে জন্মগ্রহণ করিয়া এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি। তখন পিলাত জিজ্ঞাসা করিল, সত্যতা কি? আর এই কথা কহিয়া বাহিরে গিয়া য়িহুদীয়দিগকে কহিল, আমি এ ব্যক্তির কোন দোষ দেখি না। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া কহিল, এ ব্যক্তি গালীলঅবধি এই স্থানপর্য্যন্ত সমুদয় য়িহুদীয় লোকদিগকে উপদেশ দিয়া কুপ্রবৃত্তি লওয়াইয়াছে। এবং পিলাত গালীলদেশের নাম শুনিয়া কহিল, এ ব্যক্তি কি গালীলদেশীয় লোক? তখন পিলাত গালীলদেশীয় লোক ইহা জানিয়া য়ীশুকে গালীলদেশের রাজা হেরোদের নিকট পাঠাইল। হেরোদ রাজা তৎকালে নিস্তার পর্ব্বে য়িরূশালম নগরে ছিল; এবং রাজা য়ীশুকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল; কেননা সে তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছিল এবং তাঁহার কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিতে ইচ্ছুক হইল এই আশা করিয়া বহুকালাবধি তাঁহাকে দেখিবার প্রয়াস করিয়াছিল; অতএব সে য়ীশুকে অনেক২ কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু য়ীশু তাহার কোন কথারি প্রত্যুত্তর দিলেন না। তখন হেরোদ রাজা ও তাহার সেনাপতিগণ তাঁহাকে অতি হেয়জ্ঞান করিয়া পরিহাসভাবে রাজবস্ত্র পরিধান করাইয়া পুনর্ব্বার পিলাতের নিকট পাঠাইয়া দিল। ঐ দিনে পিলাত ও হেরোদ উভয়ের মিত্রতা হইল; পূর্ব্বে দুয়ের শত্রুভাব ছিল। অধিপতির এই রূপ ব্যবহার ছিল নিস্তার পর্ব্বসময়ে লোকসকল যে কোন বন্দিকে মুক্ত করি

বার নিমিত্তে চাহে, তাহাকে ছাড়িয়া দেয়; এবং সেই সময়ে বরব্বা নামে এক দস্যু বন্দি ছিল। তাহাতে অধিপতি লোকসকল একত্র হইলে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, দেখ, বরব্বাকে ছাড়িয়া দিব, কি খ্রীষ্টকে ছাড়িয়া দিব; তোমাদের ইচ্ছা কি? কেনন৷ তাহারা যে ঈর্ষ্যাভাবে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা সে জানিল। এবং বিচারাসনে বসিবার সময় তাহার পত্নী তাহাকে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, দেখ, সে ধার্ম্মিক মানুষের প্রতি তুমি কিছুই করিও না; যেহেতুক অদ্য রাত্রি স্বপ্নেতে আমি অনেক২ দুঃখ পাইলাম। তখন প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা বরব্বাকে মুক্ত করিতে ও য়ীশুকে বধ করিতে লোকদিগকে প্রবৃত্তি লওয়াইল। তখন অধিপতি তাহাদিগকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, য়ীশুকে কি করিব? তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, উহাকে ক্রুশে চড়াও এবং ইহাকে দূর কর। অতএব আপনার অভিপ্রায়মত না হইয়া বরং আরও কোলাহল হইল, পিলাত ইহা দেখিয়া লোকদিগের সাক্ষাতে জল লইয়া আপন হস্তপ্রক্ষালন করিয়া কহিল, এ ধার্ম্মিক ব্যক্তির রক্তপাতে আমি নির্দ্দোষ; তোমরা বুঝ। তখন লোকসকল উত্তর করিল, তাহার রক্তপাতের অপরাধ আমাদের ও আমাদিগের সন্তানের উপর থাকুক। এই রূপ দোষ আপনাদের উপর অঙ্গীকার করিল।

৩৩ য়ীশুকে বধ করিতে আজ্ঞা দেওনের বিষয়।

এই রূপ হইলে পিলাত য়ীশুকে বিচার গৃহেতে লইয়া

গিয়া সেনাসমূহেতে বেষ্টিত করিয়া আজ্ঞা দিল। পরে তাহারা তাঁহার নিজ বস্ত্র খসাইয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করাইল এবং কণ্টকের মুকুট তাঁহার মস্তকে দিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কহিল, হে য়িহুদীয় মহারাজ, নমস্কার! ইহা বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল। তখন পিলাত পুনর্ব্বার বাহিরে গিয়া লোকদিগকে কহিল, ইহার কোন দোষ পাই না; তাহা তোমাদিগকে জানাইবার কারণ তাহাকে বাহিরে আনিয়া দেই। তখন য়ীশু কণ্টকের মুকুট ও বেগুনিয়া বর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া বাহিরে আইলে পিলাত লোকদিগের অনুগ্রহ জন্মাইবার কারণ তাহাদিগকে কহিল, এই নির্দ্দোষ মনুষ্যকে দেখ। কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা তাহাকে দেখিয়া ক্রুশে চড়াও২ ইহা উচ্চ-

স্বরে বলিতে লাগিল। তাহাতে পিলাত কহিল, তোমরা আপনারা ইহাকে লইয়া ক্রুশে চড়াও, কেননা আমি ইহার কোন দোষ পাই না। য়িহুদীয়েরা উত্তর করিল, আমাদিগের যে ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে ইহার প্রাণদণ্ড করা উচিত; যেহেতুক আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়াছে। তখন পিলাত এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া য়ীশুকে বিচার স্থানে পুনর্ব্বার লইয়া গেল। এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথাহইতে হইলা? তাহাতে য়ীশু উত্তর না করাতে সে আরো কহিল, তুমি কি আমার সহিত কথা কহিবা না? তুমি কি জান না, ক্রুশে চড়াইবার ও মুক্ত করিবার এই উভয় ক্ষমতা আমার আছে? তখন য়ীশু উত্তর করিলেন, উপরহতে ঈশ্বরের অনুমতি না হইলে আমার উপরে তোমার কোন কর্ত্তৃত্ব হইতে পারিত না; এজন্যে যে ব্যক্তি আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, তাহার অতিশয় পাপ জন্মিল। তদবধি পিলাত তাঁহাকে মুক্ত করিতে আরো চেষ্টা করিল; কিন্তু য়িহুদীয়েরা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, যদি এই মনুষ্যকে ছাড়িয়া দেও, তবে তুমি কৈসরের অর্থাৎ রুমীয় মহারাজার মিত্র নও; কেননা যে জন আপনাকে রাজা করিয়া বলে, সে মহারাজার বিরুদ্ধে কর্ম্ম করে। এই কথা শুনিয়া পিলাত ভীত হইয়া য়ীশুকে ক্রুশে চড়াইতে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিল; এবং য়ীশু আপনি ক্রুশ বহিয়া লইয়া গেলেন। তাহাতে মহালোকারণ্যের মধ্যে য়ীশুর পশ্চাৎ২ অনেক স্ত্রীলোক রোদন ও বিলাপ করিতে২ চলিল; কিন্তু তিনি ফিরিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ওগো য়িরূশালমের কন্যাগণ, তোমরা আমার নিমিত্তে রোদন না করিয়া তোমা-

দের সন্তানদিগের নিমিত্তে এবং আপনাদিগের নিমিত্তে রোদন কর? কেননা যদি সতেজ বৃক্ষের এ দশা ঘটে, তবে শুষ্ক বৃক্ষের কি দশা ঘটিবে?

---

৩৪ য়ীশুর ক্রুশেতে হত হওনের বিষয়।

অপর গল্‌গথানামক অর্থাৎ মাতাকুলি স্থানে, উপস্থিত হইলে পর তাহারা য়ীশুকে পিত্তমিশ্রিত অম্লরস পান করিতে দিল। এই রস প্রাণহত্যার পূর্ব্বে দোষি ব্যক্তিকে দেয়, এইরূপ ব্যবহার ছিল; কিন্তু য়ীশু ইহা জ্ঞাত ছিলেন, একারণ পান করিতে চাহিলেন না। কিন্তু দেখ, এ কিরূপ আশ্চর্য্য! যিনি জগতের ত্রাণকর্ত্তা, এবং পাপি লোকের রক্ষাকর্ত্তা ও অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক হন, তিনি ক্রুশেতে আরূঢ় হইতেছেন, এবং তাঁহার হস্ত ও পাদ আমাসকলের পাপের নিমিত্তে কাঁটাদ্বারা প্রবিদ্ধ হইল! যদি আমরা বিশ্বাস করি, তবে রক্ষা পাইব। এবং য়ীশুর সঙ্গে দক্ষিণ ও বাম দুই পার্শ্বে দুই জন চোরকে ক্রুশেতে আরোহণ করাইল, এবং লোকসমূহ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। তাহারা ও তাহাদিগের শাসনকর্ত্তারা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল। তখন য়ীশু কহিলেন, হে পিতঃ, উহাদিগকে ক্ষমা কর কেননা উহারা কি কর্ম্ম করিতেছে, তাহা জানে না। তদ্ভিন্ন সেনাগণ আসিয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র লইয়া চিরিয়া চারি ভাগ করিল; প্রত্যেক সৈন্য এক ভাগ লইল. কিন্তু তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র সিওনিরহিত উত্তম দেখিয়া তাহারা কহিল, ইহা কে পাইবে; আইস, তাহা না চি-

িয়া আমরা গুলিবাঁট করি। এই বিষয়েতে ধর্ম্মপুস্তকে ভবিষ্যদ্বক্তার এক কথা প্রত্যক্ষ হয়। এ জন্যে সেনাগণ এমত ব্যবহার করিল, এবং এ য়িহূদীয়দের রাজা নাসরতীয় যীশু, এই বিজ্ঞাপন পত্র লিখিয়া পিলাত ঐ ক্রুশের উপরি ভাগে বদ্ধ করিয়া দিল। ঐ লিপি এব্রী ও গ্রীক ও লাতিন ভাষাতে লিখিত ছিল। তখন লোকসমূহ ও প্রধান যাজকেরা ও সেনাগণ বিদ্রূপ করিয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখনি ক্রুশহইতে নাম, আমরা তাহা দেখিয়া বিশ্বাস করিব। আর যে দুই জন চোর তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে আরূঢ় হইল, তাহার এক জনও সেইরূপে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিল, তুমি যদি খ্রীষ্ট হও, তবে আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর। কিন্তু অন্য জন তাহাকে তর্জ্জন করিয়া কহিতে লাগিল, ঈশ্বরের প্রতি কি তো-

মার কিছু ভয় নাই? তুমিও সমান দণ্ডগ্রস্ত আছ; আর আমরা এই দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র; যেহেতুক আপন২ সঙ্কুচিত কর্ম্মের প্রতিফল পাইতেছি; কিন্তু এই মনুষ্য কোন দোষ করে নাই। পরে সে যীশুকে কহিতে লাগিল, হে প্রভো, আপনি রাজ্যের প্রাপ্তি সময়ে আমাকে স্মরণ করিবেন। তখন যীশু কহিলেন, তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে পরলোকে শুভস্থান পাইবা। তৎকালে যীশুর মাতা ও তাঁহার ভগিনী মগ্দলিনী মরিয়ম ইহারা তাঁহার ক্রুশের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, যীশু তাহা দেখিয়া ও প্রিয়তম শিষ্যকে দণ্ডায়মান দেখিয়া আপন মাতাকে কহিলেন, হে নারি, ঐ দেখ, তোমার পুত্র; এবং শিষ্যকে কহিলেন ঐ দেখ, তোমার মাতা। তাহাতে শিষ্য সেই সময়াবধি তাহাকে আপন গৃহে লইয়া গেল। পরে দুই প্রহর বেলাবধি তৃতীয় প্রহরপর্য্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারাবৃত হইল; এবং তৃতীয় প্রহর সময়ে যীশু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে আমার ঈশ্বর২ তুমি কেন আমাকে ত্যাগ করিলা? কিছু কাল পরে সকল কর্ম্ম এক্ষণে সম্পূর্ণ হইল, যীশু ইহা জ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মপুস্তকের বচন যেন সিদ্ধ হয়, ইহা ভাবিয়া তিনি কহিলেন, আমার পিপাসা হইতেছে। তাহাতে সেই স্থানে অম্লরসেতে পূর্ণ এক পাত্র ছিল, তাহারা এক স্পঞ্জ সেই অম্লরসে ভিজাইয়া তাহাতে এসোব নল লাগাইয়া তাঁহার মুখের নিকটে রাখিল। তখন তাহা পান করিলে পরে তিনি কহিলেন, সকল সম্পূর্ণ হইল। এবং যীশু আর একবার উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে পিতঃ আমার আত্মাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। এই কথা

কহিয়া মস্তক নম্র করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তৎসময়ে মন্দির ব্যবধান বস্ত্র উপরহইতে অধঃপর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া দুই খণ্ড হইল: ভূমিকম্প এবং পর্ব্বতসকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, এবং কবর খুলিয়া অনেক২ পুণ্যবানের সুপ্ত দেহ উঠিল, এবং তাহা কবরস্থানহইতে বাহিরে পুণ্যনগরে অনেক লোকের দৃষ্ট হইল। এই প্রকার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া য়ীশুকে প্রাণ ত্যাগ করিতে এবং তৎকালে ভূমিকম্প ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহার প্রহরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল যে সেনাপতি, সে কহিল, সত্য ইনি ঈশ্বরের পুত্র। এবং যত লোক দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়া বক্ষস্থলে করাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল।

---

৩৫ য়ীশুর কবর দেওনের বিষয়।

যে দিনে য়ীশু মরিলেন, সেই দিন নিস্তার পর্ব্বের নিকট হওয়াতে ঐ দেহ বিশ্রামবারে ক্রুশের উপর না থাকে, এ নিমিত্তে য়িহূদীয়েরা পিলাতের নিকটে গিয়া তাঁহার পা ভাঙ্গিতে ও স্থানান্তরে লইতে অনুমতি প্রার্থনা করিল। শূলদ্বারা দোষি ব্যক্তিকে হত করণের সময়ে আঘাত করণের ব্যবহার ছিল; অতএব সেনাগণ আসিয়া য়ীশুর সঙ্গে ক্রুশে বধ্য দুই জনেরি পা ভাঙ্গিল; কিন্তু য়ীশুর নিকটে গিয়া দেখিল, যে তিনি মরিয়াছেন, এ নিমিত্ত তাঁহার পা ভাঙ্গিল না। কিন্তু সেনাগণের মধ্যে এক জন তাঁহার কুক্ষিদেশে বর্সাতে বিঁধিলে তৎক্ষণাৎ তাহাহইতে রক্ত এবং জল নির্গত হইল। ধর্ম্মপুস্তকের বচনসকল সিদ্ধ হইবার

নিমিত্তে এই সকল ঘটনা হইল। কেননা লিখিত আছে তাঁহার একখানি অস্থিও ভগ্ন হইবে না; তদ্রূপ অন্য শাস্ত্রে ও লেখে, তাহারা যাঁহাকে বিঁধিল, তাঁহার প্রতি তাহারা দৃষ্টিপাত করিবে। অপর দিনান্তে অরিমথীয় নগরের যূশফনামক এক জন ধনবান অথচ সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী য়িহুদীয়দের যুক্তি ও ক্রিয়াতে অসম্মত হইল; কেননা সে য়ীশুর শিষ্য ছিল, কিন্তু য়িহুদীয়দের ভয়েতে প্রকাশ করে নাই। ঐ ব্যক্তি পিলাতের নিকটে গিয়া য়ীশুর দেহ যাচ্ঞা করিল; তাহাতে তিনি এখন মরিলেন, এ বিষয়ে পিলাত বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেনাপতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কতক্ষণ মরিয়াছেন? এবং ঐই বিষয় অসম্ভব বোধ করিয়া যূশফকে দেহ দিতে অনুমতি দিল। তখন যূশফ ধৌত বস্ত্র লইয়া য়ীশুর দেহ ক্রুশহইতে নামাইল। তৎকালে নিকদীম রাত্রি যোগে য়ীশুর নিকটে আসিয়াছিল, সেও গন্ধরসমিশ্রিত পঞ্চাশ সের অগুরু লইয়া গেল। তাহারা য়ীশুর দেহ লইয়া য়িহুদীয়দের কবরমর্দ্দনানুসারে ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত তাঁহাকে বেষ্টিত করিল। এবং যে স্থানে তাঁহাকে ক্রুশে দিয়াছিল, তাহার নিকটস্থ নূতন উদ্যানে যূশফের যে নূতন নিজ কবর ছিল, তাহাতে য়ীশুকে শয়ন করাইল। তদনন্তর নিস্তার পর্ব্বের আয়োজন দিনের পর দিবসে প্রধান যাজকেরা ও ফরূশিরা একত্র হইয়া পিলাতের নিকট গিয়া কহিল, হে মহাশয়, ঐ প্রবঞ্চক জীবৎকালে কহিয়াছিল, তিন দিন পরে কবরহইতে উঠিব। এ কথা আমারদের স্মরণ হইতেছে, অতএব তৃতীয় দিবসপর্য্যন্ত তাহার কবরস্থান রক্ষা করিতে আজ্ঞা করুন; কি জানি, তাহার শিষ্যেরা

তাঁহার উত্থান হইবে, ইহা তাহারা জ্ঞাত ছিল না। পরে তাহারা আপন২ গৃহে প্রস্থান করিল। কিন্তু মগ্দলিনী ও মরিয়ম কবরদ্বারের বাহিরে রোদন করিতে লাগিল, এবং রোদন করিতে২ হেঁট হইয়া পুনর্ব্বার কবর নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। কবরের মধ্যে সেই দুই জন স্বর্গীয় দূত বসিয়া আছে, এবং তাহারা জিজ্ঞাসিল, হে নারি, কি জন্যে রোদন করিতেছ? সে কহিল, লোকেরা প্রভুকে লইয়া কোন্ স্থানে রাখিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান পাই না। ইহা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, যীশু দণ্ডায়মান আছেন; কিন্তু তিনি যে যীশু তাহা সে জানিতে পারিল না। তখন যীশু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নারি, তুমি রোদন করিতেছ কেন? কাহাকে বা অনুসন্ধান করিতেছ? সে তাহাকে উদ্যানের মালি জ্ঞান করিয়া কহিল, হে মহাশয়, তুমি যদি এখানহই-তে তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাক, তবে কোথায় রাখিয়াছ? বল, তথাহইতে লইয়া আসি। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, মরিয়ম! ইহাতেই সে যীশুকে জানিয়া প্রত্যুত্তর করিল, হে গুরো, ইহা বলিয়া তাঁহার চরণ ধরিল। যীশু কহিলেন, আ-মাকে ধরিয়া রাখিও না, কেননা এইক্ষণে আমি পিতার নি-কটে ঊর্দ্ধগমন করি নাই; তিনি আমার এবং তোমাদিগের পিতা এবং আমার ও তোমাদিগের ঈশ্বর; তাঁহার নিকট ঊর্দ্ধগমন করিতে উদ্যত আছি, ইহা আমার ভ্রাতৃবর্গদিগকে জানাও। তাহাতে সে স্ত্রী নগরে যাইতে লাগিল; এমন সময়ে পথিমধ্যে তিনি অন্য স্ত্রীলোকদিগকেও দর্শন দিলেন। তাহারা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রণাম করিল, এবং শীঘ্র শিষ্যালয়ে

গিয়া এই সংবাদ শিষ্যদিগকে দিল ; কিন্তু শিষ্যেরা তাহা বিশ্বাস করিল না।

---

৬৭ ইম্মায়ুস্ নগরে গমন করণের বিষয়।

পিতরের ব্যাকুলতাপ্রযুক্ত তাহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্তে যীশু তাহাকে দর্শন দিলেন; এবং যে দিবসে দুই শিষ্য যিরূশালম নগরহইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূর ইম্মায়ুস্ নগরে গমন করিতে২ ঐ সকল ঘটনার বিষয়ে কথোপকথন করিতে ছিল। এবং অন্য এক জন আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনিল না। তখন সেই মনুষ্য অর্থাৎ স্বয়ং যীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা দুঃখিত হইয়া কোন্ বিষয়ের বিচার করিতেছ? তাহাদের মধ্যে কিয়ফা নামে এক জন উত্তর করিল, যিরূশালম নগরে এসময়ে যে সকল ঘটিয়াছে, তুমি কি পর্ব্বের অতিথি হইয়া তাহা জ্ঞাত নহ? তিনি কহিলেন, কি ঘটনা? তাহারা কহিতে লাগিল, ঈশ্বরের এবং মনুষ্যসকলের সাক্ষাতে বাক্যেতে ও কর্ম্মেতে ক্ষমতাপন্ন যীশু নামে যে নাসরতীয় ভবিষ্যদ্বক্তা, তদ্বিষয়ক ঘটনা; আমাদিগের প্রধান যাজকেরা ও বিচারকর্ত্তারা কি প্রকারে তাঁহাকে ক্রুশে বদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিয়াছে; কিন্তু তিনি ইস্রাএল লোকদিগের উদ্ধার করিবেন, আমরা এমত আশা করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, ঐ সকল ঘটনা আজি তিন দিবস হইয়াছে। পরে আমাদিগের সঙ্গি কএক স্ত্রীলোকের প্রমুখাৎ অদ্য একটা অস-

স্তুব কথা শুনিলাম ; অর্থাৎ তাহারা তাঁহার প্রত্যাশাপন্ন হইয়া কবরস্থানে গিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া আসিয়া কহিল, আমরা স্বর্গীয় দূতের সন্দর্শন পাইয়াছি, ঐ দূতেরা বলিল, তিনি জীবিত হইয়াছেন। তাহাতে আমাদিগের কেহ২ কবরস্থানে গিয়া সেই স্ত্রীলোকদিগের কথানুসারে দেখিল ; কিন্তু তাঁহার সন্দর্শন পাইল না। তখন য়ীশু গমন করিতে২ কহিলেন, হে অবোধেরা ও ভবিষ্যদ্বক্তাগণের বাক্য অবিশ্বাসকারিরা ও নাস্তিকেরা ; এই সমস্ত দুঃখ ভোগ করিয়া আপন বৈভব প্রাপ্ত হওয়া কি খ্রীষ্টের উচিত নহে? তাহাতে তিনি মুশা ও তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তাগণের আরম্ভাবধি সমস্ত শাস্ত্রে আপন বিষয়ের লিখিত সকল প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য ক্রমে২ বুঝিয়া দিলেন। পরে গন্তব্য গ্রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে প্রত্যয় করাইবার নিমিত্তে চেষ্টা করাতে তাহারা সাধ্যসাধনা করিয়া কহিল, আপনি আমাদিগের সঙ্গে থাকুন, বেলা অবসান, প্রায় রাত্রি হইল। তাহাতে তিনি তাহাদিগের সঙ্গে গৃহের মধ্যে গেলেন। পরে ভোজনে বসিবার সময়ে তিনি রুটী লইয়া ঈশ্বরের স্তব করিলেন ; ও রুটী ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে দিলেন। তখন তাহাদিগের দৃষ্টি সুপ্রকাশ হওয়াতে তাঁহাকে তাহারা চিনিতে পারিল ; কিন্তু তিনি তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন; তাহাতে তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, গমনকালে যখন কথোপকথন করিতে ছিলেন, এবং শাস্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিতে ছিলেন, তখন আমাদিগের অন্তঃকরণ কি প্রফুল্ল হইল না? এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ য়িরূশালম নগরে প্রত্যাগমন করিল। সে স্থানে একা-

দশ শিষ্য ও সঙ্গিগণের সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইলে তাহারা বলিল, সত্য বটে, প্রভু উঠিয়াছেন, এবং শিমোনকে দর্শন দিয়াছেন। তাহারা এই রূপ কথোপকথন করিতেছে; ইত্যবসরে বদ্ধ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া যীশু তাহাদিগের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমাদিগের কল্যাণ হউক। কিন্তু ভূত দেখিতেছি, ইহা বলিয়া তাহারা অত্যন্ত ভীত হইল। তখন তিনি কহিলেন, তোমরা কেন ভীত হও, এবং কেন তোমাদের সন্দেহ হইতেছে? এই আমি, আমার হস্ত পাদাদি দেখ, বরঞ্চ স্পর্শ করিয়া দেখ আমাকে যে রূপ দেখিতেছ, এতদ্রূপ অস্থি মাংস ভূতের নয়; ইহা বলিয়া তিনি হস্ত পাদাদি দেখাইলেন। তখন তাহারা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া আশ্চর্য্য প্রযুক্ত বিশ্বাস করিতে পারিল না। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে তোমাদের নিকটে কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে? তাহাতে তাহারা কিছু দগ্ধ মৎস্য ও মধুশাক দিল। তাহা লইয়া তিনি তাহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন।

৩৮ যীশুর থোমা এবং অন্য শিষ্যদিগের দর্শন দেওনের বিষয়।

যীশুর গমনের সময়ে থোমানামক এক জন শিষ্য তাহাদিগের সঙ্গে ছিল না। অতএব শিষ্যেরা যৎকালে তাহাকে কহিল, আমরা প্রভুকে দেখিলাম, তখন সে বলিল, তাঁহার হস্তে প্রেকের চিহ্ন না দেখিলে এবং সেই চিহ্ন অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ না করিলে, এবং তাঁহার কক্ষদেশে হস্ত না

দিলে, আমি বিশ্বাস করিব না। পরে অষ্ট দিবস গত হইলে শিষ্যগণ থোমার সহিত একত্র হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ-মধ্যে ছিল। এমত সময়ে যীশু তাহাদিগের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমাদিগের কল্যাণ হউক। পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, আইস, অঙ্গুলি দিয়া হস্ত দেখ, এবং হস্ত বাড়াইয়া আমার কক্ষদেশে দেও, এবং অবিশ্বাসী না হইয়া বিশ্বাসী হও। তখন থোমা কহিল, হে আমার প্রভু, হে আমার ঈশ্বর! যীশু কহিলেন, হে থোমা, আমাকে দেখিয়া বিশ্বাস করিতেছ? যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করে, তাহারা ধন্য। ইহার পরে শিষ্যেরা তিবেরিয়া সমুদ্রের তীরে আপন২ কার্য্যানুসারে ফিরিয়া গিয়া বাহিরে মৎস্য ধরিতে গেল। এবং সমস্ত রাত্রে কিছু না পাইয়া প্রভাত সময়ে তীরে আসিয়া যীশুকে দণ্ডায়মান দেখিল; কিন্তু চিনিতে পারিল না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস-সকল, তোমাদের নিকটে কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে? তাহারা বলিল, কিছুই নাই। তখন তিনি কহিলেন, নৌকার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল নিক্ষেপ কর, তাহাতে তোমরা পাইবা। এবং ঐ আজ্ঞানুসারে তাহারা জাল নিক্ষেপ করিলে, একশত তিপ্পান্ন বৃহৎ মৎস্য পাইল। তাহাতে য়োহন পিতরকে কহিল, উনি প্রভু হইবেন; পিতর এই কথা শুনিবামাত্র জলে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণদ্বারা তীরে আইল। অন্য শিষ্যেরা নৌকাহইতে তীরে উঠিলে সেস্থানে প্রজ্বলিত অগ্নি ও তাহার নিকটে মৎস্য ও রুটী দেখিলে পর যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আসিয়া ভোজন কর। তৎক্ষণাৎ তিনি যে প্রভু, ইহা তাহারা সকলে জ্ঞাত হইল। অন-

ন্তর ভোজন সাঙ্গ হইলে পর যীশু শিমোন পিতরকে জিজ্ঞা- সা করিলেন, ও হে যুনসের পুত্র শিমোন, তুমি না কি ইহা দেরহইতে আমাকে অধিক প্রেম করিয়া থাক? তাহাতে সে কহিল, হাঁ প্রভু, আপনাকে প্রেম করিয়া থাকি বটে, তাহ আপনি জানেন। তখন তিনি কহিলেন, তবে আমার মেষ শাবকগণকে পালন কর। এবং তিনি দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসি লেন, হে শিমোন, তুমি আমাকে প্রেম করিয়া থাক? তাহা- তে শিমোন প্রথম বারের অনুসারে উত্তর দিলে, যীশু পু নরায় কহিলেন, আমার মেষশাবকগণকে প্রতিপালন কর। পরে তিনি তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শিমোন. তুমি কি আমাকে প্রেম করিয়া থাক? তখন ঐ কথা তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করাতে পিতর দুঃখিত হইয়া কহিল, হে প্রভো, আপনকার অগোচর কিছুই নাই, আমি আপনাকে প্রীতি করিয়া থাকি, তাহা আপনি জানেন। তাহাতে যীশু কহিলেন, আমার মেষগণকে পালন কর; আমি তোমাকে যথার্থ কহি, যৌবনকালে আপনি কটিবন্ধন করিয়া যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইতা; কিন্তু ইহার পর বৃদ্ধবয়সে হস্ত বিস্তারিত করিবা, এবং তাহাতে অন্য জন তোমাকে বন্ধন করিয়া যে স্থানে তোমার যাইবার ইচ্ছা নাই, সেই স্থানে লইয়া যাইবে। ফলতঃ কি প্রকার মরণেতে সে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্তে যীশু এই কথা কহিলেন। অন্য সময়ে পঞ্চাশৎ শিষ্য একত্র হই- লে যীশু তাহাদিগকে দর্শন দিলেন। এই প্রকারে তাঁহার মৃত্যুহইতে উত্থানের অনেক২ সাক্ষ্য দৃষ্ট হইল।

৩৯ য়ীশুর স্বর্গারোহণের বিষয় ।

য়ীশুর স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে আপনার শিষ্যদিগকে অনন্ত ফলযোগ্য এই আজ্ঞা দিলেন, স্বর্গ ও পৃথিবীর তাবৎ কর্ত্তৃত্ব ভার আমাতে অর্পিত আছে: এই নিমিত্তে তোমরা যাইয়া সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিয়া পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামেতে বাপ্তাইজ করাও। এবং আমি তোমাদিগকে যে আজ্ঞা দিয়াছি, তাহাও তাহাদিগকে পালন করিতে শিক্ষা দেও; তাহাতে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া বাপ্তাইজিত হইবে, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে বিশ্বাস না করিবে, সে দণ্ড্য হইবে। ইহা যাহারা প্রত্যয় করিবে, তাহারা আমার নামের দ্বারা ভূতগণকে ছাড়াইবে, এবং পরদেশীয় ভাষা কহিতে পারিবে, আর সর্পাদি ধরিলে, এবং প্রাণনাশক কোন দ্রব্যাদি ভক্ষণ

করিলেও কোন হানি হইবে না। আর তাহারা যে লোক দের গাত্র স্পর্শ করিবে, তাহারা সুস্থ হইবে, ইত্যাদি আশ্চর্য্য ক্রিয়া তাহাদিগের লক্ষণস্বরূপ হইবে; এবং দেখ জগতের শেষপর্য্যন্ত আমি তোমাদিগের সঙ্গে আছি এবং যীশু শেষ বারে সকল শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, তোমরা যিরূশালম নগরহইতে অন্যত্র গমন করিও না। সেই কাল অবধি প্রত্যাগমনপর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে তাহারা পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইবে এই আজ্ঞা দিলেন। পরে তাহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপনি এখন পুনর্ব্বার রাজ কর্ত্তৃত্বে ইস্রাএল লোকদিগকে হস্তগত করিবেন? তিনি কহিলেন, সে সকল সময় পিতা আপন বশে রাখিয়াছেন তাহা জানিতে তোমাদের অধিকার হয় না; কিন্তু তোমা দিগের অন্তরে পবিত্র আত্মার আবির্ভাব হওয়াতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যিরূশালম ও সমুদয় য়িহুদা ও শোমিরোণ দেশ এবং পৃথিবীর সীমাপর্য্যন্ত যত দেশ, সর্ব্বত্র আমার বিষয়ে তোমরা সাক্ষ্য দিবা। এই কথা বলিয়া তিনি তাহা দিগের সাক্ষাতে মেঘারূঢ় হইয়া আকর্ষণপূর্ব্বক আকাশে নীত হইলে তাহাদিগের দৃষ্টির অগোচর হইলেন। এবং যে সময়ে তাহারা আকাশের প্রতি এক দৃষ্টিতে তাঁহার ঐরূপ ঊর্দ্ধগমন দেখিতেছিল, এমন সময়ে শুক্লবস্ত্র পরিহিত দুই জন তাহাদিগের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা কি জন্য আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া আছ? তোমাদিগের নিকট হইতে স্বর্গেতে নীত হইলেন যে যীশু, তাঁহাকে যেরূপে

স্বর্গারোহণ করিতে দেখিতেছ, তদ্রূপে তিনি আর বার আগমন করিবেন।

৪০ পবিত্র আত্মার আগমনের বিষয়।

যীশুর স্বর্গারোহণের পরে শিষ্যেরা যিরূশালমে ফিরিয়া গিয়া ঐ স্থানে একত্র থাকিয়া পবিত্র আত্মার আগমনের বিষয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিল। এবং তাহারা যিস্কারিয়োতীয় যিহূদার পরিবর্ত্তে প্রার্থনা ও গুলিবাঁটদ্বারা অন্য এক জনকে মনোনীত করিল; এবং সে জন একাদশ প্রেরিতদের মধ্যে হইল। অপর নিস্তার পর্ব্বের পঞ্চাশ দিনের এবং যীশুর স্বর্গারোহণের দশ দিন পরে ইস্রাএল লোকদের ব্যবস্থা দেওনের, এবং প্রথমে ফলমুখে পর্ব্বেতে শিষ্যদের একত্র হওন সময়ে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঝটকার শব্দের ন্যায় এক শব্দ হইয়া, যে গৃহেতে তাহারা বসিয়া ছিল, ঐ গৃহ ব্যাপিল; পরে অগ্নিস্বরূপ দ্বিখণ্ড জিহ্বা প্রত্যক্ষ হইয়া প্রতিজনের ঊর্দ্ধেতে স্থগিত হইয়া থাকিল। তাহাতে তাহারা পবিত্র আত্মাতে সম্পূর্ণ হইয়া আত্মা যে প্রকার কহাইলেন, তদনুসারে অন্যদেশীয় ভাষা কহিতে লাগিল। আর ঐ সময়ে পৃথিবীর তাবৎ দেশহইতে যিহূদীয় মতাবলম্বি ভক্ত লোকেরা আসিয়া বাস করিতেছিল; তাহারা সকলে ঐ শব্দ শুনিয়া সমূহ লোক একত্র হইয়া প্রত্যেক জন আপন২ ভাষাতে শিষ্যদের কথোপকথন শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইল, এবং সকলেই চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ, যাহারা কথা কহিতেছে, তাহারা সক-

লে কি গালীলদেশীয় নহে? তবে আমরা প্রত্যেক জন আপনাদের জন্মদেশীয় ভাষানুসারে ইহাদিগের কথা শুনিতেছি, এ কি আশ্চর্য্য। আর কেহ২ পরিহাস করিয়া কহিল, ইহারা নূতন দ্রাক্ষারস পানেতে মত্ত হইয়াছে। তখন পিতর একাদশ জনের সঙ্গে দৌড়িয়া গিয়া ঐ লোকদিগকে কহিতে লাগিল, হে য়িহূদীয়েরা, হে য়িরূশালমনিবাসিরা, অবধান করিয়া আমার কথা বুঝ। এখন এক প্রহর বেলার অধিক নহে, অতএব তোমরা যে অনুমান করিতেছ, এ মনুষ্যেরা মদ্য পানেতে মত্ত, তাহা নয়; কিন্তু ঈশ্বর যোএল ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা কহিয়াছেন, যুগান্ত সময়ে আমি সমুদয় প্রাণির উপরে আপন আত্মার বর্ষণ করিব; তাহাতে তোমাদের পুত্র কন্যাগণ ভবিষ্যদ্বাক্য বলিবে, এবং তোমাদের যুবকেরা প্রত্যাদেশ পাইবে, এবং পুরুষেরা স্বপ্ন দর্শন করিবে; আর তৎকালে আপন দাসদাসীদের প্রতি আপন আত্মার বর্ষণ করিব; তাহাতে তাহারা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবে। অতএব ইস্রাএল বংশসকল এই কথায় অবধান কর। নাসরতীয় য়ীশু ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি, ইহা তাঁহার হস্তকৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা ও চিহ্নদ্বারা লোকদিগের সাক্ষাতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তাঁহাকে ধরিয়া তোমরা ক্রুশেতে বধ করিয়াছ। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে মৃত্যুহইতে উত্থান করিয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে আমরা সকলে সাক্ষী আছি। অতএব তিনি এইক্ষণে ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র আত্মা বিষয়ে পিতা যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার ফল পাইয়া যাহা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহা বর্ষণ করিলেন। তখন লোকসকল এই কথা শুনিয়া বিদীর্ণহৃদয় হওয়াতে কহিতে লাগিল, হে

ভাইসকল, আমরা এইক্ষণে কি করিব? তাহাতে পিতর উত্তর করিল, তোমরা প্রত্যেক জন মন ফিরাও, এবং পাপ মোচনার্থে য়ীশু খ্রীষ্টের নামেতে বাপ্তাইজিত হও। তাহা হইলে তদ্রূপ পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইবা; যেহেতু তোমাদের সন্তানদিগের ও পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকদিগের প্রতি প্রভু পরমেশ্বর পবিত্র আত্মা দেওনের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। পরে এই কথা শুনিয়া যাহারা আনন্দপূর্ব্বক গ্রহণ করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল। এই প্রকারে সেই দিবসে প্রায় তিন সহস্র লোক তাহাদিগের পক্ষ হইয়া প্রেরিতদিগের উপদেশে ও সঙ্গে থাকিল, ও খাদ্য বিভাগ করণ ও প্রার্থনা করণ এই সকল কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিয়া রহিল। এবং বিশ্বাসকারি ব্যক্তিরা আপন সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রত্যেক জনের প্রয়োজনানুসারে অংশ করিয়া দিল, এবং দরিদ্র লোকদিগকে দিল, ইহাতে তাহারা অত্যন্ত সমাদর পাইল। এবং পরমেশ্বর দিনে২ নিস্তারিত লোকদ্বারা মণ্ডলী বৃদ্ধি করিলেন।

---

৪১ হনানিয়া ও শফীরার বিষয়।

হনানিয়া নামে এক জন ও তাহার স্ত্রী শফীরা আপনাদিগের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহার কিছু টাকা গোপনে রাখিয়া অন্য অংশ প্রেরিতদিগের চরণে সমর্পণ করিল। তাহাতে পিতর কহিল, হে হনানিয়া, ভূমির মূল্য কিছু গোপন করিয়া রাখিতে, এবং পবিত্র আত্মার নিকটে মিথ্যা

কথা কহিতে শয়তান কেন তোমার অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি দিয়াছে? ঐ ভূমি যখন তোমার হস্তগত ছিল, তখন কি তোমার নিজের ছিল না? এবং বিক্রয় করিলে পর তাহার মূল্যেতে কি তোমার নিজ অধিকার ছিল না? তবে কেন অন্তঃকরণে কুপ্রবৃত্তি করিয়াছ? তুমি কেবল মানুষের কাছে মিথ্যা কথা কহিলা না; কিন্তু ঈশ্বরের কাছেও কহিলা। এই কথা শুনিবামাত্র হনানিয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরে যুবা লোকেরা তাহাকে বস্ত্র জড়াইয়া বাহিরে লইয়া গিয়া কবর দিল। অনন্তর কি ঘটিয়াছে, তাহা অবগত না হইয়া এক প্রহরের পর তাহার স্ত্রীও সেই স্থানে উপস্থিত হইল; তাহাতে পিতর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমরা এত টাকাতে ভূমি বিক্রয় করিয়াছ কি না? তখন সে উত্তর করিল, হাঁ, এত টাকাতেই বটে। তাহাতে পিতর কহিল, তোমরা কেমন করিয়া পরমেশ্বরের আত্মার পরীক্ষা করিতে এক পরামর্শ হইয়াছ? দেখ, যাহারা তোমার স্বামিকে কবর দিয়াছে, তাহারা দ্বারের নিকট উপস্থিত আছে; তাহাতে সেও তাহার চরণের নিকটে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরে সে যুবকেরা ভিতরে আসিয়া তাহাকেও মৃতা দেখিয়া বাহিরে লইয়া তাহার স্বামির পার্শ্বে কবর দিল। এবং মণ্ডলীর তাবৎ লোক ও অন্য২ যত লোক এই কথা শুনিল, তাহারা অতিভীত হইল।

৪২ স্তিফানের মৃত্যুর বিষয়।

ঐ সময়ে য়িরূশালমে শিষ্যগণের বাহুল্য হওয়াতে দ্বাদশ প্রেরিত ঈশ্বরের কথা প্রচার করিতে দিবসিক দান করিতে পারিল না। তখন তাহারা সাত জনকে মনোনীত করিয়া তাহাদিগকে দীন দরিদ্র লোকদিগের প্রতিপালনের ভার দিল; তাহাদের মধ্যে স্তিফান নামক এক জন বিশ্বাসেতে ও পরাক্রমেতে পরিপূর্ণ হইয়া লোকদের মধ্যে নানা প্রকার অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিল। এবং য়িহুদীয় কতক লোক এবং আশিয়া দেশীয় কতক লোক উঠিয়া স্তিফানের সহিত ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিল। কিন্তু স্তিফান এতাদৃশ জ্ঞানেতে ও গুণেতে কথা কহিল, এ তাহারা কোন আপত্তি করিতে না পারিয়া কএক জনকে লোভ দেখাইলে তাহারা এই কথা কহিল, আমরা তাহাকে মুশার এবং ঈশ্বরের নিন্দা কথা কহিতে শুনিলাম। অপর তাহারা লোকদিগকে ও অধ্যাপকদিগকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া স্তিফানকে ধরিয়া মন্ত্রির সভামধ্যে আনিল। পরে কএক জন মিথ্যা সাক্ষিগণকে আনিলে তাহারা কহিল, এই ব্যক্তি এই পুণ্য স্থানে ও ব্যবহার নিন্দা করা ত্যাগ করে না। ফলতঃ নাসরতীয় য়ীশু এইস্থান উচ্ছিন্ন করিবেন; এবং মুশার সমর্পিত আমাদিগের ব্যবহারের অন্যথা করিবেন, তাহাকে এমন কথা কহিতে শুনিলাম। তখন মন্ত্রিগণ এবং সভাস্থ সকলে তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া স্বর্গদূতের মুখসদৃশ তাহার মুখ দেখিল। পরে মহাযাজক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই কথা কি সত্য বটে? তাহাতে

স্তিফান উত্তর করিয়া ইস্‌রাএল লোকদিগের আশ্চর্য্য ইতিহাসের বিষয় কহিতে লাগিল; এবং তাহাদিগের অবিরত আজ্ঞালঙ্ঘন দেখাইয়া শেষে এই কথা কহিল, হে অনাজ্ঞাবহ এবং অন্তঃকরণে ও শ্রবণে অপবিত্র লোকসকল, তোমরা অনবরত পবিত্র আত্মার প্রতিকূলাচরণ করিতেছ; তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ, তোমরা তদ্রূপ: তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে তাড়না না করিয়াছে? তোমরা এক্ষণে বিশ্বাসঘাতকি হইয়া যে ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে অর্থাৎ য়ীশুকে বধ করিলা, তাঁহার অবতার হওনের কথা যাহারা কহিয়াছিল, তাহাদিগকেও তোমরা সংহার করিলা; তোমরা স্বর্গদূতগণের দ্বারা ব্যবস্থা পাইলেও তাহা পালন কর নাই। এই কথা শুনিয়া তাহারা মনে বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতি দন্তকিড়িমিড়ি করিয়া উঠিল। কিন্তু স্তিফান পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হইয়া আকাশের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের তেজ এবং ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান য়ীশুর দর্শন পাইয়া কহিল, দেখ, স্বর্গে প্রকাশ পাইতে ও ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে মনুষ্যপুত্রকে দর্শন করিতেছি! তখন কর্ণেতে অঙ্গুলি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করণপূর্ব্বক সকলে একেবারে তাহার উপর চাপিয়া পড়িল। অবশেষে তাহাকে নগরের বাহির করিয়া প্রস্তরাঘাত করিল, এবং সাক্ষি লোকেরা শৌলনামে এক যুবকের চরণের নিকট আপনাদের বস্ত্র রাখিল। পরে তাহারা স্তিফানকে প্রস্তরাঘাত করিতে লাগিল: কিন্তু সে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে প্রভু য়ীশু, আমার আত্মাকে আশ্রয় দেও। তাহাতে সে হাঁটু গাড়িয়া উচ্চস্বরে

চাইয়া, হে প্রভু, ইহাদিগের এই পাপের দণ্ড দিও না,
কিয়া বলিয়া মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইল।
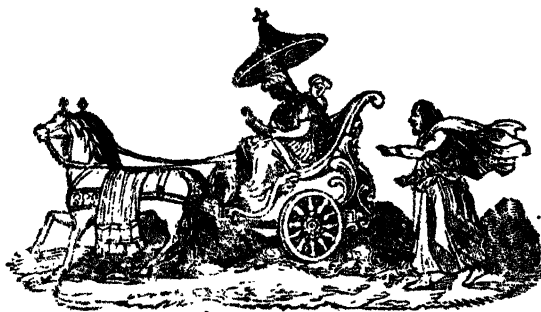
৬৩ কূশদেশীয় কৃত নপুংসকের বিবরণ।

অপর শৌল স্তিফানের হত্যাকরণে সম্মত ছিল; কেননা
সে য়িহুদীয় ব্যবস্থা পালনেতে অসঙ্গত ব্যগ্র হইয়া খ্রীষ্টের
লোকে তাড়না করিল। সে ধারে২ ভ্রমণ করিয়া গুপ্ত খ্রীষ্টী-
ন লোকদিগকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে বদ্ধ রাখিল;
ন্তু সে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ
রিয়া সুসমাচার প্রচার করিল। এইমতে ফিলিপ দীনদ-
দ্র লোকদের সঙ্গি রক্ষকদের এক জন শোমিরোণ নগরে
য়া সেখানে সমাচার প্রচার করিলে অন্য লোকেরা বিশ্বাস
বিল। এবং সে এমন সময়ে ঐ খানে কতককাল থাকিলে
র ঈশ্বরের দূত এই আজ্ঞা দিয়া কহিল, তুমি উঠিয়া
ক্ষিণ দিগে য়িরূশালমহইতে প্রান্তরের মধ্য দিয়া যে পথ
সা নগরেতে যায়, সেই পথে গমন কর। তাহাতে সে উ-
য়া তথায় উপস্থিত হইলে পর কান্দাকীনাম্নী কূশ লোক-
র রাণীর সমস্ত বিষয়ের অধ্যক্ষ এক জন নপুংসক ভজন

করণার্থে যিরূশালম নগরে আসিয়া পুনর্ব্বার রথারোহণপূ-
র্ব্বক যিশাইয়া নামে ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ পাঠ করিতেং ফিরিয়া
যাইতেছিল। এই সময়ে আত্মা ফিলিপকে কহিলেন, তুমি
ঐ রথের নিকট গিয়া তাহার সঙ্গে মিল। তাহাতে সে অতি
দ্রুত গিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক পঠ্যমা
যিশাইয়া ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, য
পাঠ করিতেছ, ইহা কি বুঝিতে পার? তাহাতে সে ক
কেহ আমাকে বুঝাইয়া না দিলে আমি কিরূপে বুঝিতে
রিব? তখন সে ফিলিপকে আপন রথে উঠাইয়া বসিতে
দিল, এবং সে যাহা পাঠ করিল, সে এই, "তিনি হতকর
জন্য মেষের ন্যায় আনীত হইবেন। আর যেমন লোমচ্ছে
কের কাছে মেষশাবক নীরব হইয়া থাকে; তদ্রূপ তি
নীরব হইয়া থাকিবেন। এবং দীনতাপ্রযুক্ত তাঁহার বি
বহিয়া যাইবে; ও তাঁহার বংশাবলির বৃত্তান্ত কে বলি
পারিবে? যেহেতুক পৃথিবীহইতে তাঁহার প্রাণ হত হইবে
পরে সে ফিলিপকে কহিল, নিবেদন করি, ভবিষ্যদ্বক্তা যে
কথা কহিল, এ কি আপনার বিষয়ে, কি অন্য কাহার বিষয়ে
ফিলিপ তাহার কাছে যীশুর তাবৎ উপাখ্যান কহিতে আ
রম্ভ করিল; এই রূপে পথে যাইতেং এক জলাশয়ের নিক
উপস্থিত হইলে নপুংসক কহিল, দেখ, এস্থানে জল আছে
আমার বাপ্তাইজিত হওনের বাধা কি? তাহাতে ফিলি
উত্তর করিল, অন্তঃকরণের সহিত যদি প্রত্যয় কর, তবে
বাধা নাই। তাহাতে সে কহিল, যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র
ইহা প্রত্যয় করিতেছি। তখন সে রথ স্থগিত রাখিতে আ
জ্ঞা দিয়া ফিলিপ এবং নপুংসক উভয়েই জলেতে নামিয়া

র ফিলিপ তাহাকে বাপ্তাইজ করাইল। পরে জলহইতে
উঠিলে পরমেশ্বরের আত্মা ফিলিপকে হরণ করিয়া লইয়া
গেলেন; তাহাতে নপুংসক তাহাকে আর দেখিতে পাইল
না, কিন্তু হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন পথে চলিয়া গেল।

৪৪ শৌলের মনোন্তরের বিষয়।

এই সময়পর্য্যন্ত শৌল খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে প্রচণ্ডরূপে
তাড়না করিতে লাগিল। এবং মহাযাজকের নিকট গিয়া
দমিসিক নগরীয় য়িহুদীয় অধ্যক্ষদের প্রতি এমন পত্র
দিতে প্রার্থনা করিল, তাহাতে কোন খ্রীষ্টীয়ান লোকের দেখা
পাইয়া তাহাকে বদ্ধ করিয়া য়িরূশালমে আনাইতে পারে।
পরে সে ঐ পত্র লইয়া যাইতে২ দমিসিক নগরের নিকট
উপস্থিত হইলে পর অকস্মাৎ আকাশহইতে তেজ তা-
হার চতুর্দ্দিগে আলো করাতে সে ভূমিতে পড়িল। পরে সে
এক শব্দ শুনিল, হে শৌল২, আমাকে কেন তাড়না করি-
তেছ? তখন সে কহিল, হে প্রভো, আপনি কে? প্রভু
কহিলেন, যে যীশুকে তুমি তাড়না করিতেছ, সেই আমি;
কণ্টকে পদাঘাত করা তোমার দুঃসাধ্য কর্ম্ম। তখন
কম্পমান ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া সে কহিল, হে প্রভো, আ-
মার কি করিতে হইবে, আপনকার ইচ্ছা কি? তাহা-
তে প্রভু আজ্ঞা করিলেন, উঠিয়া নগরে যাও, তাহাতে
তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলা যাইবে। পরে
শৌল ভূমিহইতে উঠিয়া চক্ষু মেলিয়া কাহাকেও দেখিতে
পাইল না। তাহাতে তাহার সঙ্গি লোকেরা তাহার হাত

ধরিয়া লইয়া দমিসিক নগরে আনিয়া দিল; এবং তিন দিনপর্য্যন্ত ,অন্ধ হইয়া সে ভোজন ও পান কিছুই করিল না। তদনন্তর প্রভু ঐ দমিসিক নগরবাসি হনানিয়া নামক এক শিষ্যকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তুমি উঠিয়া সোজা পথ দিয়া য়িহূদার বাটীতে টার্শস্ নগরে শৌলনামক এক ব্যক্তির তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর; কারণ সে প্রার্থনা করিতেছে. এবং হনানিয়া নামে এক জন যেন তাহার কাছে আসিয়া তাহার গাত্রেতে হস্তার্পণ করিয়া চক্ষু প্রদান করিল, স্বপ্নে এই প্রকার দর্শন দেখিয়াছে। তখন হনানিয়া উত্তর করিল, হে প্রভো, আমি অনেকের প্রমুখাৎ শুনিলাম, সে মনুষ্য য়িরূশালমে তোমার পরিজন এই লোকদের প্রতি কত হিংসা করিয়াছে; এবং এখানে যে সকল লোক তোমার নাম করিয়া প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে বন্ধন করিবার নিমিত্তে, সে প্রধান যাজকদেরহইতে ক্ষমতা পাইয়াছে। কিন্তু প্রভু কহিলেন, চলিয়া যাও, অন্য দেশীয় লোকদের ও ভূপতিগণের ও ইস্রাএল বংশীয়দিগের নিকটে আমার নাম প্রচার করিতে সেই জন আমার মনোনীত পাত্র আছে; এবং আমার নামের নিমিত্তে কত ক্লেশভোগ করিতে হইবে, ইহা তাহাকে দেখাইয়া দিব। তাহাতে হনানিয়া চলিয়া গিয়া গৃহেতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, হে ভাই শৌল, তুমি যে দৃষ্টি পাও ও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হও, এই জন্যে প্রভু আমাকে পাঠাইলেন। এই কথা বলিবামাত্র তাহার চক্ষুহইতে আইষের ন্যায় নির্গত হইলে তৎক্ষণাৎ সে প্রকাশিত চক্ষু হইয়া উঠিয়া বাপ্তাইজিত হইল, এবং ভোজন পান করিয়া সবল হইল

এবং ঐ কালপর্য্যন্ত শৌল দম্মিসিক ও য়িরূশালম নগরে য়ীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, তাহা নির্ভয়েতে প্রচার করিল।

---

৪৫ কর্ণীলিয় সেনাপতির বিষয়।

অপর কাইসরিয় নগরে ইটালিয় নামক সৈন্যদলভুক্ত কর্ণীলিয় নামে এক জন শতসেনাপতি ছিল। সে সপরিবারে ভক্ত এবং ঈশ্বরপরায়ণ ছিল; আর লোকদিগকে নিরন্তর দানাদি করিয়া নিরন্তর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিত। এক দিন তৃতীয় প্রহর বেলার সময়ে সে এক দর্শন পাইল, এক জন ঈশ্বরের দূত প্রকাশরূপে তাহার নিকট আসিয়া কহিল, হে কর্ণীলিয়, তোমার প্রার্থনা ও দানাদি সাক্ষ্যস্বরূপ ঈশ্বরের গোচর হইয়াছে। এখন যাফা নগরে লোকদিগকে পাঠাইয়া শিমোন নামে সমুদ্রতীরস্থ এক জন চামারের গৃহে প্রবাসকারি পিতর নামে খ্যাত যে শিমোন, তাহাকে আন, এবং তাহাতে তোমার যাহা২ কর্ত্তব্য, তাহা সে বলিবে। এবং দূত প্রস্থান করিলে পর কর্ণীলিয় তাহার কথানুসারে করিয়া আপন দাস তিন জনকে যাফা নগরে পাঠাইয়া দিল। পর দিবসে দুই প্রহর বেলার সময়ে তাহারা নগরের নিকটে উপস্থিত হইল; এমন সময়ে পিতর প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত ছাতের উপরে আরোহণ করিয়াছিল; এবং অতি ক্ষুধিত হইয়া আহার করিতে চাহিল, কিন্তু তাহাদের আহার প্রস্তুত করিবার সময়ে সে অভিভূত হইয়া পড়িল, এবং স্বর্গ প্রকাশিত দেখিল, অর্থাৎ চারি কোণে এক খান বড় লাল বস্ত্রের মত কোন পাত্র স্বর্গহইতে পৃথিবীতে নামিতে

দেখিল। আর তন্মধ্যে নানা প্রকার গ্রাম্য ও বন্য পশু ছিল; এবং একটা রবও শুনিতে পাইল, হে পিতর, উঠিয়া বধ করিয়া ভোজন কর। তখন পিতর উত্তর করিল, হে প্রভো, এরূপ যেন করিতে না হয়; যেহেতুক আমি এখন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ কিম্বা অশুচি দ্রব্য কিছু ভোজন করি নাই। তাহাতে আরবার ঐ রূপ রব হইল, ঈশ্বর যাহা শুচি করিয়াছেন, তাহা নিষিদ্ধ জ্ঞান করিও না। এই প্রকার তিন বার হইলে পর ঐ পাত্র পুনরায় আকাশে আকর্ষিত হইয়া গেল। পরে পিতর ঐ দর্শনের ভাব কি, ইহা মনে ভাবাভাবনা করিতেছিল, এমত সময়ে ঐ কর্ণীলিয় প্রেরিত মনুষ্য দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া পিতর কোথায় থাকে, ইহা জিজ্ঞাসা করিল। এবং আত্মা তাহাকে কহিলেন, দেখ, তিন জন তোমার তত্ত্ব করিতেছে, তুমি নামিয়া নিঃসন্দেহে তাহাদের সহিত গমন কর; কেননা আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছি। তাহাতে পিতর নামিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরা যাহার অন্বেষণ করিতেছ, সেই ব্যক্তি আমি; তোমরা কি নিমিত্তে আইলা? তাহাতে তাহারা কর্ণীলিয়ের প্রেরিত এই সম্বাদ কহিলে পিতর তাহাদিগকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া আতিথ্য ব্যবহার করিল। এবং পর দিবসে যাফানিবাসি ভ্রাতৃগণের মধ্যে কএক জন তাহাদের সহিত একত্র হইয়া যাত্রা করিল। পরদিবসে কাইসারিয় নগরে উপস্থিত হইবার সময়ে কর্ণীলিয় জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধবদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক একত্র করিয়া পিতরের অপেক্ষাতে ছিল। পরে পিতর গৃহে উপস্থিত হইলে কর্ণীলিয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চরণে পড়িয়া প্রণাম করিল। কিন্তু পি-

তর তাহাকে উঠাইয়া কহিল, দাঁড়াও, আমিও মনুষ্য। পরে দ্বারে প্রবেশ করিয়া এবং তন্মধ্যে বহুলোকের সমা-রোহ দেখিয়া পিতর তাহাদিগকে কহিল, অন্য জাতীয় লোকদের সহিত আপন ব্যবহার করা কিম্বা তাহাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করা য়িহুদীয়দের নিষেধ আছে, ইহা তোমরা জান; কিন্তু কোন মনুষ্যকে অব্যবহার্য্য কিম্বা অশুচি জ্ঞান করা আমার উচিত হয় না, ইহা পরমেশ্বর আমাকে দেখাইয়াছেন। এবং সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, তো-মরা কি নিমিত্তে আমাকে আনাইয়াছ? তখন কর্ণীলির দূ-তের বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল, পরে পিতর কহিল, ঈশ্বর মনুষ্যদের মুখাপেক্ষা না করিয়া যে কোন দেশীয় লোক হউক, যেজন তাঁহাকে ভয় করিয়া সৎকর্ম্ম করে, তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, ইহার নিশ্চয় উপলব্ধি পাইলাম। এবং সে য়ীশুর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করিয়া যখন এই কথা কহিল, তখন সকল শ্রোতাদের উপরে পবিত্র আত্মা না-মিলেন। তাহাতে পিতরের সঙ্গে আগত ত্বক্‌ছেদি বিশ্বা-সকারি লোকেরা অন্য দেশীয়দিগকে পবিত্র আত্মারূপ দান বিতরণ করিতেছে, এবং তাহারা নানা জাতীয় ভাষা-তে কথা কহিয়া ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করিতেছে, এই সকল দে-খিয়া ও শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন পিতর কহিল, আমাদিগের ন্যায় যাহারা পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের বাপ্তিস্ম জল কি কেহ নিষেধ করিতে পারে? তাহাতে প্রভুর নামে বাপ্তাইজিত হইতে তাহাদিগকে আজ্ঞা দিলে পরে তাহারা আপনাদের সহিত কিছু কাল থাকিতে তাহাকে সাধ্যসাধনা করিলে, পিতর কিছু কাল

বাস করিল। এইরূপে ভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিরা গ্রহণ করিলে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর বৃদ্ধি হইল।

---

৪৬ পিতরের কারাগারহইতে মুক্ত হওন।

তৎকালে হেরোদ রাজা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীকে অতি তাড়না করিয়া যোহনের ভাই য়াকুবকে খড়্গাঘাতে বধ করিল। তাহাতে য়িহুদীয়েরা সন্তুষ্ট হইল. ইহা দেখিয়া পিতরকেও ধরাইয়া কারাগারে বদ্ধ রাখাইল; কিন্তু তৎসময়ে নিস্তার পর্ব্বদিন উপস্থিত হওয়াপ্রযুক্ত তাহা গত হইলে তাহাকে বধ করিতে মনোগত করিল। এই কালপর্য্যন্ত পিতর চারি জন দ্বারিকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া কারাগারে বদ্ধ হওয়াতে তাহার নিমিত্তে মণ্ডলীরা অবিশ্রান্ত ঈশ্বরের প্রার্থনা করিল। পরে তাহার বধ করণের দিনের পূর্ব্বরাত্রিতে পিতর দুই জন প্রহরির মধ্যস্থানে দুই শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হইয়া নিদ্রিত ছিল; এবং দৌবারিক কারাগারের সম্মুখে থাকিয়া দ্বার রক্ষা করিতে ছিল। এমত সময়ে কারাগার দীপ্তিময় হইল, এবং ঈশ্বরের দূত উপস্থিত হইয়া পিতরের কুক্ষিদেশে আঘাত করণপূর্ব্বক তাহাকে চেতনা দিয়া কহিল, শীঘ্র উঠ; তাহাতে তাহার হস্তহইতে শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল। পরে সে দূত তাহাকে বলিল, কটিবন্ধন করিয়া পায়ে পাদুকা দেও, আর গাত্রীয় বস্ত্র গায়েতে দিয়া আমার পশ্চাৎ আইস। তাহাতে পিতর তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়া প্রহরি লোকদিগের নিকট যাইয়া লৌহনির্ম্মিত দ্বারে উপস্থিত হইলে কপাট আপনি খুলিয়া গেল।

কিন্তু পিতর তাহা যে সত্য ইহা বুঝিতে না পারিয়া স্বপ্ন জ্ঞান করিল। পরে তাহারা বাহির হইয়া একপথ ধরিয়া গমনপূর্ব্বক সে পথ ছাড়িলে পরে অকস্মাৎ ঐ দূত পিতরকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে সে চেতনা পাইয়া কহিল, নিজ দূতকে প্রেরণ করিয়া পরমেশ্বর আমাকে উদ্ধার করিলেন, ইহা নিশ্চয় জানিলাম। পরে যে মার্ক য়োহন তাহার মাতা মরিয়মের বাটীতে যে স্থানে অনেকে প্রার্থনা করিবার নিমিত্তে একত্র ছিল, সেই বাটীতে চলিয়া গেল; এবং বহির্দ্বারে আঘাত করিলে রোদানাম্নী এক বালিকা দেখিতে গেল। সে পিতরের স্বর শুনিয়া হর্ষযুক্ত হইয়া দ্বার না খুলিয়া পিতর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, এই সম্বাদ দিতে ভিতরে দৌড়িয়া গেল; কিন্তু তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না। অপর পিতর পুনশ্চ দ্বারে আঘাত করিলে তাহারা দ্বার খুলিয়া পিতরকে দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইল। তখন পিতর হস্তদ্বারা সঙ্কেত করিয়া পরমেশ্বর যে প্রকার তাহাকে কারাগারহইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত তাহাদিগকে কহিতে লাগিল। অবশেষে য়াকূবকে এবং অন্য ভ্রাতৃগণকে সমাচার দিতে কহিয়া সে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল; কিন্তু পর দিনে পিতরকে কারাগারে না পাইয়া তাহার কি হইল, ইহা না জানিয়া হেরোদের অতি ক্রোধ হইল, এবং রক্ষকদিগের প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিল।

---

৪৭ পাউলের লূস্ত্রা নগরে যাওনের বিষয়।

যাহার নাম অগ্রে শৌল ছিল, সেই পাউল আপনি যাত্রা করত লূস্ত্রানগরে গমন করিল; এবং সেই স্থানে জন্মাবধি খঞ্জ কখন গমন করে নাই, এমন এক মনুষ্য পাউলের কথা শুনিতেছিল। ইতোমধ্যে পাউল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার সুস্থ হওনের বিশ্বাস বুঝিয়া উচ্চস্বরে কহিল, চরণের ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও; তাহাতে সে লম্ফ দিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন লোকেরা পাউলের সেই কার্য্য দেখিয়া স্বদেশীয় ভাষাতে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিতে লাগিল, দেবতারা মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের নিকটে নামিয়া আইলেন। এবং ঐ নগরের সম্মুখে স্থাপিত যে পিত্তলবিগ্রহের যাজক বলদ ও পুষ্পের মালা দ্বারের নিকট আনিয়া লোকদিগের সহিত তাহাদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বর্ণাবা এবং পাউল ইহার সম্বাদ শুনিয়া আপনাদের বস্ত্র চিরিয়া লোকদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হে মহাশয়েরা, এমন কর্ম্ম কেন কর? আমরাও তোমাদের ন্যায় সুখদুঃখভাগী মনুষ্য; এবং আমরা তোমাদিগের নিকট সুসমাচার প্রচার করিতেছি; তোমরা এ সকল বৃথা কল্পনা ত্যাগ করিয়া যিনি আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র এবং তন্মধ্যস্থ যত বস্তু আছে সকলেরি সৃষ্টিকর্ত্তা, এমন সত্য ঈশ্বরের প্রতি যেন তোমাদের মতি ফেরে, এই জন্যে আমরা আসিতেছি। এতদ্রূপ কথা কহিলেও তাহাদিগের নিকটে উৎসর্গ করণহইতে লোকদিগকে প্রায় ক্ষান্ত করিতে পারিল না। পরে

আন্টিয়োখ ও ঐকনিয় নগর২হইতে কএক য়িহুদীয় লোক আসিয়া লোকদিগের প্ররোচনা করিয়া পাউলকে এমন প্রস্তরাঘাত করাইল, যে তাহাতে সে মরিয়াছে, ইহা বোধ করিয়া তাহাকে নগরের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু শিষ্যেরা তাহার চতুর্দ্দিগে দাঁড়াইলে সে আপনি উঠিয়া পুনর্ব্বার নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং পর দিনে বর্ণবার সহিত পাউল দর্ব্বী নগরে গমন করিয়া সেখানে সুসমাচার প্রকাশ করিল, এবং সেই প্রচারদ্বারা তিমথীয় এক জনকে মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট করিল! সেই ব্যক্তির মাতা ধার্ম্মিক লোক হইয়া তাহাকে যৌবনকালঅবধি ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ দিল। পরে সে পাউলের সহকারী ও সঙ্গী হইল; এবং ইফিস নগরে কতক কাল মণ্ডলীর প্রধান হইল, আর শেষে খ্রীষ্টধর্ম্মের নিমিত্তে প্রাণত্যাগ করিল।

৪৮ লুদিয়ার ও কারারক্ষকের বিষয়।

পরে পাউল ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে আসিয়া দেশে সুসমাচার প্রচার করিতে গমন করিল, এবং ট্রোয়া নগরে উ-

পস্থিত হইয়া স্বপ্ন দেখিল, যে এক জন মাকিদনীয় লোক দাঁড়াইয়া মিনতি করিয়া কহিতেছে, মাকিদনীয় দেশে আসিয়া আমাদিগের উপকার কর। প্রভু যে তাহাকে এই প্রকারে দর্শন দিলেন তাহা বুঝিয়া মাকিদনীয় দেশে যাত্রা করিয়া ফিলিপী নগরে উপস্থিত হইল। পরে বিশ্রামবারে নগরহইতে বাহিরে নদীর তীরে য়িহুদীয়দের প্রার্থনার ঘরে গিয়া তথায় যে সকল স্ত্রীলোক আসিয়াছিল, তাহাদিগের নিকটে সে কথা প্রচার করিতে লাগিল, এবং শ্রোতৃগণের মধ্যে থুয়াটীরা নগরনিবাসিনী ধূসরাম্বর বিক্রয় কারিণী লুদিয়া নামে এক ঈশ্বরসেবিকা স্ত্রী ছিল, এবং পাউলের উক্ত বাক্য মনোযোগ করিতে প্রভু তাহার প্রবৃত্তি দিলেন। অতএব সে স্ত্রী সপরিবারে বাপ্তাইজিতা হইয়া মিনতিপূর্ব্বক কহিল, যে শিষ্যেরা আইসে; তাহার আমার গৃহে থাকিবে। অপর পাউল প্রচার করিতে২ এক দিবস এক বালিকাহইতে দৈবজ্ঞ ভূত ছাড়াইয়া দিল; সেই বালিকার প্রভুবর্গ আপনাদের লাভের প্রত্যাশা যে বিফল হইল, ইহা দেখিয়া পাউলকে এবং সীলাকে অধ্যক্ষদিগের নিকটে আনিয়া কহিল, এই মনুষ্যেরা নূতন পরামর্শ সিদ্ধ স্থাপিত করিতে ইচ্ছা করে। তখন বিচারকর্ত্তারা শিষ্যদিগকে বেত্রাঘাত করিতে, এবং কারাগারে রাখিতে আজ্ঞা দিল। এবং রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে পাউল ও সীলা ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া আপনাদের দুঃখমধ্যে তাঁহার প্রশংসা গান করিল। তখন অকস্মাৎ এমন এক ভূমিকম্প হইল, যে ভিতরের সহিত কারাগার টল্‌টল্‌ করিতে লাগিল, এবং সমস্ত দ্বার মুক্ত হইল, ও সকলের বন্ধন খুলিয়া

গেল। অতএব কারারক্ষক জাগ্রৎ হইয়া কারাগারের দ্বার মুক্ত দেখিয়া বন্দিরা পলায়ন করিয়াছে, ইহা বুঝিয়া কোষহইতে খড়্গ বাহির করণপূর্ব্বক আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হইল। কিন্তু পাউল উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ওহে আমরা সকলেই এখানে আছি, তুমি আপন প্রাণের কিছু হিংসা করিও না। তখন সে প্রদীপ আনিতে বলিয়া কম্পমান হইয়া লম্ফ দিয়া ভিতরে আসিয়া পাউলের এবং সীলার চরণে পড়িল। পরে সে তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে আমাকে কি করিতে হইবে? তাহারা কহিল, প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহাতেই তুমি সপরিবারে ত্রাণ পাইবা। পরে সেই রাত্রির তদ্দণ্ডেই সে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া তাহাদের প্রহারের ক্ষতসকল ধৌত করিল; এবং সে আপনি ও তাহার পরিবার সকলে তৎক্ষণাৎ বাপ্তাইজিত হইল। আর তাহাদিগকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া তাহাদের সম্মুখে খাদ্য সামগ্রী রাখিল; এবং সে আপনি ও তাহার পরিবার সকলে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিয়া আনন্দিত হইল। পর দিনে শাসনকর্ত্তারা এই সমস্ত সম্বাদ শুনিয়া পাউল ও সীলার নিকট আসিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া নগরহইতে প্রস্থান করিতে প্রার্থনা করিল।

---

৪৯ পাউলের আথিনীনগরে যাওনের বিষয়।

পরে পাউল ফিলিপীহইতে প্রস্থান করিয়া আম্‌ফিপলি ও আপল্লোনিয়া নগরে ও বিরেয়া নগর দিয়া আথিনীনগরে উপস্থিত হইলে সীলা ও তিমথির অপেক্ষায় থাকিতে২ ঐ নগর প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া উত্তপ্তচিত্ত হইতে লাগিল; এবং প্রতিদিন য়িহুদীয়দের ভজনালয়ে এবং হট্টেতে য়ীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিল। তখন কএক জন জ্ঞানী তাহার সহিত বিবাদ করিল, এবং তাহাকে বিচারস্থানে আনিয়া কহিল, এই যে নূতন মত তুমি প্রকাশ করিতেছ, ইহা কি প্রকার? তাহা আমাদিগকে শুনাও। অতএব পাউল এই কথা কহিল, হে আথিনীয় লোকেরা, তোমরা সর্ব্বতোভাবে দেবপূজাতে আসক্ত, ইহা আমি চাক্ষুষ দেখিতেছি; যেহেতু তোমাদিগের পূজ্য বিষয় দেখিতে২ পর্য্যটনের সময়ে অজ্ঞাত দেবতার উদ্দেশে এই লিপিযুক্ত এক যজ্ঞবেদি দেখিলাম; অতএব না জানিয়া যাঁহাকে পূজা করিতেছ, তাঁহার তত্ত্ব তোমাদিগের নিকট প্রচার করি; জগৎ এবং জগতীস্থ সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা যে ঈশ্বর তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর একাধিপতি হইয়া হস্তকৃত মন্দিরে বাস করেন না। আর তিনি সকলকে জীবন ও প্রাণ তাবৎ সামগ্রী দান করেন; তিনি আমাদের কাহারোহইতে দূরে আছেন, এমত নহে; যেহেতুক তাঁহাদ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ও গমনাগমন ও প্রাণধারণ করিতেছি। অতএব তৎকালীন লোকদিগের অজ্ঞানতার প্রতি তিনি অনুধাবন করিলেন না তথাপি এখন তিনি সর্ব্বত্র সকলকে মনঃপরিবর্ত্তন করিতে

আজ্ঞা দিতেছেন। কেননা আপন নিয়োজিত এক পুরুষ দ্বারা যে দিনে তিনি পৃথিবীস্থ লোকের বিচার করিবেন, এমন এক দিন নিরূপণ করিয়াছেন; আর তাঁহাকে মৃতদের মধ্যহইতে উত্থিত করাতে তদ্বিষয়ে সকলের নিকটে প্রমাণ দিয়াছেন। তখন মৃতদের উত্থানের কথা শুনিয়া কেহ২ উপহাস করিল; আর কেহ২ বলিল, এ বিষয়ের প্রসঙ্গ পুনর্ব্বার তোমার কাছে শুনি; কিন্তু আরেওপাগীয় দিয়োনুসিয় এবং দামারি নামে এক স্ত্রী ইহারা বিশ্বাস করিল।

৫০ পাউলের কৈসরীয় নগরেতে বন্দি হওন।

তদনন্তর পাউল য়িরূশালমে গমন করিলে কিছু কাল পরে য়িহূদীয়েরা তাহাকে ধরিয়া কারাগারে রাখিল; কিন্তু ক্লৌদিয় লুসিয় নামে যে রূমীয় সহস্র সেনাপতি সে পাউলকে লইয়া কৈসরীয় নগরে ফিলিক্স নামে অধ্যক্ষের কাছে প্রেরণ করিল। এবং ফিলিক্স পাউলের প্রতি অনুগ্রাহক হইয়া য়িহূদীয়দের শক্ত অপবাদিকে মান্য করিল, এমত নহে, সে তাহাকে আরো বন্দি লোকদের অপেক্ষা দয়া করিল এবং সাক্ষাতের নিমিত্তে তাহার আত্মীয় কোন বন্ধুকে নিকটে আসিতে বারণ না করিতে আজ্ঞা দিল; কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে মুক্ত হইব, পাউল এই প্রত্যাশা করিলে সে পুনশ্চ তাহাকে ডাকাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিল। এবং এক দিবসে ফিলিক্স অধ্যক্ষ আপন স্ত্রী দ্রূসিল্লা নাম্নী য়িহূদীয় হেরোদ রাজার কন্যার সহিত আসিয়া পাউলকে ডাকাইয়া তাহার প্রমুখাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মের বৃত্তান্ত শুনিল। আর

পাউল ন্যায় ও পরিমিত ভোগের ও শেষ বিচারের বিষয়ের কথা কহিলে, ফিলিক্স আপন অনুভাবেতে নিন্দা পাইয়া কম্পায়মান হইতে লাগিল, এবং কহিল, এখন যাও আমার অবকাশমতে তোমাকে ডাকাইব। দেখ, যাহারা পাপ সেবাকারী, তাহারা কোন কালে ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে না! তাহাতে তিন বৎসরের পরে ফিলিক্সের পদে ফেস্তা নিযুক্ত হইল। ফিলিক্স য়িহুদীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিতে বাসনা করিয়া পাউলকে বদ্ধ রাখিয়া গেল। ফেস্তাও য়িহুদীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্তে পাউলকে ছাড়িয়া দিতে সাহস না পাইয়া তাহার সঙ্গে য়িরূশালমে য়িহুদীয় যাজকদের ও অধ্যক্ষদের সম্মুখে বিচারিত হইবার প্রসঙ্গ করিল। ফেস্তা য়িহুদীয়দিগকে শেষে কোন কালে সম্মতি দিবে, পাউল ইহা ভাবনা করিয়া কৈসরের কাছে বিচারিত হইতে প্রার্থনা করিল। তখন ফেস্তা কহিল, তুমি কৈসরের কাছে বিচারিত হইতে নিবেদন করিলা, কৈসরের নিকটে যাইবা। অনন্তর কতক দিনের পর য়িহুদীয় রাজা অগ্রিপ্পা ফেস্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে পাউল খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রকাশরূপে সাক্ষ্য দিতে আর একবার সুযোগ পাইল; এবং সে আপন মন ফিরাণের বিবরণ কহিয়া আরো এমত বলিল, খ্রীষ্ট দুঃখ ভোগ করিয়া সকলের অগ্রে মৃতদেরহইতে উত্থান করিয়া নিজ দেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের নিকটে মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন; ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও মূসা এই যে সকল ভারি বিষয়ে প্রমাণ দিয়া গিয়াছে, আমিও ঈশ্বরের স্থানে অনুগ্রহ পাইয়া সেই সকল বিষয়ে ছোট বড় তাবৎ লোকের নি-

কটে অদ্যাবধি সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছি। তখন তাহার এমন কথা শুনিয়া ফেস্তা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে পাউল, তুমি উন্মত্ত হইয়াছ, বহু বিদ্যার অভ্যাস তোমাকে হতজ্ঞান করিল। তাহাতে সে কহিল, হে মহামহিম ফেস্তা, আমি উন্মত্ত নহি; কিন্তু সত্য ও বিবেক কথা প্রস্তাব করিতেছি: রাজাও ইহা জ্ঞাত আছেন; এই জন্য তোমার সাক্ষাতে নির্ভয় হইয়া কথা কহিতেছি: হে রাজন্ অগ্রিপ্পা, আপনি কি ভবিষ্যদ্বক্তাগণের কথা বিশ্বাস করেন? আপনি প্রত্যয় করেন, তাহা আমি জানি। তখন অগ্রিপ্পা পাউলকে কহিল, তুমি প্রবৃত্তি দিয়া প্রায় আমাকে খ্রীষ্টীয়ান করিতেছ। তাহাতে সে কহিল, আপনি এবং অন্য২ যাহারা অদ্য আমার এই কথা শুনিতেছে, তাহারা সকলেই প্রায়, এমন নয়, কিন্তু শৃঙ্খল বন্ধন ব্যতিরেকে যেন সর্ব্বতোভাবে আমার সদৃশ হয়, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

৫১ পাউলের রোমনগরে গমনের বিষয়।

অল্পকালের পরে তাহারা পাউলকে এক ক্রমীয় সেনাপতির নিকটে সমর্পণ করিলে সে আরিষ্টার্খ আদ্রামুত্তিয় জাহাজে আরোহণ করিয়া জলপথ দিয়া রোম নগরে যাত্রা করিল। এবং যাইতে২ ক্রীটার উপদ্বীপে উপস্থিত হইয়া পাউল সেই স্থানে শীতকাল যাপন করিতে বিনতিপূর্ব্বক কহিল; কিন্তু জাহাজের অধ্যক্ষ দক্ষিণ পশ্চিম কোণে স্থিত ক্রীটার ফৈনিকিয়া খালে যাইতে ইচ্ছা করিল। পরন্তু এক প্রতিকূল প্রচণ্ড বায়ু উঠিয়া জাহাজকে উপদ্বীপের কূল-

হইতে দূরে লইয়া যাওয়াতে লোকসকল অত্যন্ত ভীত হইল। তখন জাহাজ টলটল্ করাতে পর দিবসে তাহার কতকং বোঝাই সামগ্রী ফেলাইয়া দিল। এবং বহু দিন পর্য্যন্ত সূর্য্য ও তারা ও নক্ষত্রাদি আচ্ছন্ন হওয়াতে জাহাজের সকল লোক প্রাণের বিষয়ে অত্যন্ত সশঙ্কিত হইলে, রাত্রিযোগে ঈশ্বরের দূত পাউলকে দর্শন দিয়া কহিল, হে পাউল, ভয় করিও না, কৈসরের সম্মুখে তোমার উপস্থিত হইতে হইবে। ঈশ্বর তোমার এই সঙ্গি লোক সকলকে তোমাকে দিলেন। অপনর প্রাতকালে এই প্রকার টলটলায়মান হওনের পরে তাহারা কোন্ স্থান দেখিল, তাহা চিনিল না; এবং তীরের নিকটে চলিয়া সঙ্গমস্থানে চড়ার উপরে জাহাজের গলুই বদ্ধ হওয়াতে পশ্চাৎভাগে প্রবল ঢেউ লাগাতে জাহাজ বাড়েং খসিয়া গেল; এবং যাহারা সাঁতার জানিত, তাহারা সন্তরণ দিয়া কূলে উঠিল: আর অবশিষ্ট লোকেরা কাষ্ঠ ও জাহাজের যে যাহা পাইল, তাহা অবলম্বন করিয়া উঠিল; এইরূপে জাহাজের সকলে ভূমি পাইয়া প্রাণে বাঁচিল। ঐ স্থান এক উপদ্বীপ, তাহার নাম মিলিতা, ইহা জানিল; এবং সেই স্থানের লোকেরা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পাউলকে, ও তাহার সঙ্গি লোকদিগকে অতিথি করিবার নিমিত্তে অগ্নি প্রজ্বলিত করিল। কিন্তু পাউল এক বোঝা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া যে সময়ে অগ্নির মধ্যে ফেলিল, এমন কালে অগ্নির উত্তাপে এক কালসর্প বাহির হইয়া তাহার হস্তে কামড়াইল। ঐ লোকেরা তাহার হস্তেতে সর্পকে ঝুলিয়া থাকিতে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এ ব্যক্তি অবশ্য নরহত্যাকারী হইবে; কেননা যদ্য

পি সমুদ্রহইতে রক্ষা পাইল, তথাপি প্রতিফলদাতা উহা-
কে বাঁচিতে দেন না। কিন্তু সে হস্ত ঝাড়িয়া ঐ সর্পকে
অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাহার কোন ক্ষতি হইল না।
তখন লোকেরা ইহা দেখিয়া তদ্বিপরীত বোধ করিয়া কহিল,
ইনি কোন দেবতা হইবেন। তদনন্তর ঐ স্থানে শীতকালে
থাকিয়া পাউল ঐ উপদ্বীপনিবাসি অনেক রোগি লোকদি-
গকে সুস্থ করিল। এবং তিন মাসের পরে অন্য জাহাজ পা-
ইয়া তাহারা ঐ জাহাজ আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলে,
রোম নগরে নির্ভয়ে উপস্থিত হইল। তাহাতে পাউল আপন
প্রহরিদিগের সহিত বাস করিতে অনুমতি পাইয়া নি-
বাসি য়িহুদীয়দিগকে প্রতিদিন মূসার ব্যবস্থা গ্রন্থ এবং
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থ লইয়া য়ীশুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল,
এবং তাহার কথা কেহ২ প্রত্যয় করিল। এই প্রকারে পা-
উল সম্পূর্ণ দুই বৎসরপর্য্যন্ত ভাড়াটিয়া বাসগৃহে বাস
করিল। যে২ লোক তাহার নিকটে আইসে, সমস্তকে গ্রহণ
করিয়া নির্ব্বিঘ্নে অতিশয় সাহসপূর্ব্বক ঈশ্বরের রাজত্বের
কথা প্রচার করিয়া প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে উপদেশ দিল।

৫২ শিষ্যদ্বারা সুসমাচার অনেক স্থানে প্রচার করণের বিষয়।

রোম নগরহইতে পাউল কএক খান পত্র লিখিল। ঐ
পত্রেতে মুক্ত হইবার বিষয়ে আপন আশা প্রকাশ করিল,
এবং খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর বিবরণদ্বারা আমরা জানি, যে পাউল
দ্বিতীয় বার রোমে গেলে পর খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দেওনার্থ খড়্গা-

ঘাতে বধ হইল। ঐ দ্বিতীয় বার বদ্ধ হওনের কালে সে তিমথীর প্রতি দ্বিতীয় পত্র লিখিল, তাহার পূর্ব্বে আপন যাত্রার সময়ে রোমনগরে প্রথমে থাকিয়া সে আশিয়া ও গ্রীক আর ভিন্নদেশীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীকে পত্র লিখিয়াছিল; ঐ পত্রসকল ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে আছে। পাউলের জীবৎ কালে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগে প্রথম যে তিন সুসমাচার লিখিত হইল, অর্থাৎ মথী স্বরীয় য়িহুদীয় খ্রীষ্টীয় লোকদিগের নিমিত্তে আপন সুসমাচার লিখিল; মার্ক রুমীয় লোকদের নিমিত্তে এবং লূক থিয়ফিল নামে গ্রীকীয় এক জন খ্রীষ্টীয়ানের নিমিত্তে লিখিল। য়োহনের সুসমাচার এবং ভবিষ্যদ্বাক্য লিখনের সময়ে য়িরূশালমের বিনাশের বিষয়ে খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাক্য সম্পূর্ণ হইল। অপর য়ীশুর মৃত্যুর সত্তর বৎসর পরে অন্য প্রেরিতেরা অর্থাৎ পিতর ও য়াকুব ও য়িহুদা পত্র লিখিল, তাহাও ধর্ম্মপুস্তকে আছে? য়োহন ব্যতিরেকে অন্য প্রেরিতদিগের বিষয়ে আমরা কিছু সম্বাদ পাইলাম না; কিন্তু তাহারা য়ীশুর আজ্ঞানুসারে সমস্ত দেশে সুসমাচার প্রচার করিল, ইহা আমরা জ্ঞাত আছি। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তৎকালীন জ্ঞাত প্রায় সকল দেশে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করা গেল। এবং প্রেরিতেরা খ্রীষ্টের আজ্ঞানুসারে যেমন করিল, তেমনি তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা তিনি সম্পূর্ণ করিলেন, "জগতের শেষপর্য্যন্ত সর্ব্বদা আমি তোমাদের সঙ্গে২ আছি"।

ধর্ম্মপুস্তকের

কালবর্ণনা ।

জগদব্দ		খ্রীষ্টাগ্রে
জগদব্দ	জগতের সৃষ্টি	৪০০৪
১৬৫৬	জলপ্লাবন	২৩৪৮
২০৮৩	অব্রাহম	১৯২১
২৫৫৩	মিসরহইতে যাত্রা	১৪৯১
৩০০০	মন্দিরস্থাপন	১০০৪
৩৩৯৮	বাবিলে প্রবাস	৬০৬
৪০০৪	প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টের জন্ম	খ্রীষ্টাব্দ
৪০৩৭	খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ	৩৩
৪০৭৪	য়িরূশালমের বিনাশ	৭০
৪০৯৯	য়োহনের পাৎমসেতে প্রকাশিত বাক্য লিখন	৯৫

ধৰ্ম্মপুস্তকের বৃত্তান্ত।

১ আদিভাগ।

২ অন্তভাগ।